বিবেকচূড়ামণিঃ।

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শঙ্করভগবৎ-প্রণীতঃ।

পণ্ডিতবর শ্রীকালীপ্রসন্নবিদ্যারত্নেনানুবাদিতঃ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়েন

সম্পাদিতঃ।

শ্রীগুরুদাসচট্টোপাধ্যায়েন প্রকাশিতঃ।

কলিকাতা;

বীডনষ্ট্রীটস্থ ৯৬ সংখ্যকভবনে "নূতনকলিকাতাখ্য" যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্রমুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতঃ।

১৩০৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ।

বিবেক-চূড়ামণিঃ ।

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্ ।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্ ॥ ১ ॥

যিনি নিখিল বেদান্তসিদ্ধান্তে পারদর্শী, যিনি ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, সেই পরমানন্দময় সদ্‌গুরুস্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি । ১ ।

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্ল্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্ ।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥ ২ ॥

জীবমধ্যে নরজন্ম সুদুর্ল্লভ, মানবমধ্যে পুরুষ, পুরুষমধ্যে বিপ্র, বিপ্রমধ্যে বেদবিহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা প্রধান। যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর। বিচারদর্শীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়; সেইরূপ অনুষ্ঠানকেই মুক্তি কহে; পরন্তু শতকোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য ভিন্ন তাদৃশী মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। ২।

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ ৩॥

জগতে পুংস্ত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, এই তিনটী দুষ্প্রাপ্য। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত উহা লাভ করা সুদুরূহ। ৩।

লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্ম-দুর্ল্লভং
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥ ৪॥

পুণ্যবলে দুর্ল্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া পুংস্ত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা থাকিতেও যে ব্যক্তি ভবসঙ্কট হইতে আত্মপরিত্রাণে যত্ন না করে, সেই মূর্খ (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত) অসদ্বস্তু গ্রহণ নিবন্ধন আত্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হয়। ৪।

ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্ল্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্॥ ৫॥

দুর্ল্লভ নরদেহ, বিশেষতঃ পুরুষ-দেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি মোক্ষরূপ জ্ঞানমার্গ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অভীষ্ট-সাধনার্থ মৃত্যুরূপ সংশয়মার্গে ধাবমান হয়, তাহা অপেক্ষা মূঢ়মতি জগতে আর কে আছে? ৫।

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি-
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি॥ ৬॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মিলে কি শাস্ত্রব্যাখ্যা, কি যজ্ঞাদি দ্বারা সুরগণের প্রীতিসাধন, কি

যথাযথ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, কি দেবারাধনা, কিছু দ্বারাই শত ব্রাহ্মকল্পমধ্যেও মুক্তিলাভের আশা নাই। ৬।

অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্ম্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ ॥ ৭ ॥

ধনে মুক্তি হইতে পারে না, কর্ম্মকাণ্ডাদিও যে মুক্তির কারণ, তাহাও নহে। ৭।

অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্
সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দৈশিকং
তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা ॥ ৮ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠয়া ॥ ৯ ॥

উপরোক্ত কারণেই বিবেকী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বাহ্যবিষয়-সুখে নিষ্কাম হইয়া সাধু-সদ্গুরুর সঙ্গলাভ পূর্ব্বক একান্তচিত্তে তদুপদিষ্ট বাক্য ধারণ করতঃ মোক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন এবং বিহিত দর্শননিষ্ঠারূপ আত্মতত্ত্বানুষ্ঠানবলে যোগমার্গস্থ হইয়া ভব-সাগরমগ্ন আত্মাকে (জীবকে) আত্মাদ্বারা (বিবেকদ্বারা) পরিত্রাণ করিবেন। ৮-৯।

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস-উপস্থিতৈঃ ॥ ১০ ॥

যে স্থিরবুদ্ধি বিদ্বান্ আত্মজ্ঞানশিক্ষায় প্রবৃত্ত, তিনি নিখিল কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া সংসারবন্ধন-ছেদনার্থ তত্ত্বাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন। ১০।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ ॥ ১১ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির কারণমাত্র, অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধি-সম্পাদনার্থই কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। ফলতঃ কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। কেননা, সুবিচার দ্বারাই ব্রহ্মপদার্থ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, কোটি কোটি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার আশা নাই। ১১।

সম্যগ্বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।
ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী ॥ ১২ ॥

ভ্রান্তিদ্বারা রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, সুতরাং সেই ভয় হেতু দুঃখ উপস্থিত হয়। সম্যক্ বিবেচনাবলে রজ্জুজ্ঞান হইলেই সর্পভ্রম বিদূরিত হয়। ১২।

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥ ১৩ ॥

সদসদ্বস্তুবিচার দ্বারা এবং গুরূপদেশ দ্বারা পদার্থের স্থিরদর্শন-লাভ হয়, কিন্তু স্নান, দান বা শত শত প্রাণায়াম দ্বারা তৎলাভের আশা নাই। ১৩।

অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ ॥ ১৪ ॥

ফলসিদ্ধি অধিকারী-সাপেক্ষ। কেন না, দেশ-কালাদি উপায়-সকল অধিকারীর সহকারী, সুতরাং উহারা অধিকারীর-আশ্রিত। ফল কথা, অধিকারী না হইলে দেশ কাল প্রভৃতি উপায় দ্বারা কোনরূপ ফললাভের আশা নাই। ১৪।

অতো বিচারঃ কর্ত্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

করুণানিধি ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুকে লাভ করিয়া আত্মপদার্থের বিচার করা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৫।

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্য্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি স্মৃতিশক্তিমান্, তর্কাতর্কে বিচক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, তাদৃশ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া নির্ণীত। ১৬।

বিবেকিনো বিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি বিবেকবান্, বৈরাগ্যসম্পন্ন ও শমদমাদি-গুণযুক্ত, তাদৃশ মুমুক্ষুজনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবার উপযুক্ত পাত্র। ১৭।

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

মুনীগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসম্বন্ধে সাধন চারি প্রকার। যাহার দেহে সেই সাধন বিরাজ করে, সে ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং উহা না থাকিলে সিদ্ধিলাভেরও আশা নাই। ১৮।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ॥ ১৯ ॥
শমাদিষট্‌কসম্পত্তির্ম্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২০ ॥
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ।
তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

উপরোক্ত সাধন-চতুষ্টয় যথাক্রমে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষড়্‌বিধ গুণসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব নামে অভিহিত। "দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য" এইরূপ জ্ঞানকেই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কহে। ১৯-২১।

দেহাদিব্রহ্মপর্য্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।
বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২২॥

যাবতীয় দেহই অনিত্যভোগ্যপদার্থস্বরূপ। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত, অনুসন্ধান করিলে সমস্ত দেহই দোষপূর্ণ বলিয়া লক্ষিত হয়। পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত দোষ দেখিয়া বিষয়-সমূহে যে বিরাগভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই বিরক্তি কহে। ২২।

স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।
বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে॥ ২৩॥
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা॥ ২৪॥

স্বীয় লক্ষ্যপদার্থে মনের সংযতভাবকেই শম বলা যায়; জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাম বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বস্ব-স্থানে সংস্থিত হইলেই তাহার নাম দম এবং বাহ্যপাদার্থে চিত্ত-বৃত্তির আলোচনা না থাকিলেই তাহা উপরতি বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত। ২৩-২৪।

সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।
চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥ ২৫॥

চিন্তা, শোক, বিষাদ প্রভৃতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বদুঃখসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে। ২৫।

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।

সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভি র্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥ ২৬॥

শাস্ত্রবাক্যে ও গুরূপদেশে সত্যবুদ্ধি থাকিলেই তাহা সুধী-গণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রদ্ধবান্ হইলেই পরমপদার্থ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। ২৬।

সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।

তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য চালনম্॥ ২৭॥

নিরন্তর বিমল ব্রহ্মে মতি থাকিলেই তাহাকে সমাধান কহে। নিয়ত চিত্তচালনা হইলে তাহাকে সমাধান বলা যায় না। ২৭।

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।

স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২৮॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা শরীর ও শরীরগত অহঙ্কারাদিজনিত বন্ধনের মোচনেচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে। ২৮।

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।

প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্॥ ২৯॥

মুমুক্ষুত্ব ত্রিবিধ ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম বা অধম মুমুক্ষুত্বের অধিকারী হইলেও বৈরাগ্য-সহায়ে শমদমাদিবলে এবং গুরুর প্রসাদে ক্রমে ক্রমে উহা পরিবর্দ্ধিত হয় ; সুতরাং শেষে মহাফল প্রদান করিয়া থাকে। ২৯।

বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।

তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ॥ ৩০॥

বৈরাগ্যাধিক্য ও মুমুক্ষুত্ব জন্মিলেই শমাদিসহায়ে অর্থবান্ ও ফলবান্ হইতে পারে অর্থাৎ বৈরাগ্যনিবন্ধন শমাদিগুণ দ্বারা

অণিমাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মুমুক্ষুত্ব নিবন্ধন শমাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। ৩০।

এতয়োর্ম্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা॥ ৩১॥

বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে মরুক্ষেত্রে জলের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে শমাদিসম্বন্ধীয় কথা বলা বৃথা কল্পনামাত্র হইয়া থাকে। ৩১।

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ৩২॥

যত কিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বস্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তির রূপ বলিয়া পরিগণিত। ৩২।

স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।
উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ॥ ৩৩॥

কাহারও মতে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানই ভক্তি বলিয়া গণনীয় ফল কথা, যিনি যেরূপ মতই প্রকাশ করুন না কেন, সাধন-চতুষ্টয়বান্ হওয়াই আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর সর্ব্বথা বিধেয়। কারণ, তদ্ব্যতীত মোক্ষমার্গে যত্ন করা বৃথা। ৩৩।

উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্বন্ধবিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ৩৪॥

যিনি জ্ঞানবান্, বেদবেত্তা, নিষ্কলুষ, কামবর্জ্জিত, ব্রহ্মবিদ্‌গণের বরণ্যে ও সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, শিষ্য তাদৃশ গুরু-সকাশে উপনীত হইয়া তদারাধনা করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। ৩৪।

ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাং॥ ৩৫॥
তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রাহ্বপ্রশ্রয়সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেজ্জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ॥ ৩৬॥

পরে সেই পরব্রহ্মগতৈকপ্রাণ, শান্তিগুণশীল, কাষ্ঠহীন-নির্ম্মল-অগ্নিসন্নিভ, প্রয়োজনবর্জ্জিত, কৃপানিধি, ভক্ত ও সাধুর মিত্রস্বরূপ গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে উপাসনা করিয়া নম্রতা, বিনয় ও শমাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার মনোগত বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য আত্মজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন করিবে। ৩৫ ৩৬।

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো! কারুণ্যসিন্ধো! পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্ট্যা, ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা॥ ৩৭॥

হে প্রভো! আপনাকে প্রণাম। হে প্রণতজনবন্ধো! হে দয়ারসাগর! আমি ভবার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনার সরলদয়াপূর্ণ অমৃতবর্ষী অমোঘনেত্রপাত দ্বারা আমাকে পরিত্রাণ করুন্। ৩৭।

দুর্ব্বারসংসারদবাগ্নিতপ্তং,
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ,
শরণ্যমন্যদ্‌যদহং ন জানে॥ ৩৮॥

আমি অনিবার্য্য ভবাগ্নিতে দগ্ধ এবং দুরদৃষ্টবাতে মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত ও বিত্রস্ত হইয়া আপনার আশ্রিত হইয়াছি। আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করুন্। আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক; আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। ৩৮।

শান্তো মহান্তো নিবসন্তি সন্তো,
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা,
ন হেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ॥ ৩৯॥

শান্ত, মহৎ, সাধুরা বসন্তঋতুর ন্যায় মানবগণের উপকারসাধন করেন। তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ সংসারসাগর পার হইয়াছেন এবং অপর পারেচ্ছু ব্যক্তিগণকেও নিষ্কামভাবে উদ্ধার করেন। ৩৯।

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-
শ্রমাপনোদনপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ-
প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল॥ ৪০॥

যেমন স্বতঃসিদ্ধ স্নিগ্ধতা-শক্তিগুণে দিবাকরের প্রচণ্ডপ্রভা পরিতপ্তা-ধরণী স্বভাবতঃ শীতলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অন্যের কষ্ট দূর করা মহাত্মদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, মহাপুরুষেরা যেখানে বিদ্যমান থাকেন, তথাকার অনিষ্ট স্বয়ংই অন্তর্হিত হয়। ৪০।

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যতৈ-
র্যুষ্মংবাক্কলসোজ্ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো!
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ॥ ৪১॥

হে প্রভো! ভবতাপরূপ দাবাগ্নি-জ্বালাতে জ্বলিত এই ভক্ত-লোককে আপনি ব্রহ্মানন্দরসের অনুভবহেতু প্রকাশিত বিশুদ্ধ সুশীতল সদ্‌গুণশালী শ্রীমুখরূপ কলসোৎসৃষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতি-কর স্বীয় বাক্যসুধাবারিসেচনদ্বারা পরিত্রাণ করুন্। যাঁহারা ভবদীয় ক্ষণিক দৃষ্টিপাত লাভপূর্ব্বক সৎপাত্ররূপে গণ্য হন, তাঁহারা ধন্য। ৪১।

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং ?
কা বা গতির্মে ? কতমোঽস্ত্যপায়ঃ ?
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽব মাং প্রভো,
সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব ॥ ৪২ ॥

হে ভগবন্! ভবপারাবার কিরূপে পার হইব, আমার উপায় কি হইবে এবং যাহাতে সংসার-দুঃখ বিমোচন হয়, তাহার উপায় কি ? তাহা আমি কিছুমাত্র বিদিত নহি; অতএব আপনি আমাকে করুণা করিয়া পরিত্রাণ করুন্। ৪২।

তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং
সংসারদাবনলতাপতপ্তম্।
নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা
দদ্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা ॥ ৪৩ ॥

মহাত্মা গুরু ঐরূপ জিজ্ঞাসু, আশ্রিত এবং ভবদাবাগ্নিতাপে সন্তপ্ত নিজ শিষ্যকে কারুণ্যরসাভিষিক্ত-দৃষ্টিদ্বারা দর্শন করিয়া অস্তে অভয় প্রদান করেন। ৪৩।

বিদ্বান্ স তস্মা-উপসত্তিমীয়ুষে
মুমুক্ষবে সাধু যথোক্ত-কারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়
তত্ত্বোপদেশং কৃপয়েব কুর্য্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই বিদ্বান্ মহাত্মা গুরু নম্রতাদিগুণশীল মুমুক্ষু, মোক্ষের সাধনোচিতকর্ম্মকারী, প্রশান্তমনা, শমগুণযুক্ত ও সুপাত্র শিষ্যকে করুণা করিয়া তত্ত্বোপদেশ দেন। ৪৪।

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।

যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি ॥ ৪৫ ॥

হে বিচক্ষণ! তুমি ভয় করিও না। তোমার ধ্বংস নাই, ভবার্ণবতরণের উপায় আছে। যোগীরা যে পথ আশ্রয় করতঃ ইহার পারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ত্বৎসকাশে ব্যক্ত করিব। ৪৫।

অস্ত্যপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ।
তেন তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি ॥ ৪৬ ॥

সংসার-ভয়নাশক কোন অসামান্য উপায় বিদ্যমান আছে, সেই উপায়াশ্রয়ে তুমি ভবসাগর পার হইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইবে। ৪৬।

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু ॥ ৪৭ ॥

বেদান্তের তাৎপর্য্য অনুশীলনক্রমে সমীচীন জ্ঞান হয়; সেই জ্ঞানদ্বারা আত্যন্তিক ভবদুঃখের ধ্বংস হয়। ৪৭।

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্মুমুক্ষো-
র্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।
যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য
মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ ॥ ৪৮ ॥

শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদিই মুমুক্ষুজনের মোক্ষের কারণ; অতএব যে ব্যক্তি এই শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদি অর্থাৎ আসন, প্রাণসংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষড়ঙ্গযোগ আশ্রয় করেন, তিনি অবিদ্যাকল্পিত শরীরবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হন, শ্রুতিতে ইহা লিখিত আছে। ৪৮।

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব
হ্যনাত্মবন্ধস্ততএব সংসৃতিঃ।
তয়োর্ব্বিবেকোদিতবোধবহ্নি-
রজ্ঞানকার্য্যং প্রদহেৎ সমূলম্॥ ৪৯॥

তুমি পরমাত্মস্বরূপ। তোমার অজ্ঞানসংযোগজনিত অনাত্ম পদার্থে আত্মবন্ধন হইয়াছে এবং সেই বন্ধনহেতু ভবসন্তাপ ঘটিয়াছে। আত্মা কি ও অনাত্মা কি, এই দুইটীর বিচারদ্বারা সতত জ্ঞানরূপ অনল সেই অজ্ঞানকর্ম্মকে মূলের সহিত ভস্মীভূত করে।৪৯।

শিষ্য উবাচ।

কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্! প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ॥ ৫০॥

শিষ্য বলিলেন, হে প্রভো! আমি যে প্রশ্ন করিতেছি, করুণা করিয়া অবধান করুন্। ভবদীয় বদনবিনির্গত উত্তর শুনিয়া আমি চরিতার্থ হইব। ৫০।

কো নাম বন্ধঃ? কথমেষ-আগতঃ?
কথং প্রতিষ্ঠাস্য? কথং বিমোক্ষঃ?
কোঽসাবনাত্মা? পরমঃ ক আত্মা?
তয়োর্ব্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্॥ ৫১॥

বন্ধন কি? বন্ধন কিরূপে উপস্থিত হয় ও কিরূপে স্থিত হয়? সেই বন্ধনবিমুক্তিই বা কিরূপে হইয়া থাকে? অনাত্মা কি? জীবাত্মা কি? পরমাত্মা কি? আর জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-বিচার কি? এই সমস্ত করুণা করিয়া প্রকাশ করুন্। ৫১।

শ্রীগুরুরুবাচ।

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।
যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি ॥ ৫২ ॥

গুরু বলিলেন, তুমি ধন্য ও চরিতার্থ। আজি তোমা হইতে তোমার বংশ পবিত্র হইল; কেন না, অবিদ্যাজন্য যে জীবের বন্ধন ঘটে, সেই বন্ধনবিমোচনদ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ করিতে তুমি বাসনা করিতেছ। ৫২।

ঋণমোচনকর্ত্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্ত্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন ॥ ৫৩ ॥

পুত্রগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ-দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু স্বীয় বন্ধনমোচনকারী নিজে ভিন্ন অন্য কেহ হয় না। ৫৩।

মস্তকন্যস্তভারাদেদুঃখমন্যৈ-র্নিবার্য্যতে।
ক্ষুধাদিকৃতদুঃখন্তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ ॥ ৫৪ ॥

মস্তকে প্রদত্ত ভারাদিজন্য দুঃখ অন্য কর্ত্তৃক প্রশান্ত হয়, কিন্তু ক্ষুত্তৃষ্ণাদিজনিত কষ্ট নিজের চেষ্টাদ্বারা ভোজনাদি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রশমিত হয় না। ৫৪।

পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধি-র্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিতকর্ম্মণা ॥ ৫৫ ॥

যে পীড়িতকর্ত্তৃক পথ্য ঔষধাদি সেবিত হয়, তাহার আরোগ্য-লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিপরীত কোন কার্য্য করিলে, আরোগ্যপ্রাপ্তি হয় না। ৫৫।

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা,
স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব
জ্ঞাতব্য-মন্যৈ-রবগম্যতে কিম্ ॥ ৫৬ ॥

যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপদর্শন স্বীয় নেত্র ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ বস্তুর স্বরূপবোধ, (ব্রহ্মপদার্থের জ্ঞানলাভ করা) নিজ স্ফুটিত জ্ঞানরূপ নেত্রদ্বারা হয়, কেবল শাস্ত্রবেত্তা হইলে হয় না। ৫৬।

অবিদ্যাকামকর্ম্মাদি পাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়া-দ্বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥

আত্মযত্ন ভিন্ন শতকোটিকল্পেও কেহ অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিরূপ পাশবন্ধন ছেদন করিতে সক্ষম হয় না। ৫৭।

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৫৮ ॥

যোগ দ্বারা মোক্ষ হয় না, অথবা সাংখ্যদ্বারা, কর্ম্মদ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারাও হয় না, কেবল ব্রহ্ম ও জীব, এই দুয়ের একত্ব-জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ৫৮।

বীণায়া রূপসৌন্দর্য্যং তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবম্।
প্রজারঞ্জনমাত্রং তন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥

বীণাযন্ত্রের আকার ও মনোহর তারের লয়-তান-বাদনক্রমে মানবেরা প্রজারঞ্জনদ্বারা প্রশংসাপ্রাপ্ত পায়, কিন্তু তাহাতে রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব উৎপত্তির হেতুত্ব কদাচ সম্ভব হয় না। ৫৯।

বাগ্-বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ ৬০ ॥

যেমন বাগ্বৈখরী ও শব্দঝরী ইত্যাদি বাক্যসমূহ শাস্ত্রব্যাখ্যা-বিষয়ে কৌশলমাত্র, তদ্রূপ পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ভোগের জন্য, কিন্তু মোক্ষের জন্য নহে। ৬০।

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা ॥ ৬১ ॥

পরমতত্ত্ব বিদিত হইতে না পারিলে শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা এবং পরমতত্ত্ববোধ স্থির হইলে আর অধ্যয়নে কি প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে সম্যক্ বিদিত হইলে আর বেদাদিশাস্ত্র জ্ঞাত হইবার আবশ্যক নাই। ৬১।

শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্-জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্ব-মাত্মনঃ ॥ ৬২ ॥

শাস্ত্রসকল চিত্তভ্রমের কারণ বৃহৎকাননস্বরূপ, এই কারণ তত্ত্বজ্ঞ হইতে সযত্নে আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ৬২।

অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বৈদ্যৈশ্চ? শাস্ত্রৈশ্চ? কিমু মন্ত্রৈঃ? কিমৌষধৈঃ ॥৬৩॥

অজ্ঞানরূপভুজঙ্গদষ্টব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধ ব্যতীত, কি বৈদ্য, কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, কিছুতেই পরিত্রাণ পায় না। ৬৩।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধি-রৌষধশব্দতঃ।
বিনা পরোঽক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে ॥ ৬৪ ॥

যেমন ব্যাধি ঔষধসেবন ব্যতীত কেবল ঔষধ ঔষধ উচ্চারণ দ্বারা ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বানুভবরূপ-ব্রহ্মভাব ব্যতীত কেবল 'ব্রহ্ম, ব্রহ্ম,' বা 'অহং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যকথনদ্বারা মুক্তভাব ঘটে না। ৬৪।

অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়-মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।
বাহ্যশব্দৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈর্নৃণাম্ ॥ ৬৫ ॥

দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক পদার্থের বিলয়ব্যতীত এবং আত্মতত্ত্বের অনুভব ব্যতীত কেবল কথামাত্র ফল, অথচ কোন কর্ম্মেরই নহে। এরূপ বাহ্যশব্দাড়ম্বর দ্বারা কি মনুষ্যগণের মোক্ষ লাভ হয়? ৬৫।

অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি॥ ৬৬॥

শত্রুবধ না করিয়া ও নিখিল ধরণীর ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইয়া স্বয়ং আপনাকে নৃপতি বলিলে কি রাজা হওয়া যায়? ৬৬।

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরি শিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতং
নিঃক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভি-র্লভ্যতে
মায়াকার্য্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ॥ ৬৭॥

গুপ্তধন-আবিষ্কারবিষয়ে বিশ্বস্ত লোকের বাক্য, মৃত্তিকাখনন, শিলাদিভেদন ও উৎক্ষেপণ প্রভৃতি যেমন অপেক্ষা করে, কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বৃথা বাগাড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে কোন ফল হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীর উপদেশে মনন-ধ্যানাদি যোগানুষ্ঠানদ্বারা মায়াকার্য্যবর্জ্জিত নিজ বিমল আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, কিন্তু কুৎসিত ব্যক্তির কুযুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করিলে কদাচ কোন ফল হয় না, অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মে-অভেদ-জ্ঞান বোধগম্য হয় না। ৬৭।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
স্বৈরেব যত্নঃ কর্ত্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ॥ ৬৮॥

সুতরাং পণ্ডিতেরা যেমন উৎকট পীড়ার উপশমার্থ সযত্নে ঔষধ সেবন করেন, তদ্রূপ সংসারবন্ধনরূপ ভীষণ রোগের প্রশমনার্থ স্বস্ব-যত্ন-দ্বারা পরমতত্ত্বরূপ মহৌষধ সেবন করা সর্ব্বথা বিধেয়। ৬৮।

য-স্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ।
সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৯ ॥

অদ্য তুমি শাস্ত্রজ্ঞগণের সম্মত সূত্রের ন্যায় নিগূঢ়তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট মনোহর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা মোক্ষেচ্ছুদিগের জানিবার উপযুক্ত বিষয়। ৬৯।

শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্! যন্ময়া সমুদীর্য্যতে।
তদেতচ্ছ্রবণাৎ সত্যো ভববন্ধাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৭০ ॥

হে বিদ্বন্! আমি যাহা বলি, অবহিতভাবে শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে আশু সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ৭০।

মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে
বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শমশ্চাপি দম-স্তিতিক্ষা
ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্ম্মণাং ভৃশম্ ॥ ৭১ ॥

অনিত্য পদার্থে যে অত্যন্ত বৈরাগ্য, তাহাই মুক্তির প্রথম কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়; পরে শম, দম, তিতিক্ষা এবং সমস্ত কর্ম্মের অত্যর্থ অনুরাগত্যাগ, ইহারাও ক্রমান্বয়ে মুক্তির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৭১।

ততঃ শ্রুতি-স্তন্মননং স তত্ত্ব-
ধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততো বিকল্পং পরমেত্য বিদ্বা-
নিহৈব নির্ব্বাণসুখং সমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

পরমার্থনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমতঃ তত্ত্ব শ্রবণ করিবেন; তদনন্তর তাহা মনন করিবেন; পরে প্রত্যহ বহুদিন বিচ্ছেদশূন্য হইয়া

ধ্যানাদিদ্বারা তত্ত্ব অভ্যাস করিবেন; অবশেষে যখন সর্ব্বসংকল্প-হীন হইবেন, তখন তিনি ইহলোকেই নির্ব্বাণসুখ প্রাপ্ত হইবেন। ৭২।

যদবোদ্ধব্যং তবেদানীমাত্মনাত্মবিবেচনম্।
তদুচ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রুত্বাত্মন্যবধারয় ॥ ৭৩ ॥

অধুনা আত্মা এবং অনাত্মা, এই উভয়ের নিত্যানিত্যবিচার যাহা তুমি অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সম্যক্ বর্ণন করি শ্রবণ পূর্ব্বক আপনাতে আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় কর। ৭৩।

মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তচর্ম্ম-
ত্বগাহ্বয়ৈ-র্ধাতুভিরেভিরন্বিতম্।
পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈ-
রঙ্গৈ-রুপাঙ্গৈ-রুপযুক্ত-মেতৎ ॥ ৭৪ ॥

অহং মমেতি প্রথিতং শরীরং
মোহাস্পদং স্থূল-মিতীর্য্যতে বুধৈঃ।
নভোনভস্বদ্দহনাম্বুভূময়ঃ
সূক্ষ্মাণি ভূতানি ভবন্তি তানি ॥ ৭৫ ॥

মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, শোণিত, চর্ম্ম এবং ত্বক্ এই সমস্ত-সংজ্ঞাবিশিষ্ট, পাদ, উরু, বক্ষ, বাহু, পৃষ্ঠ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত, আমি ও আমার এইপ্রকারে প্রসিদ্ধ মোহের আধার-স্বরূপ যে দেহ, তাহাকে পণ্ডিতগণ স্থূলদেহ বলেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি, এ সমস্ত সূক্ষ্মভূত। ৭৪-৭৫।

পরস্পরাংশৈ-র্ম্মিলিতানি ভূত্বা
স্থূলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ।

মাত্রান্তরীয়া বিষয়া ভবন্তি
শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ ॥ ৭৬ ॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পরস্পরাংশে পরস্পর একত্র হইয়া স্থূলরূপ ধরিয়া স্থূলদেহের হেতু হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় অংশস্বরূপ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ভোক্তার আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। ৭৬।

য এষু মূঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা
রাগোরুপাশেন সুদুর্দ্দমেন।
আয়ান্তি নির্য্যান্ত্যধ-ঊর্দ্ধমুচ্চৈঃ
স্বকর্ম্মদূতেন জবেন নীতাঃ ॥ ৭৭ ॥

যে সকল মূর্খ দুশ্ছেদ্য বিষয়ানুরাগরূপ মহাবন্ধন দ্বারা বিষয়ে বন্দীভূত, তাহারা নিজ কর্ম্মস্বরূপ দূতকর্ত্তৃক সবলে গৃহীত হইয়া কখন স্বর্গে, কখন নরকে, কখন পৃথিবীতে পতিত হয় এবং পুনঃ-পুনঃ জন্ম-মরণ-গতাগত-গতিগত হইয়া ভ্রমণ করে। ৭৭।

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভি-রেব পঞ্চ
পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীন-
ভৃঙ্গানরঃ পঞ্চভি রঞ্জিতঃ কিম্? ॥ ৭৮ ॥

মৃগ, গজ, পতঙ্গ, মীন এবং ভ্রমর, ইহাদের শব্দাদি পঞ্চবিষয়-কর্ত্তৃক নিজগুণদ্বারা বদ্ধ হইয়া, যখন প্রত্যেকে এক এক গুণ গ্রহণ বশতঃ, প্রত্যেকের প্রাণ নষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ মৃগ শব্দগুণে গজ স্পর্শগুণে, পতঙ্গ রূপগুণে, মীন রসগুণে এবং ভ্রমর গন্ধগুণে বন্দী হইয়া মরিতেছে, তখন মনুষ্যের একাধারে ঐ পঞ্চগুণে আসক্ত হইয়া যে, পঞ্চত্ব হইতে ত্রাণ পাইবে, তাহা সম্ভব নহে। ৭৮।

দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্॥ ৭৯ ॥

বিষয়-পদার্থ দোষাংশে কালসর্পবিষাপেক্ষাও তীব্র; কেননা, বিষ যে সেবন করে, সেই বিনষ্ট হয়; কিন্তু বিষয়রূপ যে বিষ তাহা কেবল দর্শনদ্বারা দর্শকের নাশসাধনে সক্ষম হয়। ৭৯।

বিষয়াশামহাপাশাদ্-যো বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।
স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্শাস্ত্রবেদ্যপি ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুস্ত্যজবিষয়বাসনারূপ মহাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মসাযুজ্যলাভে সক্ষম; নচেৎ ষড়্দর্শনজ্ঞ হইলেও বাসনা বিদ্যমানে মোক্ষাধিকারে অধিকারী হইতে পারে না। ৮০।

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্
ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তে-হন্তরালে
নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্ত্য বেগাৎ ॥ ৮১ ॥

আপাততঃ বৈরাগ্যবান্ ও ভবপারাবারগমনোদ্যত মুমুক্ষুদিগকে আশারূপ জলজীবগণ তাহাদিগের কণ্ঠে ধরিয়া সবলে বেগে প্রত্যাবৃত্তকরতঃ সংসারসাগরে নিমজ্জিত করে। ৮১।

বিষয়াখ্যগ্রহো যেন সুবিরক্ত্যসিনা হতঃ।
স গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যূহবর্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

যিনি মনোহর বৈরাগ্যরূপ অসিদ্বারা বিষয়নামক হিংস্র জলজীবকে ধ্বংস করিয়াছেন, তিনিই নিরাপদে ভবসাগর পার হইতে সক্ষম হইয়াছেন। ৮২।

বিষমবিষয়মার্গৈর্গচ্ছতোঽনচ্ছবুদ্ধেঃ
প্রতিপদমভিযাতো মৃত্যুরপ্যেষ সিদ্ধঃ।
হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা
প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি ॥ ৮৩ ॥

বিষমবিষয়মার্গগমনশীল অপরিণামদর্শীলোকের প্রতি পদে পদে লোকবিদিত মৃত্যু আসিয়া পুরোভাগে উপস্থিত হন, কিন্তু যিনি সদ্‌গুরুর হিতকর বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় আত্মযোগাবলম্বন করতঃ ধর্ম্মমার্গে পদনিক্ষেপ করেন, তাঁহার নিশ্চয় ফলসিদ্ধি হয়, অর্থাৎ তিনিই নিঃসন্দেহ মুক্ত হইয়া থাকেন। ৮৩।

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতিদূরাদ্বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবত্তোষদয়াক্ষমার্জব-
প্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্যমাদরাৎ ॥ ৮৪ ॥

যদি তোমার মুক্তিপদে বাসনা থাকে, তাহা হইলে অতিদূর হইতে বিষের ন্যায় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ কর এবং সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সাধুতা, শান্তি ও দান্তি এই সকল সাদরে সুধার ন্যায় সেবা কর। ৮৪।

অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্য-
মনাদ্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্।
দেহঃ পরার্থোঽয়মমুষ্য পোষণে
যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বদা বিষয়বিষেচ্ছাহীন হইয়া অনাদি অবিদ্যাকৃত দেহপাশ বিমোচন করা বিধেয়। এই পদার্থসাধন দেহ, অর্থাৎ স্বার্থবর্জ্জিত, কেবল পরের জন্য বৃথা বহন করিয়া যে ব্যক্তি আমি কর্ত্তা, আমি

ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা এইরূপে পোষণাদি কর্ম্মদ্বারা এই দেহে কর্ত্তৃত্বাভিমান করে, সে পোষণাদি কর্ম্মানুরাগনিবন্ধন আপনাকে আপনি ধ্বংস করে। ৮৫।

শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি।
গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্তুং স গচ্ছতি॥ ৮৬॥

যে ব্যক্তি দেহপোষণপ্রত্যাশাকে অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কাষ্ঠভ্রমে কুম্ভীর ধরিয়া নদী পার হইতে বাঞ্ছা করে। ৮৬।

মোহ এব মহামৃত্যু-র্ম্মুমুক্ষোর্ব্বপুরাদিষু।
মোহো বিনির্জ্জিতো যেন স মুক্তিপদমর্হতি॥ ৮৭॥

মুমুক্ষুগণের দেহাদিতে যে মোহ, অর্থাৎ আমি দেহ ইত্যাকার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই মহামৃত্যুস্বরূপ; সুতরাং ঐ মোহকে বিশেষ-রূপে জয় করিতে পারিলেই অর্থাৎ আমি দেহাদি নহি, চিদাত্মা-স্বরূপ, এই জ্ঞানে স্থিত হইলেই মুক্তিপদ লাভ করা যায়। ৮৭।

মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৮৮॥

আমি দেহ, আমার কলত্র, আমার পুত্রাদি, এই সংস্কারগত মহামৃত্যুরূপ যে আত্মমোহ, তাহা জয় কর, এই মোহকে জয় করিয়া মুনিবৃন্দ সেই হরির পরমপদ লাভ করেন। ৮৮।

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংকুলম্।
পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ॥ ৮৯॥

চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সমস্ত-সঙ্কলিত বিষ্ঠামূত্রপূরিত এই যে স্থূলদেহ, ইহা অতীব অশুচি।৮৯।

পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ।
অবস্থা জাগরস্তস্য স্থূলার্থানুভবো যতঃ॥ ৯০ ॥

জন্মান্তরীণ কর্ম্মসূত্রদ্বারা পঞ্চীকৃত সূক্ষ্মপঞ্চভূত হইতে জাত সুখদুঃখভোগের আধারস্বরূপ এই আত্মদেহকে স্থূলশরীর কহে যে অবস্থাতে স্থূলপদার্থের অনুভব হয়, তাহাই এই দেহের জাগরণাবস্থা। ৯০।

বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং
স্রক্‌চন্দনস্ত্র্যাদিবিচিত্ররূপান্।
করোতি জীবঃ স্বয়-মেতদাত্মনা
তস্মাৎ প্রশস্তি-র্ব্বপুষোঽস্য জাগরে॥ ৯১ ॥

জীব স্বয়ং স্থূলদেহাভিমানী হইয়া বাহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা মাল্যচন্দন-বনিতাদি নানা বিচিত্ররূপ স্থূলপদার্থ সেবা করেন, সুতরাং এই স্থূলদেহের জাগ্রত অবস্থাই প্রশস্ত। ৯১।

সর্ব্বোঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
বিদ্ধি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদ্-গৃহমেধিনঃ॥ ৯২ ॥

পুরুষের বাহ্যসংসার যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকেই গৃহীর গৃহরূপ স্থূলদেহ বলা যায়। ৯২।

স্থূলস্য সম্ভবজরামরণানি ধর্ম্মাঃ
স্থৌল্যাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা-বহুধাময়াঃ স্যুঃ
পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ॥ ৯৩ ॥

জন্ম-মরণজরাস্থূলতাদি এবং বহুপ্রকার শৈশবাদি অবস্থা, নানা-রোগাদিযুক্ত, বর্ণ, (বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) আশ্রমাদি-

নিয়ম (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ) এবং পূজা, অপমান, বহুমান ও সুখাদিস্থূলদেহের ধর্ম্ম। ৯৩।

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রবণং ত্বগক্ষি-
ঘ্রাণঞ্চ জিহ্বা বিষয়াববোধনাৎ।
বাক্‌পাণিপাদা গুদ-মপ্যুপস্থঃ
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্ম্মসু॥ ৯৪॥

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ, পঞ্চবিষয়-জ্ঞানজন্য ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ, পঞ্চকর্ম্মে প্রবর্ত্তনবশতঃ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। ৯৪।

নিগদ্যতেঽন্তঃকরণং মনো ধীঃ-
রহংকৃতি-শ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ।
মনস্তু সংকল্পবিকল্পনাদিভি-
র্ব্বুদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায় ধর্ম্মতঃ॥ ৯৫॥

মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ইহারা নিজ নিজ বৃত্তির সহিত অন্তঃকরণ বলিয়া কীর্ত্তিত। তন্মধ্যে সংকল্পবিকল্পময়কে মনঃ এবং পদার্থের নিশ্চয়জ্ঞানসাধনময়কে বুদ্ধি কহে। ৯৫।

অত্রাভিমানাদহমিত্যহংকৃতিঃ
স্বার্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্॥ ৯৬॥

এই দেহ আমি, এইরূপ অভিমানকে অহঙ্কার এবং নিজ বিষয়ে অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে চিত্ত কহে। ৯৬।

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ।
স্বয়মেব বৃত্তিভেদাদ্বিকৃতিভেদাৎ সুবর্ণসলিলাদিবৎ॥ ৯৭॥

যেমন এক স্বর্ণ বিকারভেদে বিবিধ আকার এবং এক

জল বিকারভেদে নানা বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ এক প্রাণবায়ু নিজ বৃত্তিভেদনিবন্ধন প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ নাম প্রাপ্ত হয়। ৯৭।

বাগাদিপঞ্চ শ্রবণাদিপঞ্চ
প্রাণাদিপঞ্চাব্ভ্রমুখানি পঞ্চ।
বুদ্ধ্যাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্ম্মণী
পূর্য্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীরমাহুঃ॥ ৯৮॥

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ; আকাশ, বায়ু অগ্নি, অপ্ ও পৃথ্বী—এই পঞ্চ; বুদ্ধি, মনঃ, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি এবং অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম;—এই অষ্টগৃহরূপকে সুধীগণ সূক্ষ্মদেহ বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥ ৯৮॥

ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং
লিঙ্গন্ত্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
সবাসনং কর্ম্মফলানুভাবকং
স্বাজ্ঞানতোঽনাদিরুপাধিরাত্মনঃ॥ ৯৯॥

এই যে সূক্ষ্মদেহ যাহা চর্ম্মনেত্রের অবিষয় আত্মার সূক্ষ্ম উপাধি-বিশেষ, ইহাই লিঙ্গশরীর বলিয়া অভিহিত; ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চ-ভূত হইতে সঞ্জাত। এই লিঙ্গদেহ বাসনাযুক্ত হইয়া আত্মাকে কর্ম্মফল বোধ করায় এবং আত্মস্বরূপ অজ্ঞানবশতঃ অনাদি উপা-ধিভুক্ত হয়। ৯৯।

স্বপ্নো ভবত্যস্য বিভক্ত্যবস্থা
স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র।

স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎ-

কালীননানাবিধবাসনাভিঃ ॥ ১০০ ॥

এই সূক্ষ্মদেহের বিভাগাবস্থাকে স্বপ্ন কহে। উহাতে আপনি-মাত্র অবশিষ্ট প্রকাশ পায় এবং জাগ্রদাবস্থাকালীন যে সমস্ত বাসনা জন্মে, স্বপ্নসময়ে বুদ্ধি তদ্রূপ বাসনাময়ী হয়। ১০০।

কর্ত্রাদিভাবং প্রতিপদ্য রাজতে

যত্র স্বয়ং ভাতি অয়ং পরাত্মা।

ধীমাত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী

ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্ম্মলেশৈঃ ॥ ১০১ ॥

এই লিঙ্গশরীর কর্ত্তাদিভাবযুক্ত হইয়া বিরাজ করে, এই লিঙ্গ-শরীরে বুদ্ধিমাত্র উপাধিযুক্ত ও সকলের সাক্ষীভূত পরমাত্মা স্বয়ং শোভা পান, কিন্তু তিনি তৎশরীরকৃত কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। ১০১।

যস্মাদসঙ্গস্তত এব কর্ম্মভি-

র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিদুপাধিনা কৃতৈঃ।

সর্ব্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গস্যাচ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ

বাশ্যাদিকমিব তক্ষ্ণস্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্গোহয়ম্ ॥১০২॥

কেন না, এই আত্মা অসঙ্গ, সেই হেতু উপাধিকৃত কার্য্যদ্বারা কোনরূপে লিপ্ত হন না চিৎস্বরূপ পুরুষের এই লিঙ্গদেহ সমস্ত ব্যাপারের সাধনস্বরূপ; যেমন সূত্রধরের তক্ষণী প্রভৃতি অস্ত্রসকল কার্য্য সাধন করে, অথচ তাহাতে লিপ্ত নহে, তদ্রূপ আত্মা লিঙ্গশরীরস্থ হইয়াও তৎকৃত কার্য্যে লিপ্ত হন না। ১০২।

অন্ধত্বমন্দত্বপটুত্বধর্ম্মাঃ

সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ।

বাধির্য্যমূকত্বমুখাস্তথৈব
শ্রোত্রাদিধর্ম্মা ন তু বেত্তুরাত্মনঃ ॥ ১০৩ ॥

অন্ধতা-মন্দতা-পটুতা ইত্যাদি ধর্ম্ম নেত্রের সুগুণতা ও বিগুণতা নিবন্ধনই হয় এবং বধিরতা মূকতা ইত্যাদি ধর্ম্ম শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের হয়, কিন্তু সেই সেই সকল ধর্ম্ম জ্ঞাতার প্রকৃত আত্মধর্ম্ম নহে। ১০৩।

উচ্ছ্বাসনিশ্বাসবিজৃম্ভণক্ষুৎ-
প্রস্পন্দনাদ্যুৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাণাদিকর্ম্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
প্রাণস্য ধর্ম্মাবশনাপিপাসে ॥ ১০৪ ॥

উচ্ছ্বাস (অন্তর্মুখমারুত), নিশ্বাস (বহির্মুখানিল), বিজৃম্ভণ, (হাই), ক্ষুৎ (হাঁচি), বেগগমন, ঊর্দ্ধগমন, প্রভৃতি কার্য্য প্রাণাদির ধর্ম্ম; তন্মধ্যে ক্ষুধা এবং পিপাসা প্রাণবায়ুর ধর্ম্ম, তত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ নির্ণয় করেন। ১৪০।

অন্তঃকরণমেতেষু চক্ষুরাদিষু বর্ত্মনি।
অহমিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা ॥ ১০৫ ॥

অহং, এই অভিমানজনিত আভাসের বলে অন্তঃকরণ নেত্রাদি ইন্দ্রিয়মার্গে অবস্থিত হয়। ১০৫।

অহঙ্কারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ত্তা ভোক্তাভিমান্যয়ম্।
সত্ত্বাদিগুণযোগেন চাবস্থত্রয়মশ্নুতে ॥ ১০৬ ॥

এই আভাস যখন কর্ত্তা ভোক্তা এইরূপ অভিমানী হন, সেই সময়ে তাঁহাকে অহঙ্কার বলিয়া অবগত হইবে এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যোগে ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ১০৬।

বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্য্যয়ে।
সুখং দুঃখঞ্চ তদ্ধর্ম্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥

বিষয়ের আনুকূল্যে সুখী ও প্রাতিকূল্যে দুঃখী, এই জন্য সুখ ও দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম; সুতরাং নিত্য-আনন্দস্বরূপ আত্মার ধর্ম্ম এ সমস্ত নহে। ১০৭।

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বত এব হি সর্ব্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ ॥ ১০৮ ॥

বিষয়বস্তু আত্মার প্রয়োজকতানিবন্ধন প্রিয়, স্বয়ং প্রিয় নহে; কেন না, আত্মা প্রকৃতিসিদ্ধস্বভাবগুণেই সকলের প্রিয় হন।১০৮।

তত আত্মা সদানন্দো নাস্য দুঃখং কদাচন।
যৎ সুষুপ্তৌ নির্ব্বিষয়-আত্মানন্দোঽনুভূয়তে।
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষ-মৈতিহ্য-মনুমানঞ্চ জাগ্রতি ॥ ১০৯ ॥

যেহেতু সুষুপ্তিদশায় যে নির্ব্বিষয় আত্মানন্দ, তাহা জাগ্রদাবস্থায় বোধ হয় এবং শ্রবণ, চাক্ষুষদর্শন, ঐতিহ্য অর্থাৎ পারম্পর্য্যোপদেশ ও অনুমান, এ সমস্তও জাগ্রদবস্থায় হয়; সেই আত্মা সদানন্দ, আত্মার দুঃখ কদাচ নাই। ১০৯।

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-
রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়য়া
যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে ॥ ১১০ ॥

অব্যক্ত পরমেশ্বরশক্তি অনাদি অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরমা মায়া কার্য্যদ্বারা সুধীগণকর্ত্তৃক অনুমেয়া হন। সেই মায়াদ্বারাই এই নিখিল জগৎ উদ্ভূত হয়। ১১০।

সন্নাপ্য-সন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো
ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো
মহাদ্ভুতানির্ব্বাচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥

সেই মায়া সৎ বা অসৎ, এ দুয়ের অন্তর্ভূত নহেন, পৃথক্ বা অপৃথক্ এ দুইয়ের অন্তর্ভূতও নহেন, সঙ্গ বা অসঙ্গ—এ দুইয়ের স্বরূপও নহেন; তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয়রূপা।১১১।

শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা,
সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা,
গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্য্যৈঃ ॥ ১১২ ॥

যেমন রজ্জুর স্বরূপজ্ঞানদ্বারা ভুজঙ্গভ্রান্তিদূর হয়, তদ্রূপ সেই মায়া শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মবিজ্ঞানানুভবদ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় যে মায়া হইতেই জন্মে, তিনি কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ১১২।

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা,
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং,
দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ ॥ ১১৩ ॥

রজোগুণের কর্ম্মস্বরূপা বিক্ষেপশক্তি, যাহা হইতে প্রাচীনা ভবপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে; বিষয়ানুরাগাদি যে সমস্ত মনের বিকাররূপ দুঃখাদি, তাহাও সর্ব্বদা ঐ মায়া হইতে জন্মে। ১১৩।

কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাদ্যসূয়া-
হঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ।

ধর্ম্মাঃ রাজসাঃ পুম্প্রবৃত্তি-
র্যস্মাদেষা তদ্রজোবন্ধহেতুঃ ॥ ১১৪ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া, অহঙ্কার, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য রজোগুণের ধর্ম্ম। এই রজোগুণ হইতেই পুরুষের ভবপ্রবৃত্তি জন্মে এবং রজোগুণই বন্ধনের হেতু। ১১৪।

এষা বৃতির্নাম তমোগুণস্য,
শক্তির্যয়াবস্ত্বভাসতেহন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে-
র্ব্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রবণস্য হেতুঃ ॥ ১১৫ ॥

আবৃতি-নামে যে তমোগুণের শক্তিদ্বারা এক পদার্থ অন্য পদার্থরূপে ভাসমান হয়, সেই আবৃতিশক্তিও পুরুষের ভববন্ধের হেতু এবং উৎকট বিক্ষেপশক্তির হেতু। ১১৫।

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোহপি চতুরোহপ্যত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃক্,
ব্যালাঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোহপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্,
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ ॥ ১১৬ ॥

সুবুদ্ধি, পণ্ডিত, চতুর ও অতি সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সম্যক্ বিধানে উপদিষ্ট হইলেও তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকা হেতু স্পষ্টরূপে প্রকৃত পদার্থ বোধগম্য করিতে সমর্থ হয় না। কেবল ভ্রমদ্বারা আরোপিত পদার্থপুঞ্জ সত্যের ন্যায় বোধ করিয়া তাহার গুণাদি গ্রহণ করে। হায়! এই দুর্দ্ধর্ষ তমোগুণের তীব্র আবরণশক্তির কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! ১১৬।

অভাবনা বা বিপরীতভাবনা,
সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।

সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং,
বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্ ॥ ১১৭ ॥

অকর্ম্মণ্যচিন্তা, বিপরীতভাবনা, উপযুক্ততা, অবস্তুতে বস্তুবোধ, এই চারিটী তমোগুণের বিক্ষেপশক্তি। ইনি তমোগুণসঙ্গী লোককে কখন ত্যাগ করেন না, কেবল সর্ব্বদা ভ্রম জন্মাইয়া দেন। ১১৭।

অজ্ঞানমালস্যজড়ত্বনিদ্রা-
প্রমাদমূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চি-
ন্নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি ॥ ১১৮ ॥

অজ্ঞান, আলস্য, অনবধানতা, জাড্য, মূঢ়তা, নিদ্রা ইত্যাদিও তমোগুণ। এই তমোগুণালম্বী ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল নিদ্রাতুরবৎ স্থাণুর সদৃশ অবস্থিতি করে। ১১৮।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি,
তাভ্যাং মিলিত্বা শরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্,
প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্ ॥ ১১৯ ॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত সলিলবৎ একত্র হইয়া অর্থাৎ সলিল যেমন অন্য জলে মিশ্রিত হইলে এক জলমাত্রই থাকে, তদ্রূপ রজঃ ও তমঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বে একত্র হইয়া যখন বিশুদ্ধসত্ত্বমাত্র থাকে, তখন পরিত্রাণার্থ সক্ষম হয়। যেমন সূর্য্যকিরণপ্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই বিশুদ্ধ সত্ত্বে আত্মার প্রতিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া নিখিল জড় বস্তুকে প্রকাশ করে। ১১৯।

মিশ্রস্থ সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ,
স্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ,
দৈবী চ সম্পত্তি-রসবন্নিবৃত্তিঃ॥ ১২০॥

অমানিতাদি, যমাদি, নিয়ম, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব, দৈবীসম্পত্তি ও অসৎ কর্ম্মে নিবৃত্তি, এই সকল মিশ্রসত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। ১২০।

বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ,
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা,
যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১২১॥

প্রসন্নতা, আপনাতে আত্মানুভব, পরম শান্তিভাব. সন্তোষ, প্রহর্ষ এবং পরমাত্মনিষ্ঠা এই সমস্ত বিশুদ্ধসত্ত্বের গুণ। ১২১।

অব্যক্তমেতত্ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং,
তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তি-রেতস্য বিমুক্ত্যবস্থা,
প্রলীনসর্ব্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২২॥

আত্মার কারণসংজ্ঞক দেহ অব্যক্ত এবং সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিশিষ্ট। এই দেহের বিভাগাবস্থাকে সুষুপ্তি কহে; এই সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও বুদ্ধিবৃত্তি বিলুপ্ত হয়। ১২২।

সর্ব্বপ্রকারপ্রমিতি-প্রশান্তি-
র্ব্বীজাত্মনাবস্থিতিরেব বুদ্ধেঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য কিল প্রতীতিঃ,
কিঞ্চিন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১২৩॥

প্রথিত জগতীয়ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই, ইত্যাকার

জ্ঞানই কারণদেহের সুষুপ্তি-অবস্থা। এই সময়ে যাবতীয় প্রমা-ণাদি-বিধি নিবৃত্তি পাইয়া বুদ্ধির বীজরূপে বিদ্যমান থাকে।১২৩।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ,
সর্ব্বে বিকারা বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ।
ব্যোমাদিভূতান্যখিলঞ্চ বিশ্ব-
মব্যক্তপর্য্যন্তমিদং হ্যনাত্মা॥ ১২৪॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, অহঙ্কার ইত্যাদি বিকার এবং ইহা-দিগের বিষয়বর্গ, সুখ দুঃখ ও আকাশাদি ভূতপঞ্চক অব্যক্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বসংসার অনাত্মা, আত্মা ব্যতীত বস্তু জড়মাত্র। ১২৪।

মায়া মায়াকার্য্যং সর্ব্বং মহদাদিদেহপর্য্যন্তম্।
অসদিদমনাত্মতত্ত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্॥ ১২৫॥

যেমন মরুক্ষেত্রে মৃগতৃষ্ণা কল্পিত হয়, তদ্রূপ মায়া, মায়াকার্য্য এবং মহদাদি শরীর পর্য্যন্ত সকল পদার্থকে অনিত্য ও জড় বলিয়া জ্ঞাত হইবে। ১২৫।

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
যদ্বিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে॥ ১২৬॥

হে শিষ্য! তোমার নিকট পরমাত্মার স্বরূপকথন বলি, এই স্বরূপ জানিলে মানব বন্ধনমুক্ত হইয়া কৈবল্যানন্দ সুখলাভ করে। ১২৬।

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং সত্য-মহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ॥ ১২৭॥

অহং, এই শব্দকে আশ্রয়পূর্ব্বক, অর্থাৎ অহংশব্দের বাচ্য অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী পঞ্চকোষ ব্যতীত কোন পুরুষ স্বয়ং নিত্যরূপ আছেন। ১২৮।

যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসদ্ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্ ॥ ১১৮ ॥

যে ব্যক্তি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি-সময়ে বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সত্তাসত্তাদি বুঝিয়াছেন, তিনিই অহংশব্দের বাচ্য। ১২৮

যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্ব্বং যং ন পশ্যতি কশ্চন।
যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদি ন তদ্-যং চেতয়ত্যলম্ ॥ ১৩৯ ॥

যিনি নিজে সকলকে দেখিতেছেন, অথচ যাঁহাকে কেহই দেখিতে সমর্থ নহে, যিনি বুদ্ধ্যাদির চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধ্যাদি যাঁহার চেতনা সম্পাদনে অসমর্থ, তিনি অহংপদের বাচ্য। ১২৯।

যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্নোতি কিঞ্চন।
আভারূপ-মিদং সর্ব্বং যং ভান্তমনুভাত্যয়ম্ ॥ ১৩০ ॥

যিনি বিশ্বব্যাপী, যাঁহাকে কোন পদার্থ ব্যাপিতে সমর্থ নহে এবং প্রকাশ্যরূপ এই নিখিল সংসার যাঁহার প্রকাশে সমুদ্ভাসিত হইয়া আছে, তিনিই অহংপদের বাচ্য। ১৩০।

যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্ত্তন্তে প্রেরিতা ইব ॥ ১৩১ ॥

যাঁহার অধিষ্ঠাননিবন্ধন দেহ মনঃ ও ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রেরিতবৎ স্বস্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই অহং-পদের বাচ্য। ১৩১।

অহঙ্কারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ।
বেদ্যন্তে ঘটবদ্‌যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা ॥ ১৩২ ॥

যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তৃক অহঙ্কারাদি শরীর পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়াদি এবং সুখদুঃখাদি সকলই অসার ঘটবৎ প্রতীত হয়, তিনিই অহংপদের বাচ্য। ১৩২।

এষোঽন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো,
নিরন্তরাখণ্ডসুখানুভূতিঃ।
সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো,
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥ ১৩৩ ॥

বাক্যপ্রাণাদি যৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ অর্থে নিরত হইতেছে, তিনিই প্রধান পুরুষ অন্তরাত্মা ; তিনি সর্ব্বদা অখণ্ড-সুখের অনুভবরূপ, নিয়ত একরূপ ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ। ১৩৩।

অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়া-
মব্যাকৃতাকাশ উরুপ্রকাশঃ।
আকাশ-উচ্চৈ-রবিবৎ প্রকাশতে,
স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩৪ ॥

এই সত্ত্বময় বুদ্ধিকন্দররূপ হৃদয়গগনে অব্যভিচরিতদীপ্তি ও সর্ব্বারম্ভে প্রকাশবান্ পরমাত্মা সূর্য্যের ন্যায় নিজ তেজো-দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করিয়া বিরাজিত আছেন। ১৩৪।

জ্ঞাতা মনোঽহঙ্কৃতিবিক্রিয়াণাং,
দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্।
অয়োঽগ্নিবত্তাননুবর্ত্তমানো,
ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিঞ্চন ॥ ১৩৫ ॥

মন অহঙ্কারাদির বিকারসমূহ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণাদি-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে, ইহা যিনি বহ্নিতপ্ত লৌহপিণ্ডবৎ বিদিত আছেন, তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। ১৩৫।

ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্দ্ধতে,
ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ।
বিলীয়মানেঽপি বপুষ্যমুষ্মিন্,
ন লীয়তে কুম্ভ ইবাম্বরং স্বয়ম্ ॥ ১৩৬ ॥

যাহার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, বিকার নাই, তিনি নিত্য ও স্বয়ং। এই দেহ বিনষ্ট হইলেও ঘটাকাশ-বৎ তিনি বিনষ্ট হন না। ১৩৬।

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ,
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্নির্ব্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদি-ষবস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎসাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥ ১৩৭॥

পরমাত্মা প্রকৃতিবিকারবর্জ্জিত, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ ও বিভেদ-বিহীন, তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া "অহং" এই প্রত্যক্ষপদবাচ্য হন। তিনি বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ জাগ্রদাদি অব-স্থাতেও প্রকাশিত হইতেছেন। ১৩৭।

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং;
প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ॥ ১৩৮॥

সংযতচিত্তে তুমি বিমলবুদ্ধিযোগে নিজ আত্মাকে নিজদেহে প্রত্যক্ষ কর, জন্মমরণরূপ-তরঙ্গকুল দুস্পার সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত হইয়া কৃতকৃত্যতালাভ কর। ১৩৮।

অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্ব্বন্ধ-এষোঽস্য পুংসঃ,
প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ।
যেনৈবায়ং বপু-রিদ-মসৎসত্যমিত্যাত্মবুদ্ধ্যা,
পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈ-স্তন্তুভিঃ কোষকৃৎবৎ॥ ১৩৯॥

অজ্ঞানতা নিবন্ধন স্থূলশরীরাদি জড়পদার্থে অহংবুদ্ধিযুক্ত পুরু-

ষের জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশের কারণস্বরূপ বন্ধন হইয়া থাকে। যেমন উর্ণনাভ নিজ তন্তুকর্তৃক নিজেই সম্বদ্ধ হয়, তদ্রূপ এই বন্ধনকর্তৃক পুরুষ অনিত্যশরীরকে আত্মবুদ্ধিযোগে সত্যজ্ঞান করিয়া বিষয় দ্বারা পোষণ, অনুলেপন ও রক্ষণ করেন। ১৩৯।

অতস্মিং-স্তদ্‌বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
ততোঽনর্থব্রাতো নিপততি সমাদাতু-রধিক-
স্ততো যোঽসদ্‌গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে॥ ১৪০॥

যে ব্যক্তি তমোগুণে অভিভূত, তাহারই অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে। যে ব্যক্তি রজ্জুজ্ঞানে সর্প গ্রহণ করেন, তাঁহার মহা অনর্থ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং অসতের পরিগ্রহ বন্ধনের হেতুমাত্র। ১৪০।

অখণ্ডনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা,
স্ফুরন্ত-মাত্মান-মনন্তবৈভবম্।
সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা,
তমোময়ী রাহু-রিবার্কবিম্বম্॥ ১৪১॥

রাহু যেমন আদিত্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ এই তমোময়ী আবরণীশক্তি অখণ্ড, নিত্য, অদ্বয়, জ্ঞানশক্তিবলে দেদীপ্যমান, অনন্তবিভবশালী আত্মাকে সমাচ্ছন্ন করে। ১৪১।

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি,
পুমাননাত্মানং মোহাদহ-মিতি শরীরং কলয়তি।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুণৈঃ,
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তি-র্ব্যথয়তি॥ ১৪২॥

বিমল তেজোময় আত্মভাব অন্তর্হিত হইলে পুরুষ অনিত্য

শরীরকে অজ্ঞানবশে অহংপদবাচ্য বলিয়া নির্ণয় করেন। পরে রজোগুণের বিক্ষেপশক্তি কামক্রোধাদিরূপ রজ্জু হইয়া তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক অতীব যন্ত্রণা দেয়। ১৪২।

মহামোহগ্রাহগ্রসনগলিতাত্মাবগমনো-
ধিয়ো নানাবস্থাং স্বয়-মভিনয়ংস্তদ্গুণতয়া।
অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ॥ ১৪৩॥

যখন মহামোহরূপ কুম্ভীর আসিয়া গ্রাস করে, তখন পুরুষ আত্মজ্ঞানহত হইয়া পড়ে। তখন তাহার বুদ্ধি বিবিধ অবস্থা প্রকাশ পূর্ব্বক বিষয়বিষপূর্ণ সারহীন ভবসমুদ্রে মগ্ন হয়; সুতরাং তৎকালে তাহাকে কুমতিবিশিষ্ট ও কুৎসিতগতিশালী বলিতে পারা যায়। ১৪৩।

ভানুপ্রভাসঞ্জনিতাভ্রপঙ্‌ক্তি-
র্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহঙ্কৃতি-রাত্মতত্ত্বং
তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্॥ ১৪৪॥

সূর্য্য হইতে সঞ্জাত অভ্রপংক্তি যেরূপ সূর্য্যকে আবরণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে উদিত অহঙ্কার আত্মতত্ত্বকে বিলুপ্ত করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উঠে। ১৪৪।

কবলিতদিননাথে দুর্দ্দিনে সান্দ্রমেঘৈ-
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ু-রুগ্রো যথৈতান্।
অবিরততমসাত্মন্যাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈস্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ॥ ১৪৫॥

সূর্য্য নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হইলে প্রবল সমীরণ যেমন

সেই সকল মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ আত্মা তমোগুণে অভিভূত হইলে মহতী বিক্ষেপশক্তি সেই হতবুদ্ধিকে নানারূপ যন্ত্রণা প্রদান করে। ১৪৫।

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ।
যাভ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্ ॥ ১৪৬ ॥

আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি এই উভয়ের দ্বারা পুরুষের বন্ধন ঘটে। ঐ দুই শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াই পুরুষ শরীরকে আত্মাজ্ঞান করিয়া সংসারে বিচরণ করে। ১৪৬।

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমোদেহাত্মধী-রঙ্কুরো
রাগঃ পল্লবমম্বু কর্ম্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ।
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং
নানাকর্ম্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাঽত্র জীবঃ খগঃ ॥১৪৭॥

তমঃ সংসারবৃক্ষের বীজ, অহংবুদ্ধি উহার অঙ্কুর, অনুরাগ পল্লব, কর্ম্ম সলিলসিঞ্চন, দেহ স্কন্ধ, প্রাণাদি বায়ুসমূহ শাখা-প্রশাখা, ইন্দ্রিয়গ্রাম অগ্রদেশ, বিষয়সকল কুসুম, বিবিধ-কর্ম্মোত্থ বিবিধ দুঃখ ফল এবং ভোক্তা উহার পক্ষী বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত। ১৪৭।

অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো
নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত-ঈরিতঃ।
জন্মাদ্যসু-ব্যাধিজরাদিদুঃখ-
প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য ॥ ১৪৮ ॥

অজ্ঞানই এই দেহাদি জড়পদার্থে অহংবুদ্ধিরূপ বন্ধনের মূল। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, অনাদি ও অনন্ত। কেবল অনাত্মবন্ধই আত্মার জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি ক্লেশপরম্পরা প্রকাশ করে। ১৪৮।

নাস্ত্রৈর্ন শাস্ত্রৈরনিলেন বহ্নিনা
ছেত্তুং ন শক্যো ন চ কর্ম্ম কোটিভিঃ।
বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা
ধাতুঃ প্রসাদেন শিতেন মঞ্জুনা ॥ ১৪৯ ॥

অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সেই অনাত্মা জড়পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ বন্ধনকে ছেদন করা দুঃসাধ্য। উহা পবনযোগে বিচালিত, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, অথবা কোটি কোটি কর্ম্মদ্বারাও নিবারিত হয় না। তবে যদি পরমেশ্বরের প্রসাদে বিবেকবিজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনায়াসে ছেদন করিতে পারে। ১৪৯।

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্ম্ম-
নিষ্ঠা তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্য।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং
তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ ॥ ১৫০ ॥

বেদশাস্ত্রাদির প্রমাণে যাহার বিশ্বাস আছে, প্রথমতঃ তাহার স্বজাতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার উদয় হয়। সেই নিষ্ঠাযোগে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে পরে পরমাত্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সমূলে সংসারতরু ছেদ করিতে পারা যায়। ১৫০।

কোষৈ-রন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈ-রিবাম্বু বাপীস্থম্ ॥ ১৫১ ॥

জলাশয়স্থ জল যেমন শৈবালাচ্ছন্ন হইলে অপ্রকাশিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা স্বশক্তি হইতে সঞ্জাত অন্নময়াদি পঞ্চকোষ কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ প্রাপ্ত হন না। ১৫১।

তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃসৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ ॥ ১৫২ ॥

পঞ্চানামপি কোষাণামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরং স্বয়ং জ্যোতিঃ॥ ১৫৩॥

শৈবাল অপসারিত করিলে যেমন তাপনাশন, পিপাসাপহারক, স্বচ্ছ জল প্রকাশ পাইয়া পুরুষকে পরমসুখ প্রদান করে, তদ্রূপ পঞ্চকোষাবরণ অপনীত হইলে আত্ম ও নিত্যানন্দ সর্ব্বজীবগত প্রকৃতিসিদ্ধ পরমজ্যোতিরূপে প্রকাশিত হইয়া পুরুষকে পরমানন্দে আনন্দিত করেন। ১৫২-১৫৩।

আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্ত্তব্যো বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা।
তেনৈবানন্দীভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্॥ ১৫৪॥

সুধী ব্যক্তিরা বন্ধনবিমোচনার্থ নিত্যানিত্যরূপ চিৎ ও জড় এই দুইটীর বিচার করিবেন। সেই বিচার দ্বারা সচ্চিদানন্দময় আত্মাভিজ্ঞান জন্মিলে লোকে অলৌকিকানন্দ প্রাপ্ত হয়। ১৫৪।

মুঞ্জাদিশীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ
প্রত্যঞ্চ-মাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ম্।
বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্ব্বং
তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥ ১৫৫॥

মৌঞ্জীতৃণমধ্যস্থ শলাকা যেমন তাহা হইতে ভিন্ন থাকে, তদ্রূপ যিনি দৃশ্য শরীরাদি জড়বস্তু হইতে সর্ব্বভূতস্থ, অসঙ্গ, অক্রিয় আত্মাকে বিভিন্নরূপে বিদিত হইয়া ঐ আত্মাতে সকল লয় করিয়া তন্ময় হন, তাঁহাকেই মুক্ত বলা যায়। ১৫৫।

দেহোঽয়মন্নভবনোঽন্নময়স্তু কোষ-
শ্চান্নেন জীবতি বিনশ্যতি তদ্বিহীনঃ।
ত্বক্‌চর্ম্মমাংসরুধিরাস্থিপুরীষরাশি-
র্নায়ং স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ॥ ১৫৬॥

এই শরীর অন্নরস হইতে সঞ্জাত, অন্নরস দ্বারা রক্ষিত এবং অন্নরসশূন্য হইতে ধ্বংস হয়, সুতরাং ইহার নাম অন্নময়কোষ, ত্বক্-শোণিতমাংসাস্থি-মলপূর্ণ এই অন্নময়কোষ কদাচ অনশ্বর ব্রহ্মপদবাচ্য হইতে পারে না। ১৫৬।

পূর্ব্বং জনেরপি মৃতেরধুনায়মস্তি
জাতক্ষণঃ ক্ষণগুণোঽনিয়তস্বভাবঃ।
নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ
স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা ॥ ১৫৭ ॥

জন্মমৃত্যুর পূর্ব্বেও এই অন্নময়কোষ থাকে, এখনও আছে। ইহাতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশেষ বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। ইহার স্বভাব অস্থায়ী। সুতরাং অশেষ প্রকারে জড় ও ঘটবৎ দৃশ্যমান কোষস্বভাব ও বিকাশাদির অভিজ্ঞ কি প্রকারে হইবে? ১৫৭।

পাণিপাদাদিমান্ দেহো নাত্মা ব্যঙ্গ্যেঽপি জীবনাৎ।
তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো নিয়ামকঃ ॥ ১৫৮ ॥

শরীর করচরণাদিযুক্ত, আত্মা তাহা নহেন। তিনি অঙ্গবর্জ্জিত হইলেও যতদিন সত্তানিবন্ধন তত্তৎ-শক্তির অনাশহেতু কাহারও শিক্ষার পাত্র নহেন। তিনি অখিলের প্রভু। ১৫৮।

দেহতদ্ধর্ম্মতৎকর্ম্মতদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।
স্বত-এব স্বতঃসিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ ॥ ১৫৯ ॥

দেহের ধর্ম্ম জন্মমৃত্যু, পুণ্য ও পাতক দেহের কর্ম্ম এবং শৈশব ও যৌবনাদি দেহের অবস্থা, লক্ষণবিভিন্ন, সকলের সাক্ষীস্বরূপ আত্মা স্বতই নিত্য প্রথিত। ১৫৯।

শল্যরাশির্মাংসলিপ্তো মলপূর্ণোঽতিকশ্মলঃ।
কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্বিলক্ষণঃ ॥ ১৬০ ॥

মাংসময়, অস্থিমলাদিপূরিত, অতি মোহের স্থানস্বরূপ, বিশেষ বৈলক্ষণ্যযুক্ত এই দেহ কিরূপে স্বয়ং জ্ঞাতা হইবে? ১৬০।

ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশাবহংমতিং মূঢ়জনঃ করোতি।
বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো নিজস্বরূপং পরমার্থভূতম্॥ ১৬১॥

যে ব্যক্তি মূর্খ, সেই-ই চর্ম্ম-মাংস-মেদ-অস্থি-মল-পূর্ণ এই দেহে অহংবুদ্ধি করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিচারজ্ঞ, তিনি শরীরাদি সমস্ত বস্তু হইতে পরমার্থভূত নিজ স্বরূপ, উপায়যোগে বিদিত হইয়া থাকেন। ১৬১।

দেহোঽহমিত্যেব জড়স্য বুদ্ধি-
র্দেহে চ জীবে বিদুষস্ত্বহংধীঃ।
বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো
ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাত্মনি॥ ১৬২॥

"আমি দেহ" এরূপ জ্ঞান মূর্খেরই হয়; যাহারা শাস্ত্রবেত্তা, তাহারা দেহে ও জীবে অহংবুদ্ধি আরোপ করে, কিন্তু আত্মা-নাত্মবিচারবলে আত্মানুভবকারী মহোদয় ব্যক্তি আপনাতে স্বয়ং ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির করিয়া থাকেন। ১৬২।

অত্রাত্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধে!
ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশৌ।
সর্ব্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে
কুরুষ্ব শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ১৬৩॥

রে মূর্খ! তুমি চর্ম্ম, মাংস, মেদ ও অস্থি-মলরাশিতে আত্ম-বুদ্ধি বিসর্জ্জন কর এবং বিকল্পবর্জ্জিত সর্ব্বাত্মা পরমব্রহ্মে মুক্তি প্রাপ্ত হও; তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হও। ১৬৩।

দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং
বিদ্বানহন্তাং ন জহাতি যাবৎ।
তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্ত্তা-
প্যস্ত্বেষ বেদান্তলয়ান্তদর্শী॥ ১৬৪॥

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাবৎ অনিত্য দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামে ভ্রমজন্য অহংবুদ্ধি বিসর্জ্জন না করেন, তাবৎ তিনি বেদান্তজ্ঞই হউন্ বা প্রলয়ান্তদর্শীই হউন্, মোক্ষপথের বহু অন্তরে বিদ্যমান থাকেন। ১৬৪।

ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে
যৎস্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচি-
জ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু॥ ১৬৫॥

ছায়াদেহ, প্রতিবিম্বদেহ, স্বপ্নদৃষ্টদেহ ও হৃৎ-কল্পিতদেহ এই সমস্ত দেহে যেমন তোমার আত্মবুদ্ধি জন্মে না, তদ্রূপ এই জীবিত দেহেও তোমার আত্মবুদ্ধি কেন হইবে? উহা যেন না হয়। ১৬৫।

দেহাত্মধীরেব নৃণামসদ্ধিয়াং
জন্মাদিদুঃখপ্রভবস্য বীজম্।
যতস্ততস্ত্বং জহি তাং প্রযত্নাৎ
ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা॥ ১৬৬॥

অসদ্বুদ্ধিহেতু মানবশরীরের জন্ম-মৃত্যুদুঃখোৎপত্তির হেতু স্বরূপ অহংভাব জন্মে, এই জন্য সযত্নে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দেও; কারণ, অহং বিসর্জ্জন দিলেই পুনর্জ্জন্ম দূর হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। ১৬৬।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽয়ং
প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোষঃ।
যেনাত্মবানন্নময়োঽন্নপূর্ণঃ
প্রবর্ত্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চপ্রাণ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়সহ একত্র হইয়া প্রাণময়কোষ নামে প্রসিদ্ধ হয়, আর অন্নময়কোষ ঐ প্রাণময়কোষ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকে। ১৬৭।

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো
গন্তা গন্তা বায়ুবদন্তর্ব্বহিরেষঃ।
যস্মাৎ কিঞ্চিৎ কাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং
স্বং বান্যং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ ॥ ১৬৮ ॥

বায়ুবিকৃতিযুক্ত ও নশ্বর প্রাণময়কোষকে আত্মা বলা যায় না, আত্মা অনিবৃৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভ্রমণ করেন। ঐ প্রাণময়কোষ আত্মার বশীভূত। ইহাঁর ইষ্টানিষ্টজ্ঞান নাই এবং কি আপনাকে কি অপরকে জানিতে সমর্থ নহেন। ১৬৮।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ
কোষো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
সংজ্ঞাদিভেদকলনাকলিতো বলীয়াং-
স্তৎপূর্ব্বকোষমভিপূর্য্য বিজৃম্ভতে যঃ ॥ ১৬৯ ॥

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহ সমবেত হইলেই মনকে মনোময়কোষ বলা যায়। উহা হইতেই "আমি আমার" প্রভৃতি বিকল্পের উদয় হয় এবং নামাদি পার্থক্যের আবির্ভাব দ্বারা প্রকাশিত প্রবল অন্নময়কোষ পূর্ণ হয় এবং পরে নিজে প্রকাশ পায়। ১৬৯।

পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ
প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া।
জাজ্বল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈ-
র্মনোময়াগ্নির্দ্দহতি প্রপঞ্চম্॥ ১৭০॥

পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ পঞ্চহোতৃ দ্বারা বিষয়পঞ্চকরূপ হবির্দ্বারা বর্দ্ধিত ও নানাবাসনারূপ সমিধ্‌যোগে প্রদীপ্ত এই মনোময়বহ্নি প্রপঞ্চরূপ শরীরকে ভস্মীভূত করে অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা বিষয়েচ্ছা বৃদ্ধি পায়, তখন মনোরূপ বহ্নি প্রবল হইয়া প্রপঞ্চরূপ পঞ্চভূত-ময় শরীরকে নিয়ত ভস্মীভূত করে। কোন প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। ১৭০।

ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা
মনো হ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।
তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং
বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে॥ ১৭১॥

অবিদ্যা মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে; কারণ, সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপ অবিদ্যা মনের প্রকাশেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং মনের বিকাশেই সমস্ত বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এক মনের ধ্বংসেই সমস্ত ধ্বংস পাইয়া থাকে। ১৭১।

স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা
ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্ব্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষ-
স্তৎ সর্ব্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভণম্॥ ১৭২॥

সুষুপ্তি অবস্থায় মন যেমন স্বশক্তি দ্বারা অসৎ দ্রব্যের সৃষ্টি .র, তদ্রূপ এই জাগ্রদবস্থাতেও অভ্যাসকল্পনা দ্বারা বিশ্বভাব

প্রকাশিত হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। সুতরাং এই সকল কেবল মনেরই বিলাসমাত্র সন্দেহ নাই। ১৭২।

স্বষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ
সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি ॥ ১৭৩ ॥

স্বষুপ্তি অবস্থায় মনের লয় হইলে নামরূপাদি দ্বারা প্রসিদ্ধ বস্তুসমস্তও কিছুই বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং এই সংসার পুরুষের মনঃকল্পিত, প্রকৃত কিছুই পরমার্থ হইতে পারে না।১৭৩।

বায়ুনা নীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব নীয়তে।
মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে॥ ১৭৪ ॥

জলদজাল যেমন অনিল দ্বারা উদিত হয়, পুনরায় বায়ুদ্বারাই বিলীন হয়, তদ্রূপ মনোদ্বারাই বন্ধন কল্পিত হয় এবং মনোদ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে।১৭৪।

দেহাদিসর্ব্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং
বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদগুণেন।
বৈরস্যমত্র বিষবৎ সুবিধায় পশ্চা-
দেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ॥ ১৭৫ ॥

সেই মন শরীরাদি সকল বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই আসক্তিরজ্জু দ্বারা পশুর ন্যায় পুরুষকে বন্দীভূত করে; পরে যখন শরীরাদি বিষয়সুখ বিষের ন্যায় নীরস জ্ঞান হয়, তখন সেই মন পুরুষের বন্ধনরজ্জু কর্ত্তন পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ হয়। ১৭৫।

তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তো-
র্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে।

বন্ধস্য হেতুর্মলিনং রজোগুণৈ-
র্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্ ॥ ১৭৬ ॥

সুতরাং মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতু। যখন মন রজোগুণাদি দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তখন বন্ধনের হেতু হয় এবং রজস্তমঃশূন্য হইয়া যখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয়, তখন মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। ১৭৬।

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকা-
চ্ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনোবিমুক্ত্যৈ।
ভবত্যতো বুদ্ধিমতো মুমুক্ষো-
স্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে ॥ ১৭৭ ॥

নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ও বৈরাগ্যাদি গুণাতিশয্য নিবন্ধন বিশুদ্ধ মন মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে; সুতরাং মুমুক্ষু সাধুরা প্রথমতঃ বিবেক ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিবেন। ১৭৭।

মনো নাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।
চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ ॥ ১৭৮ ॥

চিন্তারূপ মহাব্যাঘ্র বিষয়রূপ বনে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং যাঁহারা মুমুক্ষু,তাঁহারা কেন এই বনে সুখে প্রয়াণ না করেন ?১৭৮।

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্
স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।
শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্
গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্ ॥ ১৭৯ ॥

মন স্থূলদেহ, সূক্ষ্মশরীরাদি দ্বারা ভোক্তা জীবের নানাপ্রকার ভোগ্যদ্রব্য, দেহসমূহ, বর্ণ, আশ্রম, জাতিভেদ ও গুণকার্য্যকারণ-ফল সমস্তই নিত্য উৎপাদন করেন। ১৭৯।

অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য
দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।
অহং মমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং
মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু॥ ১৮০॥

"আমি আমার" এই বুদ্ধি নিঃসঙ্গ চিৎ-স্বরূপ আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া শরীরেন্দ্রিয়-প্রাণরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করত স্বকর্ম্মফলভোগরূপ বিষয়মার্গে নিয়ত পর্য্যটন করাইতেছে।১৮০।

অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতি-
রধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনো
জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ॥১৮১॥

অধ্যাসদোষেই পুরুষের সংসার ঘটে এবং অধ্যাসবশেই "আমি আমার" এই প্রকার বুদ্ধি কল্পিত হয়; সুতরাং রজস্তমোদোষাদিযুক্ত বিবেকবিহীন পুরুষের জন্মমৃত্যুরূপ ভবদুঃখের মূলহেতু কেবলমাত্র সেই অহংমমবুদ্ধি সন্দেহ নাই। ১৮১।

অতঃ প্রাহুর্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্॥ ১৮২॥

যেরূপ বায়ুদ্বারা আকাশমার্গে জলদজাল পরিচরণ করে, তদ্রূপ যে মন দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল বিচরণ করিতেছে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই মনকেই অবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ১৮২।

তন্মনঃশোধনং কার্য্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে॥ ১৮৩॥

সুতরাং মোক্ষের ইচ্ছা থাকিলে যত্নবান্ হইয়া প্রথমতঃ

মনের শুদ্ধি-সম্পাদন করিতে হয়, কেননা, মনঃশুদ্ধি হইলে মোক্ষ হস্ততলস্থ ফলবৎ হইয়া উঠে। ১৮৩।

মোক্ষৈকশক্ত্যা বিষয়েষু রাগং
নির্ম্মূল্য সংন্যস্য চ সর্ব্বকর্ম্ম।
সচ্ছ্রদ্ধয়া যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো
রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ॥ ১৮৪॥

মোক্ষবিষয়ে একান্ত অনুরাগ দ্বারা বিষয়ে অনুরাগ নিবৃত্তি পাইলে সর্ব্বকার্য্য বিসর্জ্জন করত সৎ-সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধাদ্বারা যিনি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-নিষ্ঠাসম্পন্ন হন, তিনি বুদ্ধির রজোভাবকে সুখে পরাজয় করিতে পারেন। ১৮৪।

মনোময়ো নাপি ভবেৎ পরাত্মা
হ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ।
দুঃখাত্মকত্বাদ্বিষয়ত্বহেতো-
র্দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ॥ ১৮৫॥

মনোময় বস্তুকে পরমাত্মা বলা যায় না; কেননা, আদ্যন্ত-যুক্ততা, বিকারিতা, দুঃখস্বরূপত্ব ও বিষয়াদিগুণবিশিষ্টতাহেতু দ্রষ্টা আত্মা কদাচ দৃশ্যপদার্থরূপে দৃশ্য হন না। ১৮৫।

বুদ্ধির্ব্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং সবৃত্তিঃ কর্ত্তৃলক্ষণঃ।
বিজ্ঞানময়কোষঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্॥ ১৮৬॥

নিজ নিজ বৃত্তিসহ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও বুদ্ধি একত্র হইয়া কর্ত্তৃরূপে বিজ্ঞানময়কোষ হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানময়কোষও পুরুষের সংসারের হেতু। ১৮৬।

অনুব্রজচ্চিৎপ্রতিবিম্বশক্তি-
র্ব্বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতের্ব্বিকারঃ।

জ্ঞানক্রিয়াবানহমিত্যজস্রং
দেহেন্দ্রিয়াদিষভিমন্যতে ভৃশম্॥ ১৮৭॥

মায়াবশগ চিৎপ্রতিবিম্বশক্তি, প্রকৃতির বিকৃতি ও অহং-জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন এবং ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ইত্যাকার জ্ঞানের পাত্র-স্বরূপ বিজ্ঞানময়কোষ সর্ব্বদা শরীর-ইন্দ্রিয়গ্রামাদিতে অত্যভিমান প্রকাশ করেন। ১৮৭।

অনাদিকালোঽয়মহং স্বভাবো
জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।
করোতি কর্ম্মাণ্যনুপূর্ব্ববাসনঃ
পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎফলানি॥ ১৮৮॥

অনাদিকালাবচ্ছিন্ন অহংভাবকেই জীব বলা যায়; সেই জীব উচিতানুচিত কর্ম্মসকল বহনপূর্ব্বক পূর্ব্ববাঞ্ছারূপ পাপ-পুণ্যকর্ম্মাদি করিয়া তৎফল উপভোগ করেন। ১৮৮।

ভুঙ্‌ক্তে বিচিত্রাস্বপি যোনিষু ব্রজ-
ন্নায়াতি নির্যাত্যধ ঊর্দ্ধমেষঃ।
অস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রৎ-
স্বপ্নাদ্যবস্থাসুখদুঃখভোগঃ॥ ১৮৯॥

এই জীব বিজ্ঞানময়কোষসম্পর্কীয় জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থাস্থিত সুখদুঃখভাক্ হইয়া নানা যোনিতে বিচরণ পূর্ব্বক কোনসময়ে সুরপুরে, কোনসময়ে মর্ত্ত্যে, কোনসময়ে নরকে গমন করেন এবং এই প্রকার যাতায়াতক্রমে পূর্ব্ববাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুসদৃশ পুণ্য ও পাতকফল ভোগ করেন। ১৮৯।

দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্ম্মকর্ম্ম-
গুণাভিমানং সততং মমেতি।

বিজ্ঞানকোষোঽয়মতিপ্রকাশঃ
প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ।
অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য
যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ॥ ১৯০॥

পরমাত্মার অত্যন্তসন্নিধিনিবন্ধন অত্যন্ত প্রকাশমান এই বিজ্ঞানময়কোষ সর্ব্বদা "আমার আমার" এই জ্ঞানে শরীরাদিতে বিশ্বাস ও আশ্রমধর্ম্মকর্ম্ম গুণ এই সকল হেতু অভিমানী হইয়া আত্মবুদ্ধিবশে ভ্রমে সংসারী হইয়া থাকেন, এই কারণেই ইনি "জীব" উপাধিমান্ হন। ১৯০।

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরত্যয়ং জ্যোতিঃ।
কূটস্থঃ সন্নাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ॥ ১৯১॥

এই বিজ্ঞানময়কোষ হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণানিলে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বভূতস্থ ও নির্ব্বিকৃতি হইয়াও উপাধিবশে এই কোষে কর্ত্তৃরূপে ও ভোক্তৃরূপে বিদ্যমান আছেন। ১৯১।

স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধে-
স্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।
সর্ব্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বয়ং
স্বতঃ পৃথক্ত্বেন মৃদো ঘটানিব॥ ১৯২॥

যেরূপ মৃণ্ময় ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্নতা প্রকাশ করে, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধির তাদাত্ম্যদোষে নিজে ইয়ত্তাবান্ হইয়া মিথ্যা শরীর হইতে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপকে আপনা হইতে ভিন্নরূপে দেখেন। ১৯২।

উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা
হ্যুপাধিধর্ম্মাননুভাতি তদ্গুণঃ।

অয়োবিকারানবিকারিবহ্নিবৎ
সদৈকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ ॥ ১৯৩ ॥

যেরূপ বিকাররহিত বহ্নি বিকারী লৌহকে লক্ষ্য করত বিরাজ করে, তদ্রূপ উপাধিসম্বন্ধ নিবন্ধন পরমাত্মা স্বতই নিয়ত একরূপ হইয়াও উপাধিগুণযুক্ততানিবন্ধন উপাধিধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিরাজিত থাকেন। ১৯৩।

শিষ্য উবাচ।

ভ্রমেণাপ্যন্যথা বাস্তু জীবভাবঃ পরাত্মনঃ।
তদুপাধেরনাদিত্বান্নানাদের্নাশ ইষ্যতে ॥ ১৯৪ ॥

শিষ্য বলিলেন, ভ্রান্তি নিবন্ধন কিম্বা অপর কোন হেতুতে পরমাত্মার জীবভাব হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই জীব উপাধির অনাদিত্ব বশতঃ অনাদির ক্ষয় কিরূপে সম্ভব? ১৯৪।

অতোঽস্য জীবভাবোঽপি নিত্যা ভবতি সংসৃতিঃ।
ন নিবর্ত্তেত তন্মোক্ষঃ কথং মে শ্রীগুরো! বদ ॥ ১৯৫ ॥

হে গুরুদেব! পরমাত্মার জীবভাবে নিত্য সংসারভাব হইয়া থাকে, সুতরাং জীবোপাধি যদি প্রশান্ত না হইল, তাহা হইলে কিরূপে মোক্ষ ঘটিবে? ১৯৫ ॥

শ্রীগুরুরুবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বিদ্বন্! সাবধানেন তচ্ছৃণু।
প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা ॥ ১৯৬ ॥

গুরুদেব বলিলেন, তুমি সুতর্কবান্ হইয়া উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তদুত্তর অবধান কর। ভ্রমে মোহকল্পনা কদাচ প্রামাণ্য নহে। ১৯৬।

ভ্রান্তিং বিনা ত্বসঙ্গস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ ॥ ১৯৭ ॥

যেমন বিমল গগনে ভ্রমবশে নীলপীতাদি বর্ণ লক্ষ্য হয়, তদ্রূপ অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও আকারহীন পরমাত্মার সম্বন্ধে বিষয়সম্বন্ধ-ঘটনও এক ভ্রম ভিন্ন সম্ভবে না। ১৯৭।

অস্য দ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য
প্রত্যগ্‌বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।
ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো
মোহাপায়ে নাস্ত্যবস্তু স্বভাবাৎ॥ ১৯৮॥

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বভূতস্থ, সাক্ষী, জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ আত্মার জীবভাব বুদ্ধিভ্রমবশেই কল্পিত হইয়া থাকে; ফলতঃ উহা মিথ্যা। কেননা, মোহাপগমে জড়স্বরূপ জীবভাবেরও ধ্বংস হয়। ১৯৮।

যাবদ্‌ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা
মিথ্যাজ্ঞানোজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।
রজ্জ্বাং সর্পো ভ্রান্তিকালীনএব
ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ॥ ১৯৯॥

যেমন ভ্রান্তিনিবন্ধন রজ্জুতে ভুজঙ্গজ্ঞান হয়, কিন্তু ভ্রান্তি অপগমে অহিজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাবৎ ভ্রান্তি থাকে, তাবৎ ভ্রান্তিবশে অলীকজ্ঞান দ্বারা জীবভাবের প্রকাশ থাকে, কিন্তু ভ্রান্তিদূর হইলে জীবভাবও লুপ্ত হয়। ১৯৯।

অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্য্যস্যাপি তথেষ্যতে।
উৎপন্নায়াস্তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি॥ ২০০॥
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্ব্বং সহ মূলং বিনশ্যতি।
অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্॥ ২০১॥

যেমন সুষুপ্তিকালীন দৃষ্ট পদার্থ জাগ্রদবস্থায় বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ

অবিদ্যা অনাদি এবং অবিদ্যার কর্ম্মও অনাদি; কিন্তু বিদ্যার আবির্ভাবে অনাদি অবিদ্যা স্বকার্য্য সহ ধ্বংস হয়। এই অবিদ্যা ও তৎকার্য্য অনাদি হইলেও আমাদিগের সম্বন্ধে বিনাশভাবতার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ২০০-২০১।

অনাদেরপি বিধ্বংসং প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।
যদ্বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি॥ ২০২॥
জীবত্বং ন ততোঽন্যস্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ।
সম্বন্ধঃ স্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ॥ ২০৩॥

অনাদি হইলেও প্রাগভাবের নাশ দেখা যায়, কিন্তু আদ্যন্ত-হীন আত্মার কেবল বুদ্ধিসহ উপাধিসম্বন্ধ নিবন্ধন জীবত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য হেতু দৃষ্ট হয় না। আত্মা স্বভাবতঃ যাবতীয় বস্তু হইতে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত; সুতরাং বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ কেবলমাত্র মিথ্যাজ্ঞানবশেই ঘটে।২০২-২০৩।

বিনিবৃত্তির্ভবেত্তস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন নান্যথা।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানং শ্রুতের্ম্মতম্॥ ২০৪॥

সম্যক্ জ্ঞান হইলে অলীক জ্ঞান তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই। সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একতাজ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান বলা যায়। ইহা বেদে স্পষ্টীকৃত আছে। ২০৪।

তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্বিবেকেনৈব সিধ্যতি।
ততো বিবেকঃ কর্ত্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ॥ ২০৫॥

বুদ্ধিযোগে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অনন্তবিচার দ্বারাই সেই সম্যক্ জ্ঞানের সিদ্ধি হয়; এই জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচার করা বিধেয়। ২০৫।

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথা ভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ ॥ ২০৬ ॥
অসন্নিবৃত্তৌ তু সদাত্মনা স্ফুটং
প্রতীতিরেতস্য ভবেৎ প্রতীচঃ।
ততো নিরাসঃ করণীয় এব
সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ ॥ ২০৭ ॥

যেমন জল ও পঙ্ক বিভিন্ন বস্তু হইলেও একত্র থাকা নিবন্ধন পঙ্কই প্রকাশ পায়, পরে পঙ্কবিচ্ছেদ ঘটিলে জল প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আত্মাও অনাত্ম-সংসর্গ-দোষের অভাবে বিশুদ্ধ সচ্চিদ্ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন সদ্বুদ্ধিবলে অলীকজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং আত্ম-সম্বন্ধে অহং এইরূপ অপদার্থগত জ্ঞান সম্যক্ বিসর্জ্জন করা বিধেয়। ২০৬-২০৭।

অতো নায়ং পরাত্মা স্যাদ্বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।
বিকারিত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিন্নত্বহেতুতঃ।
দৃশ্যত্বাদ্ ব্যভিচারিত্বান্নানিত্যো নিত্য ইষ্যতে ॥ ২০৮ ॥

পরম পুরুষ পরমাত্মাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায় না; কেন না, বিজ্ঞানময় কোষে বিকারিতা, জড়তা, পরিচ্ছিন্নতা, দৃশ্যতা, ব্যভিচারিতা ইত্যাদি নানাদোষ দেখা যায়। সুতরাং অনিত্য বিজ্ঞানময়কোষ নিত্য পদার্থ নহে। ২০৮

আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুর্বৃত্তিস্তমোজ্জৃম্ভিতা
স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদি গুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ।
পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং
ভূত্বানন্দতি যত্র সাধু তনুভৃন্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা ॥ ২০৯ ॥

আনন্দপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট তমোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত প্রিয়াপ্রিয় গুণযুক্ত, নিজ অভীষ্টপ্রাপ্তি দ্বারা উদয়শীল দেহে পুণ্যশীলগণের পুণ্যানুভব হইলে স্বয়ং আনন্দরূপে প্রকাশিত হন। যাহাতে দেহিমাত্রেই সহজে সম্যক্ আনন্দপ্রাপ্ত হন,তাহারই নাম আনন্দময়কোষ।২০৯।

আনন্দময়কোষস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্ত্তিরুৎকটা।
স্বপ্নজাগরয়োরীষদিষ্টসন্দর্শনাদিনা॥ ২১০॥

সুষুপ্তি অবস্থাতে এই আনন্দময়কোষ সমধিকস্ফূর্ত্তিশালী থাকে, সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থায় অভীষ্টদর্শন হেতু ইহাঁর ঈষন্মাত্র প্রকাশ হয়। ২১০।

নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা
সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্ব্বিকারাৎ।
কার্য্যত্বহেতোঃ স্বকৃতক্রিয়ায়া-
বিকারসঙ্ঘাতসমাহিতত্বাৎ॥ ২১১॥

উপাধিযুক্তত্তা, প্রকৃতির বিকারিতা ও পুণ্যক্রিয়াসম্বন্ধীয় বিকারের সম্মিলনে এই আনন্দময়কোষকে পরমাত্মা বলা যায় না।২১১।

পঞ্চানামপি কোষাণাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ।
তন্নিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে॥ ২১২॥

বেদোক্তি দ্বারা এই কোষপঞ্চক পরমাত্মা হইতে প্রতিষিদ্ধ হইলে সেই প্রতিষেধের কোষসীমাস্বরূপ যিনি সাক্ষী ও জ্ঞানস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন তিনি আত্মা। ২১২।

যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা॥ ২১৩॥

আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, কোষপঞ্চক হইতে বিশেষ-লক্ষণ-যুক্ত, ত্রি-অবস্থার সাক্ষী, নিত্য, বিকারহীন, নিরঞ্জন, সদানন্দ-ময়। সুধীগণ কর্ত্তৃক তিনি স্বীয় আত্মারূপে জ্ঞেয়। ২১৩।

শিষ্য উবাচ।

মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোষেষ্বেতেষু পঞ্চসু।
সর্ব্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যামাত্র হে গুরো!
বিজ্ঞেয়ং কিমু বস্ত্বস্তি স্বাত্মনাত্মনবিপশ্চিতা॥ ২১৪॥

শিষ্য বলিলেন, গুরুদেব! মিথ্যাত্বনিবন্ধন প্রতিষেধিত এই কোষপঞ্চাভ্যন্তরে সর্ব্বাভাব ভিন্ন অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না; অতএব হে ভগবন্! আত্মা ও অনাত্মা এই দুইটীর বিচারাকাঙ্ক্ষী বিবেকীর সম্বন্ধে কি বস্তু জ্ঞেয় থাকিল?। ২১৪।

শ্রীগুরুরুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্! নিপুণোঽসি বিচারণে।
অহমাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু॥ ২১৫॥

গুরুদেব বলিলেন, তুমি আত্মানাত্মবিচারের উপযুক্ত পাত্র। যাহা কহিলে, সত্য বটে, কিন্তু অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যসমূহ শূন্য না হইলে পরমাত্মা প্রকাশিত হন না। ২১৫।

সর্ব্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।
তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া॥ ২১৬॥

যাঁহাকে কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, অথচ যিনি সমস্ত বস্তু অনুভব করেন, সূক্ষ্মবুদ্ধিবলে তাঁহাকে নিখিলবিজ্ঞাতা আত্মা বলিয়া জানিও। ২১৬।

তৎসাক্ষিকং ভবেত্তত্তদ্যদ্যদ্যেনানুভূয়তে।
কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে॥ ২১৭॥

যে যে দ্রব্য যে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই দ্রব্যের সাক্ষীস্বরূপ; কিন্তু অবিদিত অর্থে কাহারও সম্বন্ধে সাক্ষিত্ব সম্ভবসঙ্গত নহে। ২১৭।

অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূয়তে।
অতঃপরং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ॥ ২১৮॥

সুতরাং আত্মার এই সাক্ষিস্বরূপ আত্মভাবদ্বারাই অনুভব হয়, কারণ, পরমশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা সাক্ষাৎ স্বয়ং বিদ্যমান আছেন, দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ২১৮।

জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু স্ফুটতরং যোঽসৌ সমুজ্জৃম্ভতে
প্রত্যগ্রূপতয়া সদাহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্নেকধা।
নানাকারবিকারভাগিন ইমান্ পশ্যন্নহং ধীমুখান্
নিত্যানন্দচিদাত্মনা স্ফুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং হৃদি॥২১৯॥

ঘটোদকে বিম্বিতমর্কবিম্ব-
মালোক্য মূঢ়ো রবিমেব মন্যতে।
তথা চিদাভাসমুপাধিসংস্থং
ভ্রান্ত্যাহমিত্যেব জড়োঽভিমন্যতে॥ ২২০॥

যে পরমাত্মা নানারূপে প্রতিভূতস্থ আত্মস্বরূপে নিয়ত "আমি আমি" ইত্যাকারে অন্তরে স্ফূর্ত্তিমান্ হইয়া জাগ্রদাদি অবস্থায় অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হন এবং যিনি নানাবিকারভাগী অহংবুদ্ধ্যাদি বস্তুসমূহকে দেখিয়া নিত্যানন্দ চিৎস্বরূপে আপনার দ্বারা প্রদীপ্ত থাকেন, তাঁহাকেই আত্মা কহে। তাঁহাকে নিজ স্বরূপরূপ জ্ঞাত হইয়া অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষ কর। যেমন মূর্খ ব্যক্তি ঘটস্থিত সলিলে আদিত্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে আদিত্য বলিয়াই জ্ঞান করে, সেইরূপ জড়বুদ্ধি ব্যক্তি

উপাধিগত চিদাভাসে ভ্রমবশে "অহং" এইরূপ অভিমান জ্ঞান করে। ২১৯-২২০।

ঘটং জলং তদ্গতমর্কবিম্বং
বিহায় সর্ব্বং বিনিবীক্ষ্যতেঽর্কঃ।
তটস্থ এতত্ত্রিতয়াবভাসকঃ
স্বয়ংপ্রকাশো বিদুষা যথা তথা ॥ ২২১ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেরূপ ঘট, জল ও তদ্গত প্রতিবিম্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রকৃত সূর্য্যকে দেখেন, তদ্রূপ সুধীব্যক্তি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মায়ার প্রকাশক স্বপ্রকাশস্বরূপ নিজ আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। ২২১।

দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিম্বমেবং
বিসৃজ্য বুদ্ধৌ নিহিতং গুহায়াম্।
দ্রষ্টারমাত্মানমখণ্ডবোধং
সর্ব্বপ্রকাশং সদসদ্বিলক্ষণম্ ॥ ২২২ ॥
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্ম-
মন্তর্ব্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যঙ্ নিজরূপমেতৎ
পুমান্ বিপাপ্মা বিরজা বিমৃত্যুঃ ॥ ২২৩ ॥

এই প্রকারে শরীর, বুদ্ধি ও চিৎপ্রতিবিম্বকে বিসর্জ্জন করত বুদ্ধিকন্দরে সংস্থিত, সাক্ষীস্বরূপ, অখণ্ডজ্ঞানময়, সর্ব্বপ্রকাশক, সদসদ্বিলক্ষণ, নিত্য, প্রভু, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্মতম, অন্তর্বহিঃশূন্য ও আপনা হইতে অপৃথক্ আত্মাকে স্বস্বরূপে সম্যক্ বিদিত হইয়া পুরুষ নিষ্পাপ, রজঃশূন্য ও মৃত্যুহীন হইয়া থাকেন। ২২২-২২৩।

বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ
স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তে
র্বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষোঃ॥ ২২৪॥

নিঃশোক, ঘনানন্দস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার কুত্রাপি ভয় বিদ্যমান নাই, সুতরাং মুক্তিকামী ব্যক্তির সেই পরমাত্মরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সংসারপাশমুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। ২২৪।

ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে বুধৈঃ॥ ২২৫॥

ব্রহ্মসহ আপনার অভেদবোধই সংসারমোচনের হেতু। এই জ্ঞানবলেই সুধীগণ অদ্বিতীয় আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২২৫॥

ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ॥ ২২৬॥

ব্রহ্মস্বরূপ সুধীব্যক্তি সংসারের জন্য পুনরায় আগত হন না, সুতরাং আপনা হইতেই ব্রহ্মের অভেদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়া উচিত। ২২৬।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্।
নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়তি॥ ২২৭॥

সত্য-জ্ঞানানন্দ-বিশুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়, প্রতিভূতস্থ আত্মা হইতে অভেদস্বরূপ পরব্রহ্ম নিয়তই বিরাজ করিতেছেন। ২২৭।

সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।
ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্॥ ২২৮॥

আত্মাব্যতীত অন্য পদার্থের অভাবনিবন্ধন এই পরমাত্মা সৎস্বরূপ এবং পরমা-দ্বৈতবৎ; অতএব পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞানাবস্থাতে কেবল একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু বিদ্যমান থাকে না। ২২৮।

যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।

তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্॥ ২২৯॥

এই যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অজ্ঞানবশতঃ নানাপ্রকারে অনুমিত হয়, তাহা নানাভাবনারূপ দোষের ধ্বংসকারী ব্রহ্মমাত্র। ২২৯।

মৃৎকার্য্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ

কুম্ভোঽস্তি সর্ব্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।

ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ

কুতো মৃষা কল্পিতনামমাত্রঃ॥ ২৩০॥

মৃত্তিকার কার্য্যরূপে পরিণামপ্রাপ্ত বস্তুসমূহ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ নহে, সর্ব্বত্রই মৃত্তিকাস্বরূপ বস্তু হইতে কুম্ভ সঞ্জাত হয়, কিন্তু কুম্ভের পৃথক্ রূপ দৃষ্ট হয় না, কুম্ভনাম অলীক কল্পনামাত্র। ২৩০।

কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং

ঘটস্য সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে।

অতো ঘটঃ কল্পিতএব মোহা-

ন্মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতা॥ ২৩১॥

কেহই দেখাইতে পারেন না যে, ঘটের স্বরূপ মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন বস্তু; সুতরাং মোহবশতই "ঘট" এই আখ্যা কল্পিত হয়; ফল কথা, মৃত্তিকাই সত্য। ২৩১।

সদ্ব্রহ্মকার্য্যং সকলং সদেব
তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো
বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ ॥ ২৩২ ॥

সৎ-ব্রহ্মের কার্য্যও সৎস্বরূপ, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলই ব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নাই। যাহার মোহ দূর হয় নাই, সেই ব্যক্তিই বলে যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দ্রব্য আছে। উক্ত ব্যক্তির বাক্য স্বপ্নজনের প্রলাপমাত্র। ২৩২।

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী
শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্ব্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং
নাধিষ্ঠানাদ্ভিন্নতারোপিতস্য ॥২৩৩॥

অথর্ব্ববেদান্তর্গত শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডাধার ব্রহ্ম হইতে আধেয় ব্রহ্মাণ্ডের প্রভেদ কল্পিত হয় না। ২৩৩।

সত্যং যদি স্যাজ্জগদেতদাত্মনো
ঽনন্তত্বহানির্নিগমাপ্রমাণতা।
অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যা-
ন্নৈতত্রয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্ ॥ ২৩৪ ॥

জগৎ সত্য হইলে আত্মার অনন্ততার ক্ষতি, বেদোক্ত প্রমাণের বিরোধ ও ঈশ্বরের অসত্যভাষিতা ঘটে; সুতরাং এই তিনটী মহানুভবগণের অনুমোদিত নহে। ২৩৪।

ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহন্তেষ্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচিক্লৃপৎ ॥ ২৩৫ ॥

সর্ব্বব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে ঈশ্বরের উক্তি আছে যে, আমি পদার্থরূপ ভূতগ্রামে সংস্থিত নাই, এবং ভূতরূপ ব্রহ্মসমূহও আমাতে স্থিত নহে। ২৩৫।

যদি সত্যং ভবেদ্বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।

যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোহসৎ স্বপ্নবন্মৃষা॥ ২৩৬॥

বিশ্ব মিথ্যা না হইলে সুষুপ্তি অবস্থায় তাহা প্রতীতি হউক, সুতরাং যখন সুষুপ্তি দশাতে কোন বস্তুর প্রতীতি হয় না, তখন বিশ্ব সত্য কিরূপে হইতে পারে, এ হেতু কেবল জাগ্রদবস্থাতে দৃশ্যমান যে বিশ্ব, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বিফল, ইহাই মীমাংসিত হইল। ২৩৬।

অতঃ পৃথঙ্নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ
পৃথক্ প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাহিবৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তা-
ধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ॥ ২৩৭॥

পরমাত্মা হইতে এই জগৎ ভিন্ন নহে, ভ্রমনিবন্ধন সত্যরূপ আত্মা হইতে মিথ্যা-জগতের প্রভেদজ্ঞান জন্মে। কেন না, সত্যরূপ রজ্জু হইতে অলীক সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং অনিত্য জগতের অনুশীলন করা বৃথা। ইহাতে কেবলমাত্র এক জগদাধার ব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন। ২৩৭।

ভ্রান্তস্য যদ্যদ্ ভ্রমতঃ প্রতীতং
ব্রহ্মৈব তত্তদ্রজতং হি শুক্তিঃ।
ইদন্তয়া ব্রহ্ম সদৈব রূপ্যতে
ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্॥ ২৩৮॥

ভ্রান্তব্যক্তির ভ্রান্ত্যধীন যে যে দ্রব্য প্রতীত হয়, তত্তদ্দ্রব্যই

ব্রহ্ম। ভ্রান্তিবশে যেমন শুক্তিতে রৌপ্য আরোপিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে নিরন্তর জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্মের প্রতি বিশ্বনাম কল্পিতমাত্র। ২৩৮।

অতঃপরং ব্রহ্ম সদসদ্বিতীয়ং
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং
নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্॥ ২৩৯॥

সুতরাং জানা গেল যে, সৎস্বরূপ, অদ্বয়, বিশুদ্ধ, চিদ্ঘন-স্বরূপ, নিরঞ্জন, শান্ত, অনাদি, অনন্ত, অক্রিয়, সদানন্দপূর্ণ একমাত্র পরব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজিত। ২৩৯।

নিরস্তমায়াকৃতসর্ব্বভেদং
নিত্যং ধ্রুবং নিষ্কলমপ্রমেয়ম্।
অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং
জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদঞ্চকাস্তি॥ ২৪০॥

যিনি মায়াকৃত ভেদজ্ঞান বিনাশ করেন, যিনি নিত্য, অপরিচ্ছেদ, রূপহীন, অব্যক্ত, নামহীন, ব্যয়বর্জ্জিত ও জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই আত্মা স্বয়ংই প্রকাশমান রহিয়াছেন। ২৪০।

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ২৪১॥

সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিতয়শূন্য, যিনি অনন্ত, নির্ব্বিকল্পক, অদ্বয়, অখণ্ড ও চিন্মাত্র পদার্থ; তিনিই পরমতত্ত্ব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ২৪১।

অহেয়মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্।
অপ্রমেয়মনাদ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণমহং মহঃ॥ ২৪২॥

যিনি অত্যাজ্য, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, বাক্য ও মনের অবিষয়, পরিমাণশূন্য, আদ্যন্তহীন ও তেজঃস্বরূপ, আমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম। ২৪২।

তত্ত্বম্পদাভ্যামভিধীয়মানয়ো-
ব্র্হ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োর্যদিত্থম্।
শ্রুত্যা তয়োস্তত্ত্বমসীতি সম্যক্
একত্বমেব প্রতিপাদ্যতে মুহুঃ ॥২৪৩॥

তৎ ও ত্বং পদদ্বারা যিনি পরিশোধিত, তত্ত্বমসি বাক্যদ্বারা সেই পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব ভূয়োভূয় মীমাংসিত হয়। ২৪৩।

ঐক্যং তয়োর্লক্ষিতয়োর্ন বাচ্যয়ো-
র্নিগদ্যতেঽন্যোঽন্যবিরুদ্ধধর্ম্মিণোঃ।
খদ্যোতভান্বোরিব রাজভৃত্যয়োঃ
কূপাম্বুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্ব্বোঃ ॥ ২৪৪ ॥

জহত্যজহত্যাদিলক্ষণা দ্বারা লক্ষিত ও তত্ত্বংপদের বাচ্য, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মান্বিত পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্ব সম্ভবে না। কেননা, খদ্যোতিকা সহ ভাস্করের, রাজা সহ ভৃত্যের, কূপ সহ সাগরের এবং পরমাণু সহ সুমেরুগিরির একত্ব অসম্ভব। ২৪৪।

তয়োর্ব্বিরোধোঽয়মুপাধিকল্পিতো
ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ।
ঈশস্য মায়া মহদাদিকারণং
জীবস্য কার্য্যং শৃণু পঞ্চকোষম্ ॥ ২৪৫ ॥

হে শিষ্য! অবধান কর, শুদ্ধ উপাধি দ্বারাই পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিরোধ কল্পিত হইতেছে, বস্তুতঃ উহার বিরোধ

দৃষ্ট হয় না। ঈশ্বরের উপাধি মহদাদির হেতুস্বরূপা মায়া এবং জীবের উপাধি পঞ্চকোষের কার্য্য। ২৪৫।

এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ
সম্যঙ্ নিরাসে ন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটক-
স্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা॥ ২৪৬॥

মায়া ও পঞ্চকোষ এই দুইটী বিদূরিত হইলে ঈশ্বর ও জীবরূপ উপাধি দুইটীও সর্ব্বথা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যেমন রাজত্ব জন্য রাজা এবং গদাজন্য যোদ্ধা উপাধি হইয়া থাকে, কিন্তু রাজত্ব ও গদাবর্জ্জিত হইলে রাজাতে যোদ্ধাতে সমানতা ঘটে, তদ্রূপ ঈশ্বর ও জীব উপাধিবর্জ্জিত হইলেই সমান হইয়া উঠেন অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান থাকেন। ২৪৬।

অথাত-আদেশ-ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং
নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্।
শ্রুতিপ্রমাণানুগৃহীতবোধা-
ত্তয়োর্নিরাসঃ করণীয় এবং॥ ২৪৭॥

"অতঃপর এ হেতু আদেশ" এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত দুইটী উপাধি নিষিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ দ্বারা জাত জ্ঞানবলে ঐ দুই উপাধির নিরাকরণ করা বিধেয়। ২৪৭।

নেদং নেদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং
রজ্জুদৃষ্টব্যালবৎ স্বপ্নবচ্চ।
ইত্থং দৃশ্যং সাধুযুক্ত্যা ব্যপোহ্য
জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ॥ ২৪৮॥

যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ ও স্বপ্নে বস্তুসকল আলোকিত হয়,

তদ্রূপ "ইহা নয়, ইহা নয়" এই সকল কল্পিতত্ববশতঃ অলীক। সুতরাং সুযুক্তিবলে দৃশ্যবস্তুসমূহ বিলোপ করিয়া পরে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একীভাব জ্ঞাতব্য। ২৪৮।

তত্তস্তু তৌ লক্ষণয়া সুলক্ষ্যৌ
তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে।
নালং জহত্যা ন তথাঽজহত্যা
কিন্তূভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্ ॥ ২৪৯ ॥

তৎপরে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্বসিদ্ধ্যর্থ লক্ষণা দ্বারা তৎ ও ত্বংপদের বাচ্য ঈশ্বর ও জীবকে সম্যক্ লক্ষ্য করিতে হইবে। আত্মা জহত্যজহতী লক্ষণা দ্বারা দৃশ্য নহেন, কিন্তু উভয়ার্থ লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন। ২৪৯।

স দেবদত্তোঽয়মিতীহ চৈকতা
বিরুদ্ধধর্ম্মাংশমপাস্য কথ্যতে।
তথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে
বিরুদ্ধধর্ম্মানুভয়ত্র হিত্বা ॥ ২৫০ ॥

যেমন "সেই দেবদত্ত এই" এখানে "সেই" রূপ ভূতকাল এবং "এই" রূপ বর্ত্তমানকাল এই দ্বিকালরূপ বিরুদ্ধাংশ বিশেষণ ছাড়িয়া দিলে একমাত্র দেবদত্তই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি এই বাক্যে উভয়স্থানস্থ বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল চৈতন্যরূপ একত্ব কথিত হয়। ২৫০।

সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাত্মনো
রখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে বুধৈঃ।
এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে
ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমখণ্ডভাবঃ ॥ ২৫১ ॥

সুধীগণ পরমাত্মা ও জীবাত্মার অখণ্ডভাব জানিতে হইলে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই প্রকার অসংখ্য মহাবাক্য দ্বারা পরমাত্মাজীবাত্মার অখণ্ডভাবরূপ একতা কথিত হইয়া থাকে। ২৫১।

অস্থূলমিত্যেতদসন্নিরস্য
সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্। ২৫২ ॥
অতো মৃষা মাত্রমিদং প্রতীতং
জহীহি যৎ স্বাত্মতয়া গৃহীতম্।
ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা
বিদ্ধি স্বমাত্মানমখণ্ডবোধম্। ২৫৩ ॥

অসৎবস্তু ত্যাগ করিয়া অণু হইতেও অণু, এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত পরমাত্মা প্রকৃতিসিদ্ধ এবং গগনবৎ অতর্ক্য; সুতরাং আত্মাস্বরূপে গৃহীত নিখিল অনিত্যজ্ঞান বিসর্জ্জন কর এবং "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ বিমলবুদ্ধিযোগে আপনাকেই পূর্ণবোধস্বরূপ আত্মা বলিয়া স্থির কর। ২৫২-২৫৩।

মৃৎকার্য্যং সকলং ঘটাদি সততং মৃন্মাত্রমেবাহিতং
তদ্বৎ সজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্।
যস্মান্নাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৪ ॥

যেমন মৃত্তিকার ক্রিয়ারূপ ঘটাদি পদার্থ মৃৎ-স্বরূপ বলিয়াই নিয়ত কথিত হয়, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সৎস্বরূপ অখিল ব্রহ্মাণ্ড সন্মাত্ররূপে অভিহিত হইয়া থাকে; সদ্ভিন্ন অন্য দ্রব্য কিছুই নাই; সুতরাং তুমিই সত্য, শান্ত, নির্ম্মল, অদ্বিতীয়, স্বয়ং ব্রহ্মরূপ আত্মা হও। ২৫৪।

নিদ্রাকল্পিতদেশকালবিষয়জ্ঞাত্রাদি সর্ব্বং যথা
মিথ্যা তদ্বদিহাপি জাগ্রতি জগৎ স্বাজ্ঞানকার্য্যত্বতঃ।
যস্মাদেবমিদং শরীরকরণপ্রাণাহমাদ্যপ্যসৎ
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৫ ॥

সুষুপ্তিকালীন কল্পিত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানাদি পদার্থ যেরূপ অলীক, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থাতেও স্বীয় অজ্ঞানকার্য্যতাবশতঃ নিখিল সংসার মিথ্যা; সুতরাং এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি সকলই যখন অসৎ হইল, তখন তুমিই শান্ত, বিমল, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম হও। ২৫৫।

জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং নামরূপগুণদোষবর্জ্জিতম্।
দেশকালবিষয়াতিবর্ত্তি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৬ ॥

যিনি জাতি, আচার, বংশ, গোত্র প্রভৃতির অতিদূরে অবস্থান করেন, যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, দোষাদিও নাই, যিনি দেশকালাদির অবিষয়, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও; আপনাতেই সেই ব্রহ্ম চিন্তা কর। ২৫৬।

যৎপরং সকলবাগগোচরং গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ।
শুদ্ধচিদ্ঘনমনাদিবস্তু যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৭ ॥

যিনি বাক্যের অবিষয় ও বিমল; যাঁহাকে একমাত্র জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়, যিনি বিশুদ্ধ চিদ্ঘনানন্দস্বরূপ, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে ভাবনা কর। ২৫৭।

ষড়্ভিরূর্ম্মিভিরযোগিযোগি হৃদ্ভাবিতং ন করণৈর্বিভাবিতম্।
বুদ্ধ্যবেদ্যমনবদ্যভূতি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৮ ॥

যাঁহার ক্ষুধা নাই, মৃত্যুও নাই; যোগীরা যাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের ভাবনায় অযোগ্য বুদ্ধির অবিষয়, যিনি

অনবেদ্য ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহা-কেই ধ্যান কর। ২৫৮।

ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং স্বাশ্রয়ঞ্চ সদসদ্বিলক্ষণম্।
নিষ্কলং নিরুপমানবুদ্ধি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৯॥

ভ্রান্তিকল্পিত জগৎ যাঁহার একাংশ আশ্রয়ভূত, যিনি নিজেই আপনার আশ্রয়, যিনি সদসৎ হইতে বিলক্ষণ ও পূর্ণ এবং যিনি বুদ্ধির অগোচর, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও, তাঁহাকে আপনাতে চিন্তা কর। ২৫৯।

জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্।
বিশ্বসৃষ্ট্যববিঘাতকারণং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬০॥

যিনি অজ, বুদ্ধিবিকাররহিত, অজর, ব্যাধি·মৃত্যুরহিত, অব্যয় এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে চিন্তা কর। ২৬০।

অস্তভেদমনপাস্তলক্ষণং নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্।
নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্ত্তি যদ্
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬১॥

যাঁহার প্রভাবে ভেদজ্ঞান দূর হয়, যিনি আত্মলক্ষণবিশিষ্ট নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় নিশ্চল এবং নিত্যমুক্ত ও একরূপ, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহার ধ্যান কর। ২৬১।

একমেব সদনেককারণং
কারণান্তরনিরাস্তকারণং।
কার্য্যকারণবিলক্ষণঃ স্বয়ং
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬২॥

যিনি এক, সৎস্বরূপ, অনেকের কারণ, কারণবিনাশকের

কারণ, ও কার্য্যকারণ-বিলক্ষণ, তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি আপনাতে তাঁহার ভাবনা কর। ২৬২।

নির্ব্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং যৎ
ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্।
নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৩ ॥

যিনি নির্ব্বিকল্পক, অনাদি, অক্ষর, ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণ, পরম, নিত্য, অব্যয়, সুখময়রূপ ও নিরঞ্জন, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে ধ্যান কর। ২৬৩।

যদ্বিভাতি সদনেকধা ভ্রমা-
ন্নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনি।
হেমবৎ স্বয়মবিক্রিয়ং সদা
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৪ ॥

যিনি সৎস্বরূপ; যিনি ভ্রান্তিদ্বারা নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াস্বরূপে অনেকধা প্রকাশিত হন; যিনি স্বর্ণের ন্যায় সর্ব্বদা অবিকারী, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে ধ্যান কর। ২৬৪।

যচ্চকাস্ত্যনপরং পরাৎপরং
প্রত্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্।
সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৫ ॥

যিনি অদ্বয়, পরাৎপর, সর্ব্বভূতস্থ, একরসাত্মক, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, সুখস্বরূপ, অন্তহীন ও অব্যয়, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে ধ্যান কর। ২৬৫।

উক্তমর্থমিব চাত্মনি স্বয়ং
ভাবয়েৎ প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া।
সংশয়াদিরহিতং করাম্বুব
ত্তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি ॥ ২৬৬ ॥

বুদ্ধিসহায়ে প্রতিষ্ঠিত যুক্তি দ্বারা স্বয়ং আপনাতে আখ্যাত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তত্ত্বধ্যান করিবে; তাহা হইলেই হস্ত-তলগত জলবৎ আপনাতে ব্রহ্মভাব সমুদিত হয়। ১৬৬।

সংবোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং
বিজ্ঞায় সংঘে নৃপবচ্চ সৈন্যে।
তদাশ্রয়ঃ স্বাত্মনি সর্ব্বদা স্থিতো
বিলাপয় ব্রহ্মণি বিশ্বজাতম্ ॥ ২৬৭ ॥

নৃপতি যেমন অখিল সৈন্য দ্বারা স্বপদ রক্ষা করেন, তদ্রূপ সর্ব্বথা জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধতত্ত্ব বিদিত হইয়া সেই জ্ঞানবলে স্বীয় আত্মাতে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মের আশ্রিত হইবে এবং এই জগৎ ব্রহ্মে বিলীন করিবে। ২৬৭।

বুদ্ধৌ গুহায়াং সদসদ্বিলক্ষণং
ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমদ্বিতীয়ম্।
তদাত্মনা যোঽত্র বসেদ্গুহায়াং
পুনর্ন তস্যাঙ্গগুহাপ্রবেশঃ ॥ ২৬৮ ॥

হে বৎস! যিনি সদসদ্বিলক্ষণ, সত্য, অদ্বয়, সেই পরব্রহ্ম জ্ঞানগহ্বরে বিরাজিত আছেন। তিনি পুনরায় ভবকন্দরে প্রবিষ্ট হন না। ২৬৮।

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা
কর্ত্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।

প্রত্যগ্দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্নাৎ

মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ ॥ ২৬৯ ॥

যে ব্যক্তি প্রকৃত পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়াও "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদিরূপ অনাদি বলবতী বাসনাতে বন্দী হয়, সেই বাসনা হেতুই তাহাকে সংসারী হইতে হইয়া থাকে, কিন্তু যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎ দ্বারা সযত্নে সেই বাসনাকে বিদূরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই জন্যই ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, বিষয়বাসনার ক্ষয়কেই মুক্তি বলা যায়। ২৬৯।

অহংমমেতি যো ভাবো দেহাক্ষ্যাদাবনাত্মনি।

অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যো বিদুষা স্বাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ২৭০ ॥

অনাত্মরূপ এই দেহেন্দ্রিয়াদিতে "আমি আমার" ইত্যাকার ভাবকেই অধ্যাস কহে। অত্যুৎকৃষ্ট আত্মনিষ্ঠা দ্বারা এই অধ্যা-সের নিরাকরণ করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ২৭ ।

জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিণম্।

সোঽহমিত্যেব সদ্বৃত্ত্যা নাত্মন্যাত্মমতিং জহি ॥ ২৭১ ॥

বুদ্ধি ও তদ্বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ নিজ প্রত্যগাত্মাকে বিদিত হইয়া "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার সদ্বৃত্তিযোগে অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মজ্ঞান, তাহা বিসর্জ্জন দেও। ২৭ ।

লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্ত্তনম্।

শাস্ত্রানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭২ ॥

লোকানুষঙ্গ, দেহানুষঙ্গ ও শাস্ত্রানুষঙ্গ বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় অধ্যাসের নিরাস কর। ২৭২।

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥ ২৭৩॥

কি লোকবাসনা, কি শাস্ত্রবাসনা, কি দেহগত বাসনা, কিছু-তেই প্রকৃত জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। ২৭৩।

সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছো-
রয়োময়ং পাদনিবদ্ধশৃঙ্খলম্।
বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ পটুবাসনাত্রয়ং
যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্॥ ২৭৪॥

তত্ত্বদর্শীরা বলিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভবকারা হইতে মুক্তির কামনা করে, উক্ত সুতীক্ষ্ণ ত্রিবিধ বাসনাই তাহার পক্ষে চরণগত লৌহনিগড়স্বরূপ। সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ বাসনা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিলেই ভবকারা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। ২৭৪।

জলাদিসম্পর্কবশাৎ প্রভূত-
দুর্গন্ধধূতাগুরুদিব্যবাসনা।
সংঘর্ষণেনৈব বিভাতি সম্যা-
গ্বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে॥ ২৭৫॥

সলিলসেচনাদি দ্বারা দুর্গন্ধ প্রক্ষালিত করিলে যেরূপ অগুরু-গন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ বহির্গন্ধস্বরূপ বিষয়েচ্ছা অপসারিত হইলেই পরম-তত্ত্বানুশীলন দ্বারা অগুরুরূপ দিব্যবাসনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৭৫।

অন্তঃশ্রিতানন্তদুরন্তবাসনা
ধূলিবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।
প্রজ্ঞাতিসংঘর্ষণতো বিশুদ্ধা
প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম্॥ ২৭৬॥

অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত দুর্জ্জয় বাসনারূপ রজো দ্বারা পরমাত্ম বাস্থা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধির পুনঃপুনঃ ঘর্ষণ দ্বারা উহার বিশুদ্ধি হইলে ঘর্ষণ দ্বারা চন্দনগন্ধের ন্যায় পরমাত্ম বাসনা সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৭৬।

অনাত্মবাসনাজালৈঃ স্থিরীভূতাত্মবাসনা।

নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্। ২৭৭।

অনাত্মবাসনাপুঞ্জ পরমাত্মবাসনাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং আত্মজ্ঞানবলে অনাত্মবাসনার উচ্ছেদ হইলে আপনা হইতেই পরমাত্মবাসনা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৭৭।

যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মন-
স্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বসনানা-
মাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা ॥ ২৭৮ ॥

যে পরিমাণে ব্রহ্মে মনের স্থিতি হইবে, সেই পরিমাণেই বাহ্য বাসনা ত্যাগ করিবে। এই প্রকারে যাবতীয় বাহ্যবাসনা পরিত্যক্ত হইলে নিষ্কণ্টকে আত্মজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ২৭৮।

স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্বা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।

বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৯ ॥

যে সকল যোগী স্বীয় আত্মাতেই সর্ব্বদা সংস্থিত, তাঁহাদের মন স্বয়ংই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং হে বৎস! স্বীয় ভ্রম দূর কর। ২৭৯।

তমোদ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং বুদ্ধের্ন নশ্যতি।

তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮০ ॥

তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোগুণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়; সত্ত্ব রজো-গুণকে ধ্বংস করে এবং রজস্তমোবিসর্জ্জনের পর সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে নাশ পায়; সুতরাং হে বৎস! সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া আপনার ভ্রমের নিরাস কর। ২৮০।

প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্য্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮১॥

দেহ নিরন্তর প্রারব্ধের পোষক, এইরূপ স্থির করিয়া অটল-ভাবে ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর। ২৮১।

নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিপূর্ব্বকম্।
বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮২॥

"আমি জীব নহি, আমি পরব্রহ্ম" এই প্রকার সূক্ষ্ম ব্যাবৃত্তি দ্বারা বাসনাপুঞ্জোত্থ ভ্রম অপনয়ন কর। ২৮২।

শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্ব্বাত্ম্যমাত্মনঃ।
ক্বচিদাভাসতঃ প্রাপ্তং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৩॥

শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব এই তিনটীর দ্বারা স্বীয় সর্ব্বাত্মত্ব স্থির করত কোনরূপে চিদাকাশ হইতে লব্ধ জীবত্বরূপ ভ্রম অপনয়ন কর। ২৮৩।

অনাদানবিসর্গাভ্যামীষন্নাস্তি ক্রিয়া মুনেঃ।
তদেকনিষ্ঠয়া নিত্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৪॥

যিনি ব্রহ্মমননশীল, তাঁহার আদান বা দান কিছুই নাই; সুতরাং তুমি অদ্বয় ব্রহ্মনিশ্চয় দ্বারা স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর। ২৮৪।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মত্বদার্ঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৫॥

ব্রহ্মে স্বীয় নিশ্চয়তা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যোত্থ ব্রহ্ম-জীবৈকত্বজ্ঞান দ্বারা স্বীয় ভ্রম দূর কর। ২৮৫।

অহংভাবস্য দেহেঽস্মিন্নিঃশেষবিলয়াবধিঃ।

সাবধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৬॥

যাবৎ এই দেহে অহংভাবের বিলয় না ঘটে, তাবৎ সতর্কতা সহকারে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর। ২৮৬।

প্রতীতির্জ্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা।

তাবন্নিরন্তরং বিদ্বন্! স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৭ ॥

হে বিচক্ষণ! জীবভাব ও জগদ্ভাব উভয়ই স্বপ্নের ন্যায়, যতদিন চিত্তে এই দুই ভাব প্রকাশিত থাকে,ততদিন যোগাবলম্বী হইয়া স্বীয় অধ্যাসের (ভ্রমের) অপনয়ন কর। ২৮৭।

নিদ্রায়া লোকবার্ত্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ।

ক্বচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি ॥ ২৮৮ ॥

নিদ্রা, লৌকিক সম্ভাষণ ও গীতবাদ্যাদি দ্বারা আত্মবিস্মরণ হইতে অবসর দিও না। এইভাবে সাবধানে স্বীয় অধ্যাসের অপনয়ন কর। ২০৮।

মাতাপিত্রোর্ম্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ।

ত্যক্ত্বা চাণ্ডালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব ॥ ২৮৯ ॥

এই দেহ জনক-জননীর মল হইতে উৎপন্ন, ইহা মলমাংসে পরিপূর্ণ, ইহাকে চণ্ডালবৎ অপবিত্র জ্ঞানে অহংভাব বিসর্জ্জন দেও এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কৃতকৃত্য হও। ২৮৯।

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।

বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে ॥ ২৯০ ॥

যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে সম্যক্ লয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সম্যক্ লয় করিয়া মৌনী হও। ২৯০।

স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা।

ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ॥ ২৯১॥

নিয়ত সযত্নে স্বপ্রকাশস্বরূপ স্বয়ংব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডকে মলপাত্রবৎ পরিত্যাগ কর অর্থাৎ মলিন স্থূলশরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডে অহংরূপ অভিমান না থাকিলেই ব্রহ্মাণ্ডত্যাগ করা হয় এবং কেবল ব্রহ্মমাত্র বিরাজ করেন। ২৯১।

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারূঢ়ামহংধিয়ম্।

নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্ব্বদা॥ ২৯২॥

সদানন্দময় চিদাত্মাতে শরীরাশ্রিত অহংবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক লিঙ্গশরীর ত্যাগ কর এবং নিয়ত অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ কর।২৯২।

যত্রৈব জগদাভাসো দর্পণান্তঃপুরং যথা।

তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ২৯৩॥

গৃহ যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, জগৎও তদ্রূপ ব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং "আমিই সেই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান কর, তাহা হইলেই কৃতকৃত্য হইবে। ২৯৩।

যৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং
চিদদ্বয়ানন্দমরূপমক্রিয়ম্।
তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজেত
শৈলূষবদ্বেশমুপাত্তমাত্মনঃ॥ ২৯৪॥

নট যেমন অভিনয়ার্থ গৃহীত বেশ ত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমিও সেই সত্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ, সর্ব্বাদি, চিদানন্দময়, অদ্বিতীয়, রূপক্রিয়াবিহীন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মিথ্যা দেহ বিসর্জ্জন কর।২৯৪

সর্ব্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব
নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ।
জানাম্যহং সর্ব্বমিতি প্রতীতিঃ
কুতোঽহমাদেঃ ক্ষণিকস্য সিদ্ধ্যেৎ ॥ ২৯৫ ॥

দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই মিথ্যা ও ক্ষণধ্বংসী, আমি এই শব্দও মিথ্যা ; সুতরাং "আমি সমস্ত বিদিত আছি" এরূপ জ্ঞানও ক্ষণস্থায়ী ; তবে "আমি" ইত্যাদি শব্দ কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? ২৯৫।

অহংপদার্থস্ত্বহমাদিসাক্ষী
নিত্যঃ সুষুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ।
ব্রূতে হ্যজো নিত্য ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং
তৎপ্রত্যগাত্মা সদসদ্বিলক্ষণঃ ॥ ২৯৬ ॥

শ্রুতিতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, সুষুপ্তি অবস্থাতেও সত্তাদর্শন-নিবন্ধন অহংপদার্থ নিত্য এবং সকলের সাক্ষী, নিত্য, সদসদ্বিলক্ষণ, প্রত্যগাত্মা জন্মাদিবিরহিত। ২৯৬।

বিকারিণাং সর্ব্ববিকারবেত্তা
নিত্যাবিকারো ভবিতুং সমর্হতি।
মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং
পুনঃ পুনর্দৃষ্টমসত্ত্বমেতয়োঃ ॥ ২৯৭ ॥

তিনিই বিকারীদিগের যাবতীয় বিকারের বেত্তা ও নিত্য-বিকারবর্জ্জিত। অনিত্য শরীর ও অহংভাবের বারম্বার অসত্তা দৃষ্ট হইয়াছে, উহা জাগ্রৎকালীন বাসনানিবন্ধন স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ২৯৭।

অতোঽভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে
পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে।

কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপৈহি শান্তিং ॥ ২৯৮ ॥

সুতরাং বুদ্ধিকর্ত্তৃক কল্পিত শরীরাভিমানের আস্পদস্বরূপ মাংসপিণ্ডে অভিমান বর্জ্জন কর এবং কালত্রয়ের উপাস্য, অখণ্ড-বোধস্বরূপ স্বীয় আত্মাকে বিদিত হইয়া শান্তিপ্রাপ্ত হও। ২৯৮।

ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনাম-
রূপাশ্রমেষ্বার্দ্রশবাশ্রিতেষু।
লিঙ্গস্য ধর্ম্মানপি কর্ত্তৃতাদীং-
স্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ডসুখস্বরূপঃ ॥ ২৯৯ ॥

এই দেহ রস ও শোণিতাদি দ্বারা ক্লিন্নশবের ন্যায়। কুল, গোত্র, নাম, আকৃতি ও আশ্রমাদিরূপ অভিমান ঐ দেহকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; ঐ অভিমান বিসর্জ্জন দেও এবং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি লিঙ্গশরীরধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া অখণ্ডানন্দস্বরূপ হও। ২৯৯।

সন্ত্যন্যে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ।
তেষামেব মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যহঙ্কারঃ ॥ ৩০০ ॥

যে সমস্ত সাংসারিক বিকার মুক্তির অন্তরায়স্বরূপ, অহঙ্কার-রূপ প্রধান বিকারই ঐ সকলের মূল। ৩০০।

যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোহহঙ্কারেণ দুরাত্মনা।
তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্ত্তা বিলক্ষণা ॥ ৩০১ ॥

দুরাত্মা অহঙ্কারের সহিত যতদিন সম্বন্ধ থাকে, ততদিন মুক্তিকথার লেশমাত্রও সম্ভবে না। ৩০১।

অহঙ্কারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।
চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৩০২ ॥

শশাঙ্ক যেমন রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ জীব অহঙ্কাররূপ গ্রহ হইতে পরিমুক্ত হইয়া বিমল, পূর্ণ, সদানন্দ ও স্বয়ংপ্রভুরূপে বিরাজ করেন। ৩০২।

যো বা পুরে সোঽহমিতি প্রতীতো
বুদ্ধ্যা বিকল্পস্তমসাতিমূঢ়য়া।
তস্যৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে
ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ ॥ ৩০৩ ॥

তমোগুণবশেই দেহে "সোহং" প্রতীতি বিকল্পনা করা যায়; সেই বিকল্প সম্যক্ বিদূরিত হইলে অনায়াসে ব্রহ্ম ও আত্মার একীভাব জন্মে। ৩০৩।

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং
নির্ম্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ ॥৩০৪

মহাবল অহঙ্কাররূপ ভয়ানক ভুজঙ্গ দেহবেষ্টন পূর্ব্বক গুণত্রয়রূপ ত্রিশির দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ রত্নকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। একমাত্র ধীর বিবেকবান্ পুরুষই বেদবিহিত বিজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত মস্তকত্রয় কর্ত্তন পূর্ব্বক অহঙ্কাররূপ সেই মহাহিকে ধ্বংস করত আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ রত্নভোগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ৩০৪।

যাবদ্‌যাবৎ কিঞ্চিৎ বিষদোষস্ফূর্ত্তিরস্তি চেদ্দেহে।
কথমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বদহন্তাপি যোগিনো মুক্ত্যৈ ॥ ৩০৫ ॥

সর্পদংশন হইলে যতক্ষণ শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও বিষদোষ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ যেমন আরোগ্যলাভের সম্ভব নাই, তদ্রূপ

যাবৎ শরীরে অহঙ্কার থাকে, তাবৎ যোগাভ্যাসী মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না। ৩০৫।

অহমোঽত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা।

প্রত্যক্‌-বিবেকাদিদমস্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্‌॥ ৩০৬॥

অহংবৃত্তির নিঃশেষে নিবৃত্তি হইলে উহা অহঙ্কারকৃত যাবতীয় বিকল্পের বিনাশ করিয়া দেয়। ঐ নিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচার পূর্ব্বক "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়। ৩০৬।

অহঙ্কারে কর্ত্তর্য্যহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা

বিকারাত্মন্যাত্মপ্রতিফলযুষি স্বস্থিতিমুষি।

যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরা দুঃখবহুলা

প্রতীচশ্চিন্মূর্ত্তেস্তব সুখতনোঃ সংসৃতিরিয়ম্‌॥ ৩০৭॥

অহঙ্কার বিকারী এবং উহা দ্বারা স্বীয় সমুচিত-কর্ম্মফল-ভোগী আত্মস্থিতির খণ্ডন হয়। সেই অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা দেহে থাকিতে থাকিতে আশু অহংবুদ্ধি বিসর্জ্জন দেও। ঐ অহং-বুদ্ধির অভ্যাসনিবন্ধনই অশেষযন্ত্রণাদায়ক জন্ম-মরণ-জরালাভ হয় এবং উহার অধ্যাসবশেই চিদানন্দমূর্ত্তি ব্রহ্মস্বরূপ তোমার সংসারভ্রমণ ঘটে। ৩০৭।

সদৈকরূপস্য চিদাত্মনো বিভো-

রানন্দমূর্ত্তেরনবদ্যকীর্ত্তেঃ।

নৈবান্যথা কাপ্যবিকারিণস্তে

বিনাহমধ্যাসমমুষ্য সংসৃতিঃ॥ ৩০৮॥

তুমিই নিয়ত একরূপ, চিদাত্মা, বিভু, সুখমূর্ত্তি, অনিন্দিত-যশা, সর্ব্বথা অবিকারী ব্রহ্ম; অহং-অধ্যাস না থাকিলেই তোমার

সংসার দূর হয় এবং উহার অধ্যাসভাবেই তোমার সংসারভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩০৮।

তস্মাদহঙ্কারমিমং স্বশত্রুং
ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্।
বিচ্ছিদ্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং
ভুঙ্ক্ষ্বাত্মসাম্রাজ্যসুখং যথেষ্টম্ ॥ ৩০৯ ॥

এই অহঙ্কার ভোক্তার গলকণ্টকবৎ নিজশত্রুরূপে সংস্থিত। আত্মবোধরূপ মহাখড়্গ দ্বারা ঐ শত্রুকে ছেদন পূর্ব্বক প্রকাশমান স্বসাম্রাজ্য সুখে উপভোগ কর। ৩০৯।

ততোঽহমাদের্ব্বিনিবর্ত্ত্য বৃত্তিং
সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ।
তূষ্ণীং সমাস্বাত্মসুখানুভূত্যা
পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পঃ ॥ ৩১০ ॥

সুতরাং অহংপ্রভৃতির বৃত্তিকে প্রশান্ত করিয়া পরমার্থপ্রাপ্তি দ্বারা অনুরাগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মানন্দ বোধ কর এবং নির্ব্বিকল্পস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে অবস্থান কর। ৩১০।

সমূলকৃত্তোঽপি মহানহং পুনঃ
ব্যুল্লেখিতঃ স্যাদ্‌যদি চেতসা ক্ষণং।
সংজীব্য বিক্ষেপশতং করোতি
নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদো যথা ॥ ৩১১ ॥

যেমন প্রাবৃট্‌কালে পবনদ্বারা সম্বদ্ধ মেঘ অসংখ্য অসংখ্য বিক্ষেপ বিস্তার করে, তদ্রূপ সমূলে উচ্ছেদ হইলেও যদি অহঙ্কার কিয়ৎক্ষণের জন্য চিত্তদ্বারা বদ্ধ হয়, তবে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত

হইয়া অসংখ্য অসংখ্য বিক্ষেপ প্রদান করত অভীষ্ট সাধন করে। ৩১১।

নিগৃহ্য শত্রোরহমোঽবকাশঃ
ক্বচিন্ন দেয়ো বিষয়ানুচিন্তয়া।
স এব সঞ্জীবনহেতুরস্য
প্রক্ষীণজম্বীরতরোরিবাম্বু॥ ৩১২ ॥

যেমন নাশপ্রাপ্ত জম্বীরবৃক্ষের জীবনের হেতু জীবনসংযোগ হয়, তদ্রূপ মহাশত্রু অহঙ্কার নিগৃহীত হইলে বিষয়চিন্তা দ্বারা কখন তাহাকে বৃদ্ধি পাইতে অবসর প্রদান করিবে না। ৩১২।

দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী
বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ।
অতোঽর্থসন্ধানপরত্বমেব
ভেদ প্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ॥ ৩১৩ ॥

যে ব্যক্তি "শরীর এবং শরীরে আমি শরীরী" এইরূপ ভেদ-বুদ্ধিরূপে সংস্থিত, তাহাকে কামী বলা যায়। তাদৃশব্যক্তি কদাচ কামনাপূর্ণ করিতে সমর্থ নহেন; সুতরাং ভেদজ্ঞান দ্বারা বিষয়ান্বেষণপরতাই সংসারবন্ধনের কারণ। ৩১৩।

কার্য্যপ্রবর্দ্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে।
কার্য্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎ কার্য্যং নিরোধয়েৎ॥ ৩১৪ ॥

কর্ম্মের উৎকর্ষশালিনীবৃদ্ধি দ্বারা ভববীজের প্রকৃষ্টবৃদ্ধি এবং কর্ম্মের সম্যক্ লয়ে ভববীজের প্রকৃষ্ট নাশ দৃশ্যমান হয়, সুতরাং কর্ম্ম সর্ব্বথা নিরোধ করা উচিত। ৩১৪।

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে॥ ৩১৫ ॥

পুরুষের বাসনাবৃদ্ধিদ্বারা কর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং কর্ম্মের বৃদ্ধি-দ্বারা বাসনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংসারখণ্ডন হয় না। ৩১৫।

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্‌যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ ॥ ৩১৬ ॥

যোগীপুরুষ ভববন্ধনচ্ছেদনার্থ কর্ম্ম এবং বাসনা এই দুইটীকে দগ্ধ করিবেন, কেননা, বাহ্যবিষয়ভাবনা এবং বাহ্যক্রিয়াকার্য্য এই দুইটীদ্বারাই বাসনা বৃদ্ধি পায়। ৩১৬।

তাভ্যাং প্রবৃদ্ধ্যমানা সা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাঞ্চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥ ৩১৭ ॥

বাহ্যবিষয়ভাবনা এবং বাহ্যক্রিয়া এই দুইটীদ্বারা বাসনা বর্দ্ধিত হইয়া স্বীয় সংসার উৎপাদন করে, সুতরাং বিষয়চিন্তা, ক্রিয়াকার্য্য এবং নিজের বারবার জন্ম এই তিনের নাশার্থ সর্ব্বদা উপায় চিন্তা করিবে। ৩১৭।

সর্ব্বত্র সর্ব্বতঃ সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ।
সদ্ভাববাসনাদার্ঢ্যাৎ তত্রয়ং লয়মশ্নুতে ॥ ৩১৮ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বথা এক ব্রহ্মমাত্র অবলোকন দ্বারা সর্ব্বপদার্থকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইবে এবং ব্রহ্মভাবে যখন বাসনা স্থির হইবে, তখন ঐ তিনটী আপনা হইতেই লীন হইয়া যাইবে। ৩১৮।

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৩১৯ ॥

ক্রিয়ার ক্ষয় হইলে চিন্তার অপনয়ন হয়, এবং চিন্তার অপগমে বাসনার নাশ হয়, সুতরাং বাসনার ক্ষয়কেই মোক্ষ কহে। ইহাই সুধীগণ কর্ত্তৃক জীবন্মুক্তি বলিয়া অভিহিত। ৩১৯।

সদাসনাস্ফূর্ত্তিবিজৃম্ভণে সতী
হ্যসৌ বিলীনাপ্যহমাদিবাসনা।
অতি প্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং
বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা ॥ ৩২০ ॥

ব্রহ্মভাবে বাসনার উদয় হইলে যেরূপ অতি গাঢ় অন্ধকার-ময়ী রাত্রি অরুণপ্রভা প্রাপ্ত হইলে নিঃশেষে লয় পায়, তদ্রূপ অহমাদি অভিমানাত্মক বাসনা তাহাতে বিলীন হয়। ৩২০।

তমস্তমঃকার্য্যমনর্থজালং ন দৃশ্যতে সত্যুদিতে দিনেশে।
তথাহদ্বয়ানন্দরসানুভূতৌ
নৈবাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ ॥ ৩২১ ॥

ভাস্করোদয়ে অন্ধকার ও অন্ধকারকার্যের ন্যায় অদ্বয় আনন্দ-রসের অনুভব হইলে বন্ধন এবং বন্ধনক্রিয়া ও দুঃখাদিসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে না। ৩২১।

দৃশ্যং প্রতীতং বিলাপয়ন্ সন্
সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।
সমাহিতঃ সন্ বহিরন্তরং বা
কালং নয়েথাঃ সতি কর্ম্মবন্ধে ॥ ৩২২ ॥

তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধনগ্রস্ত, তুমি স্বয়ং সাধন করত সন্মাত্র নিবিড়ানন্দ ব্রহ্মানুভবদ্বারা দৃশ্য প্রসিদ্ধ বস্তুসমূহ লয়গত করিয়া বাহ্যকাল জাগ্রৎ ও অন্তরকাল সুষুপ্তি ত্যাগ কর। ৩২২।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩২৩ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কদাচ অমনোযোগী হইও না, কেননা, অনবধান-তাই স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ, মহর্ষি সনকাদিরা ইহা বলিয়া গিয়াছেন। ৩২৩।

ন প্রমাদাদনর্থোহন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।

ততো মোহস্ততোহহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥ ৩২৪ ॥

ব্রহ্মভাবে অনবধানতা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞের অন্য কিছুই নাই। যেহেতু, অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতে অহংবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে যাতনা জন্মে। ৩২৪।

বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ।

বিক্ষেপয়তি ধীদোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩২৫ ॥

যেমন অসতী নারী নিজ প্রিয় জারকে বুদ্ধিকৌশলদোষে বিক্ষেপ করে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিষয়ানুরাগী দেখিয়া ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যা বুদ্ধিদোষ দ্বারা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করেন। ৩২৫।

যথাপকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।

আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্মুখম্ ॥ ৩২৬ ॥

যেমন শৈবালরাশি লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা দূরীকৃত হইলেও কিয়ৎক্ষণ স্থির না থাকিয়া আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ মায়া স্বস্বরূপে বিমুখ পণ্ডিতব্যক্তিকেও আবরণশক্তি দ্বারা সমাবৃত করে। ৩২৬।

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্যদি চিত্তমীষ-

দ্বহির্মুখং সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।

প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ

সোপানপংক্তৌপতিতো তথা তথা ॥ ৩২৭ ॥

যেমন প্রমাদনিবন্ধন চ্যুত কেলিকন্দুক সোপানপংক্তি হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যদি চিত্ত লক্ষ্য চিৎভাব হইতে স্খলিত হয়, কিম্বা চিন্ময় হইতে ঈষৎ বিমুখ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্যস্থান হইতে আশু পতিত হয়। ৩২৭।

বিষয়েষ্বাবিশচ্চেতঃ সঙ্কল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সঙ্কল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্ত্তনম্॥ ৩২৮॥

চিত্ত প্রথমে বিষয়ে আবিষ্ট হয়, বিষয়ের গুণসমূহ সংকল্প করে, ঐ সংকল্প হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং ঐ কামনা হইতে পুরুষের সংসারপ্রবৃত্তি ঘটে। ৩২৮।

ততঃ স্বরূপবিভ্রংশো বিভ্রষ্টস্তু পতত্যধঃ।
পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে।
সংকল্পং বর্জ্জয়েত্তস্মাৎ সর্ব্বানর্থস্য কারণম্॥ ৩২৯॥

সংসারপ্রবৃত্তি হইতে স্বরূপের ধ্বংস হয়, স্বরূপবিভ্রষ্ট অধঃপতিত পুরুষের ধ্বংস ভিন্ন আর পুনরুত্থান দেখা যায় না, সুতরাং অখিল অনর্থের কারণস্বরূপ সংকল্প আশু ত্যাগ কর। ৩২৯।

অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যু-
র্ব্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্
সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ॥ ৩৩০॥

বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমাধিবিষয়ে অনবধানতা ঘটিলে তদপেক্ষা আর মৃত্যুস্বরূপ কি আছে? অর্থাৎ উহাই তাহার মৃত্যুস্বরূপ, কিন্তু সমাধি-বিষয়ে যিনি মনোযোগী, তিনি আশু সর্ব্বথা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; অতএব তুমি সমাহিতমনা এবং সতর্ক হও। ৩৩০।

জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুঃশ্রুতিঃ॥ ৩৩১॥

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে, যাঁহার জীবিতাবস্থাতে মুক্তি হয়,

তাঁহার দেহাবসানেও মুক্তি ঘটে, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ ভেদদর্শী হইলে তাঁহারও ভীতি থাকে। ৩৩১।

যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ
ব্রহ্মণ্যনন্তেঽপ্যণুমাত্রভেদম্।
পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদেব
যদীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ॥ ৩৩২।

সুধী ব্যক্তি যে কোন সময়ে অনন্ত ব্রহ্মভাবে যদি বিন্দুমাত্রও ভেদ দেখেন, তবে তাহাও তাঁহার পক্ষে ভীতিপ্রদ হয়, কারণ, প্রমাদ নিবন্ধন ভিন্নরূপে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাই ভয়প্রদ। ৩৩২।

শ্রুতিস্মৃতিন্যায়শতৈর্নিষিদ্ধে
দৃশ্যেঽত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি।
উপৈতি দুঃখোপরি দুঃখজাতং
নিষিদ্ধকর্ত্তা স মলিম্লুচো যথা॥ ৩৩৩।

শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য শাস্ত্রকর্ত্তৃক মিথ্যাত্ব-রূপে নিষিদ্ধ এই দৃশ্যবস্তু সকলে যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান করে, সে অবিহিত-কার্য্যকারী মলমাসের ন্যায় অকর্ম্মণ্য, সে ক্লেশের উপর ক্লেশরাশি প্রাপ্ত হয়। ৩৩৩।

সত্যাভিসন্ধানরতো বিমুক্তো
মহত্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্।
মিথ্যাভিসন্ধানরতস্তু নশ্যে-
দ্দৃষ্টং তদেতদ্যদচৌরচৌরয়োঃ॥ ৩৩৪॥

যেমন অচৌর ও চৌর দুই জনের কর্ম্মজনিত গতি পৃথক্ পৃথক্‌রূপ হয়, তদ্রূপ সৎ পদার্থে অনুরাগী পুরুষই মুক্ত, নিত্য

আপনার প্রাধান্তকে প্রাপ্ত হন এবং মিথ্যা পদার্থে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তি আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৩৪।

যতিরসদনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়
স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তিষ্ঠেৎ।
সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা
হরতি পরমবিদ্যা কার্য্যদুঃখং প্রতীতম্॥ ৩৩৫ ॥

যোগীজন বন্ধনের কারণস্বরূপ অসৎ অন্বেষণ ত্যাগ করত "সাক্ষাৎ ব্রহ্ম আমি হই," এইপ্রকার আত্মসন্দর্শনদ্বারা অবস্থিত থাকিবেন। হে বৎস! ব্রহ্মপরায়ণত্ব আত্মানুভাবদ্বারা সুখী করে এবং প্রকাশিত অবিদ্যাকার্য্যরূপ যাতনারাশি ধ্বংস করে। ৩৩৫।

বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্দ্ধয়েৎ ফলং
দুর্ব্বাসনামেব ততস্ততোঽধিকাম্।
জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং
স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্॥ ৩৩৬ ॥

বাহ্যবিষয়ের অন্বেষণ দ্বারা উত্তরোত্তর অধিক দুর্ব্বাসনারূপ ফল বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বিচারদ্বারা ব্রহ্ম বিদিত হইয়া বাহ্য-পদার্থসমূহ পরিহার-করত নিয়ত স্বীয় আত্মার অন্বেষণ করিবে। ৩৩৬।

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা
মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো
বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ॥ ৩৩৭ ॥

বাহ্যবস্তু নিরুদ্ধ হইলে মন বিশুদ্ধ হয়, মন বিশুদ্ধ হইলে

পরমাত্মার সাক্ষাৎ ঘটে এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইলে সংসার-বন্ধন মোচন হয়, সুতরাং বাহ্য বস্তুর সংরোধই মুক্তির মার্গস্বরূপ। ৩৩৭।

কঃ পণ্ডিতঃ সন্ সদসদ্বিবেকী
শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী।
জনানন্ হি কুর্য্যাদসতোঽবলম্বং
স্বপাতহেতোঃ শিশুবন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৩৩৮ ॥

সদসৎ পদার্থের বিচারকর্ত্তা বেদপ্রমাণমানী পরমার্থজ্ঞ কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি সমস্ত বিদিত হইয়াও শিশুর ন্যায় স্বীয় অধঃপতনার্থ অসৎপদার্থের আশ্রয় লয়? ৩৩৮।

দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তি-
র্মুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ।
সুপ্তস্য নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ
স্বপ্নস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ৩৩৯ ॥

শরীরাদ্যভিমানী ব্যক্তির মোক্ষ হয় না এবং মুক্ত ব্যক্তির শরীরাভিমান নাই। কেন না, প্রসুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরিত বলা যায় না এবং জাগরিত ব্যক্তিকে প্রসুপ্ত বলা যায় না, কারণ, জাগরণ ও নিদ্রার গুণ-কার্য্য-সকল ভিন্ন ভিন্নরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩৯ ॥

অন্তর্ব্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু
জ্ঞাত্বাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।
ত্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ
পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এব মুক্তঃ ॥ ৩৪০ ॥

যিনি নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে বাহ্য ও অভ্যন্তরগত স্থাবরজঙ্গমাদি

বস্তুতে আত্মাকে আধারস্বরূপে সন্দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত উপাধি ত্যাগ করিয়া অখণ্ড পরিপূর্ণস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তিনিই মুক্ত॥ ৩৪০।

সর্ব্বাত্মনা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ
সর্ব্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ
সর্ব্বাত্মভাবেঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৩৪১॥

সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মভাব অপেক্ষা বন্ধনমুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় নাই, দৃশ্য বস্তুর জ্ঞানাভাব হইলে সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠাদ্বারা আত্মার সর্ব্বাত্মভাব জন্মে॥ ৩৪১।

দৃশ্যস্যাগ্রহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠতো
বাহ্যার্থানুভবপ্রসক্তমনসস্তত্তৎ ক্রিয়াং কুর্ব্বতঃ।
সংন্যস্তাখিলধর্ম্মবিগতৈ-র্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরৈ-
স্তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ॥ ৩৪২॥

যদি বল, নিখিলধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ত্যাগী নিত্য আত্মনিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মানন্দেচ্ছু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সযত্নে আত্মাতে যে দৃশ্য পদার্থের অগ্রহণ করেন, সে দৃশ্যপদার্থের অগ্রহণ দেহে আত্মাভিমানরূপে অবস্থিতিকারী বাহ্যবিষয়ানুভাবে আসক্তমনা ও তদনুরূপ ক্রিয়াকাণ্ডকরণশীলব্যক্তির সম্বন্ধে কি প্রকারে হইতে পারে? ৩৪২।

সর্ব্বাত্মসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্ম্মণঃ।
সমাধিং বিদধাত্যেষা শান্তো দান্ত ইতি শ্রুতিঃ॥ ৩৪৩॥

ঐ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, গুরু হইতে কৃতশ্রবণ, কৃতকর্ম্মা ভিক্ষুর সর্ব্বাত্মসিদ্ধির জন্য "শান্তো দান্ত" এই শ্রুতি সমাধিবিধান করেন। ৩৪৩।

আরূঢ়শক্তেরহমোবিনাশঃ
কর্ত্তুং ন শক্য সহসাপি পণ্ডিতৈঃ।
যে নির্ব্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলা-
স্তানন্তরাঽনন্তভবা হি বাসনাঃ॥ ৩৪৪॥

সুধীগণও বলিষ্ঠ অহঙ্কারের ধ্বংস করিতে হঠাৎ সমর্থ হন না, কেননা, যাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা অটলভাবে বিরাজ করেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অনন্ত অনর্থের উৎপাদিকা বাসনা প্রাদুর্ভূতা হয়। ৩৪৪।

অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতের্ব্বলাৎ।
বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্‌গুণৈঃ॥ ৩৪৫॥

বিক্ষেপশক্তি, মোহজনিকা অহংবুদ্ধির আবরণনিবন্ধন পুরুষকে বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া অহংবুদ্ধির কার্য্যদ্বারা বিক্ষিপ্ত করে।৩৪৫।

বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমো বিধাতুং
নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্য ভাবে।
দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে
নশ্যেত্তদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ॥ ৩৪৬॥

নিঃশেষে আবরণশক্তি সম্যক্ নিবৃত্তি না পাইলে বিক্ষেপ-শক্তিকে জয় করা দুরূহ, প্রকাশিত দুগ্ধ ও জলের ন্যায় দর্শন ও দৃশ্য এই পদার্থদ্বয়ের বিভাগ হইলে স্বভাবতঃ আত্মাতে সেই আবরণ বিদূরিত হয়। ৩৪৬।

নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যো
বিক্ষেপণং ন হি তদা যদি চেন্মৃষার্থে।
সম্যগ্বিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো
বিভজ্য দৃগ্‌দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।

ছিনত্তি মায়াকৃতমোবন্ধং
যস্মাদ্বিমুক্তস্য পুনর্ন সংসৃতিঃ ॥ ৩৪৭ ॥

মিথ্যা পদার্থে বিক্ষেপ না থাকিলে প্রদীপ্ত জ্ঞানজন্য সম্যক্ বিবেক, দর্শন ও দৃশ্য বস্তুর তত্ত্ববিভাগকরতঃ নিঃসন্দেহ প্রতিবন্ধক-রহিত হইয়া মায়াকৃত মোহবন্ধনকে ছেদন করে। যে ব্যক্তি মায়াকৃত মোহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পুনঃ সংসারনিবৃত্তি হয়। ৩৪৭।

পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্নি-
র্দহত্যবিদ্যাগহনং সশেষম্।
কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজ-
মদ্বৈতভাবং সমুপেয়ুষোঽস্য ॥ ৩৪৮ ॥

উত্তম অধমের একত্বরূপ বিবেকাগ্নি সমস্ত অবিদ্যারূপ বনকে নিঃশেষে ভস্ম করে, সুতরাং অদ্বৈতভাবপ্রাপ্ত পুরুষের পুনর্ব্বার আর সংসারাঙ্কুরজনক বীজের সম্ভাবনা হয় না। ২৪৮।

আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৪৯ ॥

সম্যক্ তত্ত্বদর্শনদ্বারা আবরণনিবৃত্তি হয়, আবরণ হইতে মিথ্যা-জ্ঞান ধ্বংস পায় এবং মিথ্যাজ্ঞান লোপ হইলেই বিক্ষেপজনিত ক্লেশের শান্তি হইয়া থাকে। ৩৪৯।

এতত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্বস্তুতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা ॥ ৩৫০ ॥

রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যা জ্ঞান এই তিনটী সম্যক্ লক্ষিত হয়, অতএব সুধীব্যক্তি বন্ধনমোচনার্থ প্রকৃতির সহিত পরমাত্মাকে বিদিত হইবেন। ৩৫০।

অয়োঽগ্নিযোগাদিব সৎসমন্বয়া
ন্মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ।
তৎ কার্য্যমেতত্ত্রিতয়ং যতো মৃষা
দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু॥ ৩৫১॥

বুদ্ধি, লৌহ ও বহ্নিসংযোগের ন্যায় সদ্বস্তুসম্বন্ধ বশতঃ ইন্দ্রিয়-বৃত্ত্যাদিরূপে প্রকাশ পায়, ঐ বুদ্ধির কর্ম্ম পূর্ব্বকথিত আবরণাদি ত্রিতয়; উহা হইতে ভ্রম স্বপ্ন ও বাসনাতে পদার্থসমূহ মিথ্যা দর্শন হয়। ৩৫১।

ততো বিকারাঃ প্রকৃতেরহং মুখা-
দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্ব্বে।
ক্ষণেঽন্যথাভাবিতয়া হ্যমীষা-
মসত্ত্বমাত্মা তু কদাপি নান্যথা॥ ৩৫২॥

আমি তুমি ইত্যাদি ও দেহ মৃত্যু এবং সমস্ত বিষয় প্রকৃতির বিকার, এ সমস্ত মুহূর্ত্তমধ্যে অন্যপ্রকার হয় বলিয়া অসৎ, কিন্তু সদ্রূপ আত্মা কদাচ অন্যপ্রকার হন না। ৩৫২।

নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরূপো
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্বিলক্ষণঃ।
অহং পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ
প্রত্যক্ সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫৩॥

পরমাত্মা নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড, চিৎ, একরূপ, বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, সৎ ও অসৎ হইতে বিশেষলক্ষণবিশিষ্ট এবং অহং এই পদজ্ঞান-দ্বারা লক্ষিতবিষয় অর্থাৎ অহমের প্রকৃত বাচ্য, প্রত্যক্ নিবিড় নিত্য সুখস্বরূপ। ৩৫৩।

ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্বিভজ্য
নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা।
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং
তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি। ৩৫৪

সুধীব্যক্তি এইপ্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ বিভাগ করিয়া আত্মজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়কবত অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ আপন আত্মাকে বিদিত হন এবং স্বয়ংই তদ্বৎ-বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। ৩৫৪।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থির্নিঃশেষবিলয়স্তদা।
সমাধিনা বিকল্পেন যদাদ্বৈতাত্মদর্শনম্॥ ৩৫৫॥

যে সময় নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা অদ্বৈত আত্মার সাক্ষাৎ হয়, তখন অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায়। ৩৫৫।

ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ
প্রভবতি পরমাত্মন্যদ্বয়ে নির্ব্বিশেষে।
প্রবিলসতি সমাধাবস্য সর্ব্বো বিকল্পো
বিলয়নমুপগচ্ছেদ্বস্তুতত্ত্বাবধৃত্যা॥ ৩৫৬॥

বুদ্ধিদোষনিবন্ধন অদ্বয় সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মাতে তুমি, আমি এবং জগৎ ইত্যাদিরূপ কল্পনা হয়, কিন্তু সমাধি দ্বারা আত্মভাব আবির্ভূত হইলে বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়হেতু সমস্ত বিকল্প ধ্বংস হইয়া যায়। ৩৫৬।

শান্তো দান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং
কুর্ব্বন্নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্য সর্ব্বাত্মভাবম্।
তেনাবিদ্যা তিমিরজনিতান্ সাধু দগ্ধ্বা বিকল্পান্
ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি সুখং নিষ্ক্রিয়ো নির্ব্বিকল্পঃ॥ ৩৫৭॥

শম-দম-যুক্ত, অত্যন্ত বিরত, ক্ষমাশীল যতি নিয়ত সমাধি করতঃ স্বীয় সর্ব্বাত্মভাব বিদিত হইতে পারেন, এবং উক্ত ভাব-দ্বারা অবিদ্যারূপ তিমির হইতে জ্যোতি নিখিল বিকল্পকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া নিষ্ক্রিয় নির্বিকল্প ব্রহ্মস্বরূপে আনন্দে অবস্থিতি করেন। ৩৫৭।

সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং
শ্রোত্রাদিচেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈ-
র্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ ॥ ৩৫৮ ॥

যাঁহারা সমাধিমগ্ন হইয়া বাহ্যবিষয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় চিত্ত ও জীবাত্মা এবং অহংবুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই চিদাত্মাতে লয় করিয়া সংস্থিত হন, তাঁহারাই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন, কিন্তু কেবল মুখে অহং ব্রহ্মাস্মিবাদী পুরুষেরা তদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ৩৫৮।

উপাধিভেদাৎ স্বয়মেব ভিদ্যতে
চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।
তস্মাদুপাধে[illegible]
[illegible] ॥ ৩৫৯ ॥

উপাধির ভেদবশতঃ [illegible] বোধ হয় এবং উপাধির ক্ষয় হইলে কেবল আপনা[illegible] শিষ্ট থাকে, সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি উপাধির ক্ষয় হেতু দেহান্তকাল যাবৎ সমাধিনিষ্ঠায় নিরত থাকিবেন। ৩৫৯।

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥ ৩৬০ ॥

যেমন তৈলপায়িকা ভ্রমরকীটকে (কাঁচপোকাকে) ভাবিয়া ভ্রমরত্ব লাভ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মে সংলগ্ন ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ৩৬০।

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো
ধ্যায়ন্নলিং তং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া ॥ ৩৬১ ॥

তৈলপায়িকা অন্য কর্ম্মে অনুরাগ বর্জ্জন করত নিয়ত ভ্রমর ধ্যান পূর্ব্বক যেমন ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা পূর্ব্বক একনিষ্ঠা দ্বারা উত্তম ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ৩৬১।

অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং
ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা
জ্ঞাতব্যমার্য্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৬২ ॥

অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্বকে স্থূলদৃষ্টিদ্বারা কেহ জানিতে পারে না, কেবল বিশুদ্ধবুদ্ধিমান্ মহাত্মারা যোগানুষ্ঠান ও সমাধিদ্বারা অবগত হন। ৩৬২।

যথা সুবর্ণং পুটপাকশোধিতং
ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।
তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং
ধ্যানেন সংত্যজ্য সমেতি তত্ত্বম্ ॥ ৩৬৩ ॥

যেমন স্বর্ণ অগ্নিসংস্কারাদিদ্বারা শোধিত হইয়া মলাদিত্যাগান্তে স্বকীয় মনোহর গুণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মন সত্ত্ব রজঃ ও তমো-

রূপ মলকে ধ্যানাদি দ্বারা ত্যাগ করতঃ চিদ্‌ব্রহ্মকে লাভ করে ॥ ৩৬৩ ॥

নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং
পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদাসমাধিঃ সবিকল্পবর্জ্জিতঃ
স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ॥ ৩৬৪ ॥

এইপ্রকার সর্ব্বদা অভ্যাস নিবন্ধন গুণবর্জ্জিত মন যখন পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে লয় পায়, তখন নির্ব্বিকল্প ঐ সমাধি স্বয়ং অদ্বয় আনন্দরস অনুভব করায়। ৩৬৪।

সমাধিনানেন সমস্তবাসনা
গ্রন্থের্বিনাশোঽখিলকর্ম্মনাশঃ।
অন্তর্বহিঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বদা
স্বরূপবিস্ফূর্ত্তিরযত্নতঃ স্যাৎ॥ ৩৬৫ ॥

নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা নিখিল বাসনাবন্ধন ধ্বংস হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম নাশ পায়, সুতরাং তখন সর্ব্বদা সর্ব্বসময়ে অন্তর ও বাহ্যে বিনাযত্নে স্বরূপের বিস্ফূর্ত্তি হয়। ৩৬৫।

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্॥ ৩৬৬॥

শ্রবণ অপেক্ষা মনন শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন লক্ষগুণ প্রধান এবং নিদিধ্যাসন অপেক্ষা নির্ব্বিকল্পভাব অনন্ত শ্রেষ্ঠ। ৩৬৬।

নির্ব্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং
ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।

নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ
প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ ॥ ৩৬৭ ॥

নির্ব্বিকল্প সমাধিদ্বারা নিঃসন্দেহই চিদ্ব্রহ্ম বিদিত হওয়া যায়, অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেন না, মনোগতির চাঞ্চল্য নিবন্ধন অন্য পদার্থ জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত হইইয়া উঠে। ৩৬৭।

অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ স-
ন্নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।
বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া
কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন ॥ ৩৬৮ ॥

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শান্তচিত্তে পরমাত্মাতে সর্ব্বদা সমাধি অভ্যাস কর, এবং ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্র দর্শন দ্বারা অনাদি অবিদ্যাকৃত অন্ধকার দূর কর। ৩৬৮।

যোগস্য প্রথমদ্বারং বাঙ্নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা ॥ ৩৬৯ ॥

বাক্যনিরোধ যোগের প্রথম দ্বার, অপ্রতিগ্রহ দ্বিতীয়, নিস্পৃহ তৃতীয় নিশ্চেষ্টতা চতুর্থ এবং নিরন্তর বিজনাশ্রয় পঞ্চমদ্বার।৩৬৯।

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমশ্চেতসঃ
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।
তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন-
স্তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্য্যঃ প্রযত্নান্মুনে! ॥ ৩৭০ ॥

বিরলে স্থিতি ইন্দ্রিয়নিবৃত্তির কারণ ও চিত্তের সংরোধের হেতু দম ও শমগুণ দ্বারা অহংবাসনা ধ্বংস হয়, তাহাতে যোগিজনের সদা অচলানন্দরসানুভবক্রমে ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং চিত্ত নিরোধে যত্ন করা কর্ত্তব্য॥ ৩৭০ ॥

বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ
বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্ব্বিকল্পে
বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ৩৭১॥

মনে বাক্যকে, বুদ্ধিতে মনকে, জীবাত্মাতে বুদ্ধিকে, এবং নির্ব্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মে জীবাত্মাকে লয় করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হও। ৩৭১।

দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিভিরুপাধিভিঃ।
যৈর্যৈর্বৃত্তেঃ সমাযোগস্তত্তদ্ভাবোঽস্য যোগিনঃ॥ ৩৭২॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি যে যে উপাধির সহিত চিত্তবৃত্তির যোগ হয়, যোগীর মনোবৃত্তি তত্তৎ-উপাধিগত হইয়া তত্তদ্ভাব লাভ করে। ৩৭২॥

তন্নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্ সর্ব্বোপরমণং সুখম্।
সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিপ্লবঃ। ৩৭৩॥

সেই সমস্ত উপাধি ও বৃত্তির নিবৃত্তিদ্বারা মুনির সম্যক্ সর্ব্বশান্তি-রূপ সুখ ও সদানন্দরসানুভবের সঞ্চার হইতে দেখা যায়। ৩৭৩।

অন্তস্ত্যাগো বাহ্যত্যাগো বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।
ত্যজত্যন্তর্ব্বহিঃসঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া। ৩৭৪॥

বিরাগী ব্যক্তির অন্তঃসঙ্গ ও বহিঃসঙ্গ বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য; সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি মুক্তিবাসনা করিয়া উক্ত উভয় সঙ্গ বর্জ্জন করিবেন। ৩৭৪।

বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ।
বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ। ৩৭৫।

ব্রহ্মনিষ্ঠাবান্ বিরক্ত ব্যক্তি বিষয়ের সহিত বহিঃসঙ্গ এবং অহমাদির সহিত অন্তঃসঙ্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন।৩৭৫

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ
পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণত্বং।
বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং
তাভ্যাং বিনা নাস্তরেণ সিধ্যতি॥ ৩৭৬॥

হে বিদ্বন্! পুরুষের বিবেক ও বিজ্ঞান এই দুইটী পক্ষীর পক্ষদ্বয়বৎ পক্ষরূপ বলিয়া জান, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পক্ষদ্বয় ব্যতীত মুক্তিরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে কোনরূপে সমারোহণ করিতে সমর্থ হন না। ৩৭৬।

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ
সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তি-
মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ॥ ৩৭৭॥

অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির সমাধি হয়, সমাধিমানের পূর্ণ জ্ঞান জন্মে পূর্ণজ্ঞানীর বন্ধনমুক্ত হয় এবং মুক্তাত্মার নিত্যানন্দানুভব হইয়া থাকে॥ ৩৭৭॥

বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মন-
স্তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধসহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্য-ধুক্।
এতদ্দ্বারমজস্রমুক্তিযুবতের্যস্মাত্ত্বমস্মাৎ পরং
সর্ব্বত্রাস্পৃহয়া সদাত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে॥ ৩৭৮॥

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য অপেক্ষা প্রধান সুখপ্রদ অন্য কিছুই নাই, সেই বৈরাগ্য বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে নির্ব্বাণপদ অর্পণ করেন, কেন না, ঐ জ্ঞানবিশিষ্ট বৈরাগ্য সর্ব্বদা

মুক্তিরূপ যুবতীর দ্বারস্বরূপ, এইহেতু তুমি কেবল সর্ব্বদ্রব্যে স্পৃহা-রহিত হইয়া ব্রহ্ম মোক্ষার্থ নিয়ত বুদ্ধি স্থাপন কর। ৩৭৮।

আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষ্বেব মৃত্যোঃ
কৃতিস্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাশ্রমেষ্বভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ।
দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুষ্বাত্মনি
ত্বং দ্রষ্টাহস্যমনোসি নির্দ্বয়পরং ব্রহ্মাসি যদ্বস্তুতঃ॥ ৩৭৯॥

আশ্রমগত অভিমান ত্যাগ করিয়া অতিদূর হইতে কার্য্যসকল বিসর্জ্জন কর এবং অনিত্য শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, আপনার আত্মাতে বুদ্ধিযোগ কর, তাহা হইলেই তুমি মনোরহিত অদ্বয় সর্ব্বসাক্ষী পরব্রহ্মস্বরূপ হইবে। ৩৭৯।

লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ং
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যাহনিশং
ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিমন্যৈর্ভৃশম্॥ ৩৮০॥

লক্ষ্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনকে অটলভাবে স্থাপন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রামকে স্বস্থানে নিবিষ্টকরতঃ স্থিরতনু হইয়া দেহস্থিতি উপেক্ষা কর, এবং ব্রহ্মে স্বীয় একত্বলাভ করতঃ ব্রহ্মস্বরূপ অনন্তনিষ্ঠাদ্বারা সর্ব্বদা সানন্দে আপনাতে স্থিত ব্রহ্মানন্দরস ভূরিপরিমাণে পান কর; নিষ্ফল ব্রহ্মব্যতীত অন্য বস্তুতে আবশ্যক কি? ৩৮০।

অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্।
চিন্তয়াত্মানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্॥ ৩৮১॥

আত্মাতিরিক্ত পদার্থের ভাবনা এবং দুঃখের হেতু মোহ ত্যাগ করিয়া মুক্তির কারণ আনন্দরূপ আত্মাকে ভাবনা কর। ৩৮১।

এষ স্বয়ং জ্যোতিরশেষসাক্ষী
বিজ্ঞানকোষে বিলসত্যজস্রম্।
লক্ষ্যং বিধায়ৈনমসদ্বিলক্ষণ-
মখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতয়ানুভাবয় ॥ ৩৮২ ॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, সদা বিজ্ঞানময়-কোষে প্রকাশমান, সুতরাং অসৎ হইতে বৈলক্ষণ্যযুক্ত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া একনিষ্ঠা দ্বারা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর ৩৮২।

এতমচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া।
উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্ ॥ ৩৮৩ ॥

জ্ঞানান্তরবিহীন একমাত্র বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করত স্বীয় স্বরূপে তাহাকে সম্যক্ বিদিত হইবে। ৩৮৩।

অত্রাত্মত্বং দৃঢীকুর্বন্নহমাদিষু সংত্যজন্।
উদাসীনতয়া তেষু তিষ্ঠেৎ স্ফুটঘটাদিবৎ ॥ ৩৮৪ ॥

এই আত্মাতে ব্রহ্মভাব স্থির অবিদ্যাকল্পিত অহমাদির বাহ্য শরীরাদি বস্তুতে অহংবুদ্ধিত্যাগ করতঃ নিঃসম্পর্ক হইয়া সচ্ছিদ্রঘটাদিবৎ অবস্থান করিবে। ৩৮৪।

বিশুদ্ধমন্তঃকরণং স্বরূপে
নিবেশ্য সাক্ষিণ্যববোধমাত্রে।
শনৈঃশনৈর্নিশ্চলতামুপানয়ন্
পূর্ণং স্বমেবানুবিলোকয়েত্ততঃ ॥ ৩৮৫ ॥

সর্বসাক্ষী চিন্মাত্র স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্মে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ প্রবেশিত করিয়া অল্প অল্প অভ্যাসক্রমে নিশ্চলতা লাভ করত শেষে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিবে। ৩৮৫।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদিভিঃ
স্বাজ্ঞানক্লৃপ্তৈরখিলৈরুপাধিভিঃ।
বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপং
পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ ॥ ৩৮৬ ॥

আপনার অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহমাদি সমস্ত উপাধিবর্জ্জিত অখণ্ডস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে মহাকাশবৎ দর্শন করিবে। ৩৮৬।

ঘটকলসকুস্থলসূচীমুখৈর্গগন-
মুপাধিশতৈর্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং
পরমহমাদি বিমুক্তমেকমেব ॥ ৩৮৭ ॥

যেমন আকাশ, ঘট, কলস, ধান্যাধার, তৈলাধার প্রভৃতি শত শত উপাধি হইতে মুক্ত হইলে একমাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ শুদ্ধ পরব্রহ্ম অহমাদি হইতে মুক্ত হইলে নানা উপাধিরূপে অনুমিত না হইয়া একমাত্র বোধ হন। ৩৮৭।

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্ ॥ ৩৮৮ ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিগুচ্ছ পর্য্যন্ত যাবতীয় উপাধিসমূহ মিথ্যামাত্র, সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম স্বকীয় আত্মাকে একস্বরূপে অবস্থিত দর্শন করিবে। ৩৮৮।

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং যদ্বিবেকে
তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।
ভ্রান্তের্নাশে ভাতি দৃষ্টাহিতত্ত্বং
রজ্জুস্তদ্বদ্বিশ্বমাত্মস্বরূপম্ ॥ ৩৮৯ ॥

ভ্রান্তিদ্বারা যে পদার্থে যাহা কল্পিত হয়, জ্ঞানোদয় হইলে সে দ্রব্য তৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ হয় না, যেমন ভ্রান্তিদৃষ্টিদ্বারা রজ্জু সর্পরূপ হয় এবং ভ্রান্তিবিগমে রজ্জুমাত্র রহে, তদ্রূপ ভ্রান্তিদ্বারা জগৎ-সংসার হয় এবং ভ্রান্তিবিগমে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকে। ৩৮৯।

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৯০ ॥

এই আত্মাই ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং আত্মাই চরাচর বিশ্ব; সুতরাং আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুমাত্র নাই। ৩৯০।

অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ঞ্চ
স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ।
স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং
তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ॥ ৩৯১ ॥

আত্মা অন্তরে, বাহে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, ঊর্দ্ধদেশে, ও অধোদেশে বিদ্যমান। ৩৯১।

তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্বুদাদি
সর্ব্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাদ্যহমন্তমেতৎ
সর্ব্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্ ॥ ৩৯২ ॥

তরঙ্গ, ফেন, আবর্ত্ত, বিম্ব ইত্যাদি সমস্ত যেমন প্রকৃত জল-মাত্রই হয়, তদ্রূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, এবং অহং আদি সমস্তই চিন্মাত্র হইয়া থাকে; সুতরাং একরসস্বরূপ বিশুদ্ধ চিন্মাত্র আছেন। ৩৯২।

সদেবেদং সর্ব্বং জগদবগতং বাঙ্মনসয়োঃ,
সতোঽন্যন্নাস্ত্যেব প্রকৃতিপরসীম্নি স্থিতবতঃ।
পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলসঘটকুম্ভাদ্যবগতং
বদত্যেষ ভ্রান্তস্ত্বমহমিতি মায়ামদিরয়া॥ ৩৯৩॥

বাক্য ও মন দ্বারা বিদিত এই নিখিল জগৎ সৎস্বরূপ, প্রকৃতির পরসীমাতে স্থিত সেই সৎ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। কলস ঘট ইত্যাদিরূপ বিদিত পদার্থ কি কখন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয়? অর্থাৎ যেরূপ তাহা সম্ভবে না, তদ্রূপ মায়ামদিরাদ্বারা মত্ত মনুষ্য অখণ্ড চিদ্ব্রহ্মে "তুমি আমি" রূপ প্রলাপবচন ব্যক্ত করে। ৩৯৩।

ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদিতি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে॥ ৩৯৪॥

"কর্ম্মকাণ্ড সহ অন্যান্য কিছুই যাহাতে নাই, তিনিই ব্রহ্ম" ইহাই শ্রুতি, মিথ্যা অধ্যাসনাশার্থ ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত রূপ ব্যক্ত করেন। ৩৯৪।

আকাশবন্নির্ম্মলনির্ব্বিকল্প-
নিঃসীমনিস্পন্দননির্ব্বিকারম্।
অন্তর্ব্বহিঃ শূন্যমনন্যমদ্বয়ং
স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্॥ ৩৯৫॥

গগনবৎ নির্ম্মল, নির্ব্বিকল্প, নিঃসীম, নিস্পন্দ, নির্ব্বিকার, অন্তর্ব্বহিঃশূন্য, অদ্বয় স্বয়ং পরমব্রহ্ম ব্যতীত জ্ঞাতব্য আর কি আছে? ৩৯৫।

বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং
ব্রহ্মৈতজ্জগদাপরাণু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ।

ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সংত্যক্তবাহ্যাঃ স্ফুটং

ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততশ্চিদানন্দাত্মনৈতদ্ধ্রুবম্। ৩৯৬।

হে শিষ্য! এ বিষয়ে নানারূপ বক্তব্য কি আছে? জীবই নিশ্চয় স্বয়ং ব্রহ্ম, পরমাণু পর্য্যন্ত নিখিল এই জগৎ ব্রহ্ম; কেন না, "ব্রহ্ম অদ্বিতীয়" এইরূপ শ্রুতি আছে। ব্রহ্মই আমি এই বোধ-বিশিষ্ট বাহ্যপদার্থত্যাগী পুরুষেরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া চিরদিন চিদানন্দরূপে বাস করেন সন্দেহ নাই। ৩৯৬।

জহি মলময়কোষেঽহংধিয়োত্থাপিতাশাং

প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেঽপি পশ্চাৎ।

নিগমগদিতমূর্ত্তিং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং

স্বয়মিতি পরিচয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ। ৩৯৭॥

মলময় স্থূল দেহে অহংবুদ্ধিদ্বারা উত্থাপিত আশাকে ধ্বংস কর, পরে বায়ুরূপ লিঙ্গ শরীরস্থ আশাকে সবলে নাশ করিয়া বেদপ্রথিতকীর্ত্তি, নিত্য, আনন্দমূর্ত্তি ব্রহ্মই আমি, এইরূপ বিদিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত হও। ৩৯৭।

শবাকারং যাবদ্ভজতি মনুজস্তাবদশুচিঃ

পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ।

যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং

তদা তেভ্যো মুক্তো ভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি॥ ৩৯৮॥

মনুষ্য যাবৎ শবাকার দেহকে ভজনা করেন, তাবৎ অপবিত্র থাকেন এবং কামাদি শত্রু হইতে জন্মমৃত্যু-ব্যাধির আগারস্বরূপ ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু আপনাকে শুদ্ধ অচল শিবস্বরূপ বিদিত হইলে সেই সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, শ্রুতিও ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। ৩৯৮।

স্বাত্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ।
স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্ ॥ ৩৯৯ ॥

আপনার আত্মাতে আরোপিত অশেষ অনর্থ বস্তুর অপসারণ হইলে পূর্ণ, অদ্বয়, অক্রিয়, পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হন।৩৯৯।

সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ
পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ
প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ ॥ ৪০০ ॥

নিত্য নির্ব্বিকল্প পরমাত্মা ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি স্থাপিত হইলে কোন বিকল্প দৃষ্ট হয় না, তখন বাক্যের কোন ফলিতার্থিতা থাকে না। ৪০০।

অসৎকল্পো বিকল্পোহয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০১ ॥

নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থে জগৎ-রূপ ভেদজ্ঞান কোথায়? অতএব এ বিকল্প অসৎকল্পনা সন্দেহ নাই ॥ ৪০১।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০২ ॥

দর্শনদৃশ্যাদিভাববর্জ্জিত, অদ্বয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ভেদ-শূন্য ব্রহ্মপদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায়? ৪০২।

কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০৩ ॥

প্রলয়কালীন সাগরের ন্যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্মপদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায়? ৪০৩।

তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০৪॥

যেমন তেজে অন্ধকার বিলীন হয়, তদ্রূপ যে ব্রহ্মে ভ্রান্তির কারণ লীন হয়, সেই অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাতে ভেদজ্ঞান কোথায়? ৪০৪।

একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্ত্তা কথং বসেৎ।
সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেন বিলোকিতঃ॥ ৪০৫॥

একস্বরূপ পরব্রহ্মে ভেদকথা কি প্রকারে থাকিতে পারে? সুষুপ্তি অবস্থায় সুখমাত্রবিষয়ে যে ভেদ, তাহা কে দেখিয়াছে? ৪০৫।

ন হ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ
সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
কালত্রয়েণাপ্যহিরীক্ষিতো
গুণেন হ্যম্বুবিন্দুর্ম্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্॥ ৪০৬॥

যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প রজ্জুত্ব না হইলে থাকে না এবং মরীচিকাতে দৃষ্ট জলমরীচিকা তত্ত্ববোধ হইলে থাকে না, তদ্রূপ পরম তত্ত্ববোধ জন্মিলে নির্ব্বিকল্প সদাত্মা ব্রহ্মপদার্থে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়বিচ্ছেদ জগৎ থাকে না। ৪০৬।

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে॥ ৪০৭॥

"এই দ্বৈত জগৎ মায়ামাত্র; উৎকৃষ্ট বস্তু স্বরূপ ব্রহ্মই অদ্বৈত" ইহা শ্রুতিতে লিখিত আছে, ইহার প্রমাণ সুষুপ্তি দর্শনে অনুভূত হয়। ৪০৭।

অনন্তত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্।
পণ্ডিতৈরজ্জুসর্পাদৌ বিকল্প ভ্রান্তিজীবনং ॥ ৪০৮ ॥

সুধীগণ আধারে আরোপোচিত আধেয় পদার্থসকল অভিন্নরূপে দর্শন করেন, রজ্জ্বাদিতে সর্পাদি আরোপ যেমন ভ্রান্তিহেতু, তদ্রূপ ব্রহ্মে বিশ্ববিকল্প ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ৪০৮।

চিত্তমূলো বিকল্পোঽয়ং চিত্তাভাবেন কশ্চন।
অতশ্চিত্তং সমমাধেহি প্রত্যগ্রূপে পরাত্মনি ॥ ৪০৯ ॥

চিত্তই এই বিকল্পের মূল, চিত্তের অভাবে কোন বিকল্পই বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং প্রত্যক্রূপ পরমাত্মাতে চিত্ত অর্পণ কর ॥ ৪০৯ ॥

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরূপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১০ ॥

সুধী ব্যক্তি সমাধিকালে হৃৎমন্দিরে অনির্ব্বচনীয় নিত্যবোধস্বরূপ নিরুপম, নিত্যমুক্ত, নিশ্চেষ্ট, অসীম গগনসম, নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প আনন্দরূপ এক পূর্ণব্রহ্মমাত্র প্রত্যক্ষ করেন ॥ ৪১০ ॥

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং
সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১১ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি সমাধিকালে প্রকৃতির বিকারহীন, অচিন্ত্যভাব, একরস, অতুল্য, বিশুদ্ধ, মনোবর্ত্তিবন্ধন হইতে অন্তরিত, বেদবচন

দ্বারা প্রথিত এবং নিত্য অস্মদ্বিধ মানবগণের বিজ্ঞাত পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন। ৪১১।

অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১২॥

সুধী ব্যক্তি সমাধিকালে অজর, অমর, স্থিরসাগর সদৃশ, নামরহিত, প্রকৃতিগুণবিকার হইতে নিবৃত্ত, নিত্যশান্ত, এক পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে দর্শন করেন। ৪১২।

সমাহিতান্তঃকরণঃ স্বরূপে
বিলোকয়াত্মানমখণ্ডবৈভবম্।
বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং
যত্নেন পুংস্ত্বং সফলীকুরুষ॥ ৪১৩॥

হে বৎস! তুমি স্থিরমনা হইয়া স্বীয় স্বরূপ, পরিপূর্ণ বিভব-যুক্ত পরমাত্মা দর্শন কর এবং সযত্নে সংসারগন্ধে গন্ধিত বন্ধন ছেদন করিয়া পুরুষত্ব সফল কর। ৪১৩।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥ ৪১৪॥

যাবতীয় উপাধি হইতে বিমুক্ত, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয় আত্মাকে আপনাতে চিন্তা কর, তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমার্গ দখিতে হইবে না। ৪১৪।

ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাভাসরূপেণ ফলানুভূত্যা।
শরীরমারাচ্ছববন্নিরস্তং পুনর্ন সন্ধত্ত ইদং মহাত্মা॥ ৪১৫॥

মহাত্মারা পুরুষের ছায়া ও প্রতিবিম্বের ন্যায় পরিদৃশ্যমান

কর্ম্মফলস্বরূপ এই দেহকে আত্মানুভবদ্বারা শবের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করেন, পুনর্ব্বার আর তাহার অবস্থা অন্বেষণ করেন না॥ ৪১৫।

সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য
ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং সুদূরে।
অথ পুনরপি নৈব স্মর্য্যতাং বান্তবস্তু-
স্মরণবিষয়ভূতং বল্পতে কুৎসনায়॥ ৪১৬॥

নিত্য, নির্ম্মল, জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মাকে সম্যক্ লাভ করিয়া এই জড়স্বরূপ উপাধিকে অত্যন্ত দূরে ত্যাগ কর, পুনর্ব্বার ঐ উপাধিকে স্মরণ করিও না, কেন না, উদ্গীর্ণ দ্রব্য স্মৃত হইলে ঘৃণা জন্মে। ৪১৬।

সমূলমেতৎ পরিদহ্য বহ্নৌ সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধানন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বরিষ্ঠঃ॥৪১৭॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প, সদাত্মা, ব্রহ্মরূপ বহ্নিতে এই সকল জগৎকে সমূলে দগ্ধ করিয়া, সাক্ষাৎ স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দস্বরূপে সংস্থিত থাকেন। ৪১৭।

প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং
প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গোরিবাস্রক্।
ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তা
নন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ॥ ৪১৮॥

প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র দ্বারা নিবদ্ধ এই দেহ থাকুক, বা ধ্বংস হউক, তত্ত্বজ্ঞ যোগী আনন্দাত্মা ব্রহ্মে বিলীনবুদ্ধি হইয়া গোরুধিররূপ অশুচি এ দেহকে আর পুনর্দর্শন করেন না। ৪১৮।

অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ ।

কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ ॥ ৪১৯ ॥

তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি পূর্ণ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে স্বীয় স্বরূপ বিদিত হইয়া, কি স্বেচ্ছাবশে বা কার্য্যকারণ এই দেহকে পোষণ করিবেন ? ৪১৯ ।

সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ ।

বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি ॥ ৪২০ ॥

সম্যক্ সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত যোগী আপনাতে, বাহ্য দ্রব্যে এবং অন্তরে যে নিত্যানন্দরসের আস্বাদন করেন, তাহাই তাঁহার ফলস্বরূপ । ৪২০ ॥

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্ ।

স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতিঃ ফলং ॥ ৪২১ ॥

বৈরাগ্যের ফল জ্ঞান, জ্ঞানের উপরতি, উপরতির ব্রহ্মানন্দানুভব এবং ব্রহ্মানন্দানুভবের ফল মুক্তি । ৪২১ ।

যদুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্ব্বপূর্ব্বন্তু নিষ্ফলং ।

নিবৃত্তিপরমা তৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্মৃতঃ ॥ ৪২২ ॥

উত্তরোত্তরের অভাব হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনসমূহ নিষ্ফল হয় অর্থাৎ মুক্তি না হইলে প্রকৃত ব্রহ্মানন্দরসানুভব হয় না, ব্রহ্মানন্দরসানুভব না হইলে ত্যাগ সম্ভবে না, সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, জ্ঞানবিহীন বৈরাগ্যও বিফল, সুতরাং আপনা হইতে জাত আনন্দই পরমা তৃপ্তি, তাহারই নাম নিবৃত্তি । ৪২২ ।

দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্ ।

যৎ কৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানাকর্ম্ম জুগুপ্সিতং ।

পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্ত্তুমর্হতি ? ৪২৩ ॥

দুঃখ দর্শনে উদ্বিগ্ন না হওয়া জ্ঞানের প্রকৃত ফল, ভ্রান্তিকালে নানা নিন্দিত কার্য্য যে সমস্ত কৃত হয়, তাহা ভ্রান্তি অবসান-দ্রব্যের স্বরূপনিশ্চয় দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কি প্রকারে করিতে পারে? ৪২৩।

বিদ্যাফলং স্যাদসতো নিবৃত্তিঃ
প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্।
তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োর্যন্মৃগতৃষ্ণিকাদৌ
নো চেদ্বিদাং দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ ॥৪২৪॥

জ্ঞানের ফল অসৎ হইতে নিবৃত্তি এবং অজ্ঞানের ফল অসতে প্রবৃত্তি, তাহা তত্ত্ববিৎ ও অজ্ঞের মরীচিকাদিতে দৃষ্ট আছে, তাহা স্বীকার না করিলে পণ্ডিতগণের ইহা অপেক্ষা দৃষ্টান্তস্থল আর কি আছে? ৪২৪।

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো যদ্যশেষতঃ।
অনিচ্ছোর্বিষয়ঃ কিন্নু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ ॥ ৪২৫ ॥

হে বৎস! যদি অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে ছিন্ন হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছুক ব্যক্তির বিষয়পদার্থ কি আপনা হইতে প্রবৃত্তির কারণ হয়? ৪২৫।

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ।
অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ।
লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্মর্য্যাদোপরতেস্তু সা ॥ ৪২৬ ॥

যখন ভোগ্যপদার্থে বাসনার উদয় না হয়, তখনই বৈরাগ্যের শেষ সীমা। যখন অহংভাবের উদয় না হয়, তখনই জ্ঞানের শেষ সীমা; এবং যখন চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মে লীন হইয়া উদয় না হয়, তখনই উপরতির শেষ সীমা। ৪২৬।

ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্মুক্তবাহ্যার্থধী-
রন্যাবেদিতভোগ্যভোগকলনো নিদ্রালুবদ্বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ ক্বচিল্লব্ধধী-
রাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি ॥ ৪২৭ ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে নিরত থাকিয়া বাহ্য বিষয়ে বুদ্ধি ত্যাগ করত নিদ্রিতবৎ নিদ্রাযুক্তের ন্যায় ও বালকের ন্যায় অন্য কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভোগ্যপদার্থ ভোগ করেন। বিশেষতঃ স্বপ্নদৃষ্ট লোকের ন্যায় এই জগৎকে দর্শন করতঃ কখন লব্ধবুদ্ধি হইয়া অনন্ত পুণ্যফল ভোগ করেন, সুতরাং লোকে তিনিই ধন্য ও জগন্মান্য। ৪২৭।

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ৪২৮ ॥

যিনি ব্রহ্মে বিলীনচিত্ততা হেতু নির্বিকার নিষ্ক্রিয় হইয়া নিত্যানন্দ-সুখানুভব করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ যতি। ৪২৮।

ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।
নির্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে ॥ ৪২৯ ॥

সুধীগণ, পরমাত্মা জীবাত্মার শোধিত একভাবপ্রাপিকা বিকল্প-রহিত চিন্মাত্রবৃত্তিকেই প্রজ্ঞা বলিয়া থাকেন। ৪২৯।

সুস্থিতাসৌ ভবেদ্‌যস্য স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে।
যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩০ ॥

ঐ প্রজ্ঞা সুন্দররূপে ব্রহ্মে স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। যাঁহার প্রজ্ঞা নিশ্চল ও যাঁহার নিত্যানন্দ আছে, যিনি প্রপঞ্চ বিস্মৃতপ্রায়, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৩০।

লীনধীরপি জাগর্ত্তি যো জাগ্রদ্ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
বোধো নির্ব্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩১॥

যিনি ব্রহ্মে বুদ্ধি বিলীন করত জাগ্রদ্ধর্ম্মহীন হইয়াও জাগরিত থাকেন এবং যাহার চিত্ত বিষয়বাসনা হইতে নিস্পৃহ, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৩১।

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিত্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩২।

ভবদোষ যাহার প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি কলাযুক্ত হইয়াও নিষ্কল এবং যাঁহার চিত্ত চিন্তাশূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৩২।

বর্ত্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্ত্তিনি।
অহন্তামমতাঽভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৩॥

যিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ছায়ার ন্যায় অনুগমনকারী এই দেহে অহংত্ব ও মমত্ব-ভাবশূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৩৩।

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৪॥

অতীত বিষয়ের অন্বেষণ না করা, ভবিষ্যৎ বিষয়ের অবিচারণা এবং সর্ব্ববিষয়ে বিরাগভাবই জীবন্মুক্তের চিহ্ন। ৪৩৪।

গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্ব্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৫॥

গুণদোষযুক্ত স্বভাব হইতে বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট এবং জগতে নিখিল বস্তুতে সমদর্শিতা জীবন্মুক্তের চিহ্ন। ৪৩৫।

ইষ্টানিষ্টার্থসংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৬॥

ইষ্টবিষয় বা অনিষ্টবিষয় সম্যক্ প্রাপ্তি হইলেও সমদর্শিতা-দ্বারা আপনাতে ইষ্টবিষয়ে বা অনিষ্ট বিষয়ে বিকৃতভাব না হওয়াই জীবন্মুক্তের চিহ্ন। ৪৩৬।

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ৪৩৭॥

যোগীর ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে আসক্তচিত্ততানিবন্ধন অন্তর ও বাহ্যবিষয়জ্ঞানের অভাবই জীবন্মুক্তের চিহ্ন। ৪৩৭।

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্ত্তব্যে মমাহংভাববর্জ্জিতঃ।
ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৮॥

দেহেন্দ্রিয়াদিতে কর্ত্তব্যকর্ম্মে "আমি আমার" এতদ্রূপ ভাব-শূন্য হইয়া ঔদাস্যভাবাবলম্বন করত যিনি যোগে অবস্থান করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৩৮।

বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্ব্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত লক্ষণঃ॥ ৪৩৯॥

বেদবিদ্যাবলে নিজ ব্রহ্মভাব বিদিত হইয়া যিনি ভবপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৩৯।

দেহেন্দ্রিয়েম্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ কাপি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৪০॥

তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয়ে কদাচ অহংভাব যুক্তিযুক্ত নহে এবং তদ্ব্যতীত বস্তুতে ইদংভাবও অসঙ্গত, সুতরাং তুমিও জীবন্মুক্ত। ৪৪০।

ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণো র্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।

প্রজ্ঞায়া যো বিজানিতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪১ ॥

যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ কোনপ্রকারে বিদিত নহেন, তিনি জীবন্মুক্ত। ৪৪১।

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জ্জনৈঃ।

সমভাবো ভবেদ্‌যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪২ ॥

যে ব্যক্তি সাধুগণ কর্তৃক পূজ্য হইলে বা অসাধু কর্তৃক পীড্যমান হইলে উভয়ত্র সমভাবে থাকেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। ৪৪২।

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা

নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।

লীনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়া-

মুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্ব্বিমুক্তঃ ॥ ৪৪৩ ॥

যে যতির বিষয় সকল ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রবেশ পূর্ব্বক সাগরে নদীপ্রবাহবৎ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ বোধে লয় পায়, এবং যাহার সম্বন্ধে বিকারসমূহ আর পুনরুদ্ভূত না হয়, তিনিই বিমুক্ত যোগী। ৪৪৩।

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্ব্বং ন সংসৃতিঃ।

অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্ম্মুখঃ ॥ ৪৪৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্ব্বের ন্যায় আর সংসার হয় না, হইলেও তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ বিদিত নহেন, অতএব তাঁহার নির্ব্বিশেষ তন্ময়তা হয় নাই। ৪৪৪।

প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ।

ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দীভবতি বাসনা ॥ ৪৪৫ ॥

পূর্ব্ববাসনাবলে ঐ ব্যক্তি সংসার লাভ করে, যদি ইহা স্বীকার

কর, তাহা হইলেও ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্ব অনুভবজন্য পূর্ব্ববাসনা বিকারী হয় না।৪৪৫।

অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।
তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ॥ ৪৪৬॥

যেমন অত্যন্ত কামার্ত্ত ব্যক্তিরও বাসনাবৃত্তি জননীতে কুণ্ঠিতা, তদ্রূপ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিদিত হইলে সুধী ব্যক্তিরও বাসনাবৃত্তি কুণ্ঠিতা হয় না।৪৪৬।

নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয় ইষ্যতে।
ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারব্ধফলদর্শনাৎ॥ ৪৪৭॥

নিদিধ্যাসনযুক্ত যোগীর বাহ্যবস্তুজ্ঞান দৃষ্ট হয়; কারণ, উক্ত যোগীর প্রারব্ধকর্ম্মফল দর্শন হইতেছে, এইরূপ শ্রুতি আছে।৪৪৭।

সুখাদ্যনুভবো যাবত্তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্ব্বো নিষ্ক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ॥ ৪৪৮॥

যাবৎ সুখ-দুঃখাদি অনুভব হয়, তাবৎ সুধীগণ প্রারব্ধ স্বীকার করেন; কেননা কর্ম্মজন্যই প্রারব্ধফলের উদয় হয়, নিষ্ক্রিয়স্থানে ফলোদয় অসম্ভব হয় না।৪৪৮।

অহংব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জ্জিতম্।
সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্ম্মবৎ॥ ৪৪৯॥

যেরূপ জাগরণে স্বপ্নকৃত শত শত কর্ম্ম ধ্বংস পায়, তদ্রূপ আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান দ্বারা শতকোটি-কল্পকৃত সঞ্চিত কার্য্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।৪৪৯।

যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ? স্বর্গায় নরকায় বা॥ ৪৫০॥

স্বপ্নাবস্থায় সুস্পষ্ট পুণ্য বা পাপ যাহা করা যায়, তাহা কি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির স্বর্গ বা নরকের হেতু হয়?।৪৫০।

স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।

ন শ্লিষ্যতি চ যৎ কিঞ্চিৎ কদাচিদ্ভাবিকর্ম্মভিঃ॥ ৪৫১॥

গগনবৎ অসঙ্গ ও উদাসীনস্বরূপ আপনাকে বিদিত হইয়া আত্মজ্ঞ অনাগত কার্য্য কদাচ কোন অকিঞ্চিৎকর পদার্থে সম্বদ্ধ হয় না। ৪৫১।

ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে।

যথাত্মোপাধিযোগেন তদ্ধর্ম্মৈনৈব লিপ্যতে॥ ৪৫২॥

যেমন আকাশ ঘটযুক্ত মদ্যগন্ধদ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা উপাধিযুক্ত হইয়াও উপাধিধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত নহেন। ৪৫২।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্মজ্ঞানান্ন নশ্যতি।

অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ॥ ৪৫৩॥

জ্ঞানোদয়ের অগ্রে আরব্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বীয় ফলপ্রদান না করিয়া জ্ঞান হইতে নষ্ট হয় না, কারণ, লক্ষ্য উদ্দেশে ত্যক্ত শর লক্ষ্য বিদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। ৪৫৩।

ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্ম্মুক্তো বাণঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ।

ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্॥ ৪৫৪॥

ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে নির্ম্মুক্ত শর পশ্চাৎ গো-জ্ঞান জন্মিলে যেমন নিবৃত্ত না হইয়া আত্যন্তিক বেগভরে লক্ষ্য ভেদ করে, তদ্রূপ প্রারব্ধ জ্ঞানোদয় হইলেও নিবৃত্ত না হইয়া নিজ ফলপ্রদান করে। ৪৫৪।

প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ

সম্যগ্জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্সঞ্চিতাগামিনাম্।

ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্ব্বদা সংস্থিতা-

স্তেষাং তত্ত্রিতয়ং নহি কচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্॥ ৪৫৫॥

প্রারব্ধ নিশ্চয় একান্ত বলবৎ, সুধীগণের সম্বন্ধে এই প্রারব্ধ

ভোগদ্বারা ক্ষয় পায় এবং সম্যগ্‌জ্ঞানরূপ বহ্নি পূর্ব্বসঞ্চিত বা ভাবী কর্ম্ম সকল ক্ষয় পায়; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মে স্বীয় একত্ব বিদিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে নিয়ত স্থিতি করেন, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মই হন; সুতরাং তাঁহাদিগের কর্ম্মফলভোগ কদাচ সম্ভবপর হয় না। ৪৫৫।

উপাধিতাদাত্ম্যবিহীন-কেবল-
ব্রহ্মাত্মনৈবাত্মনি তিষ্ঠতো মুনেঃ।
প্রারব্ধসম্ভাবকথা ন যুক্তা
স্বপ্নার্থসম্বন্ধকথেব জাগ্রতঃ ॥ ৪৫৬ ॥

উপাধি ও উপাধিধর্ম্মশূন্য, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আপনাতে অবস্থিতিকারী জাগরণবান্ মুনির স্বপ্নালোকিত-বিষয়ক কথার ন্যায় কথার প্রারব্ধসংক্রান্ত কথা সঙ্গত হয় না। ৪৫৬।

ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে
দেহোপযোগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।
করোত্যহন্তাং মমতামিদন্তাং
কিন্তু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ ॥ ৪৫৭ ॥

জাগরিত যোগী প্রতিবিম্বিত শরীরে ও দেহের উপযুক্ত কারণ-প্রপঞ্চে অহংবুদ্ধি ও মমতা এবং ইদংবুদ্ধ্যাদি করেন না, পরন্তু জাগরণদ্বারাই স্বয়ং স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। ৪৫৭।

ন তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা
ন সংগ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ।
তত্রানুবৃত্তির্যদি চেন্মৃষার্থে
ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫৮ ॥

সেই জাগরিত যোগীব্যক্তির মিথ্যা বিষয়ের প্রাপ্তি-বাসনা

এবং মিথ্যা জগতের নিত্যতারূপ স্বীকারও লক্ষিত হয় না, কিন্তু যিনি এ সমস্ত বিষয়ে অনুরাগী হন, তিনি কদাচ মায়াবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হন না। ৪৫৮।

তদ্বৎ পরে ব্রহ্মণি বর্ত্তমানঃ
সদাত্মনা তিষ্ঠতি নান্যদীক্ষতে।
স্মৃতির্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে
তথাবিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ॥ ৪৫৯॥

পরব্রহ্মে স্থিত পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, অন্য কিছুই দর্শন করেন না, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে যেমন স্মৃতির উদয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীব্যক্তির আহার ও মলমূত্রাদি ত্যাগবিষয়ে স্মৃতির উদয় হয়। ৪৫৯।

কর্ম্মণা নির্ম্মিতো দেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্পতাম্।
নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্ম্মনির্ম্মিতঃ॥ ৪৬০॥

দেহ কর্ম্মদ্বারা জাত হয়, দেহের প্রারব্ধ কল্পিত হয় হউক্, কিন্তু অনাদি আত্মার অনিত্য প্রারব্ধ সঙ্গত নহে, কেন না, আত্মা কর্ম্মদ্বারা জাত হন না। ৪৬০।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতশ্চ ব্রূতে শ্রুতিরমোঘবাক্।
তদাত্মনা তিষ্ঠতোহস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা॥ ৪৬১॥

আত্মা জন্মশূন্য, নিত্য, নিত্যসিদ্ধ এই অব্যর্থবাক্য শ্রুতিতে লিখিত আছে, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিকারী ব্যক্তির প্রারব্ধ কল্পন কোথায়? । ৪৬১।

প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতা মতঃ॥ ৪৬২॥

যাবৎ দেহস্বরূপে অবস্থিতি হয়, তাবৎ প্রারব্ধ প্রমাণীকৃত হয়;

এ হেতু দেহে আত্মভাব ইষ্ট নহে, অতএব হে শিষ্য! প্রারব্ধ বিচার কর। ৪৬২।

শরীরস্যাপি প্রারব্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি।

অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বম্ অসত্যস্য কুতো জনিঃ ॥ ৪৬৩॥

এই দেহের যে প্রারব্ধকল্পনা, তাহাও ভ্রমমূলক, কারণ, কল্পিত বস্তুর সত্তা কোথায়? এবং অসত্তার উদ্ভবই বা কোথায়?।৪৬৩।

অজাতস্য কুতো নাশঃ? প্রারব্ধমসতঃ কুতঃ?।

জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্য্যস্য সমূলস্য লয়ো যদি ॥ ৪৬৪ ॥

যদি জ্ঞানদ্বারা মূলের সহিত অজ্ঞানকার্য্যের নাশ হয়, তবে অনুৎপন্ন আত্মার ধ্বংস কোথায়? এবং জড়বর্গের প্রারব্ধই বা কোথায়? । ৪৬৩।

তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ইতি শঙ্কাবতো জড়ান্।

সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ।

ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্ ॥ ৪৬৫ ॥

এই দেহ কিপ্রকারে অবস্থিত হয়, এই আশঙ্কাযুক্ত অজ্ঞগণের বোধের জন্য বাহ্যবস্তুর দ্বারা শ্রুতিপ্রারব্ধ স্বীকার করেন, কিন্তু সুধীবর্গের সম্বন্ধে শরীরাদির সত্যতাজ্ঞানার্থে যে শ্রুতিপ্রারব্ধ স্বীকার করেন, তাহা নহে। ৪৬৫।

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৬ ॥

অনাদি অনন্ত অসীম অবিকৃত অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ একমাত্র ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই। ৪৬৬।

সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৭ ॥

সদ্‌ঘন চিদ্‌ঘন নিত্য আনন্দঘন অক্রিয় একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অন্য কিছুই নাই। ৪৬৭।

প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৮ ॥

প্রত্যক্ একরসপূর্ণ অনন্ত সর্ব্বতোমুখ একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই। ৪৬৮।

অহেয়মনুপাদেয়মনাদেয়মনাশ্রয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৯ ॥

অত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য অগ্রহণীয় নিরাশ্রয় একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই জগতে বিদ্যমান, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই। ৪৬৯।

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭০ ॥

নির্গুণ নিষ্কল সূক্ষ্ম নির্বিকল্প নিরঞ্জন একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিরাজিত, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই। ৪৭০।

অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭১ ॥

অনিরূপণীয়লক্ষণ বাক্যমনের অগোচর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই। ৪৭১।

সৎ সমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭২ ॥

সৎস্বরূপ সাতিশয় আনন্দময় স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধবোধরূপ অতুল্য একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান; অন্য নানাবিধ কিছুই নাই। ৪৭২।

নিরস্তরাগা নিরপাস্তভোগাঃ
শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ।
বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমে তদন্তে
প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিমাত্মযোগাৎ ॥ ৪৭৩ ॥

ত্যক্তানুরাগ নিবৃত্তভোগ মনোহর শমগুণযুক্ত ও দমগুণবান্ মহাত্মা যোগীগণ এই প্রত্যক্ষ পরমতত্ত্ব বিদিত হইল আত্মযোগদ্বারা পরমশান্তি লাভ করেন। ৪৭৩।

ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ
স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য্য।
বিধুয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিতং
মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭৪ ॥

তুমিও এই নিবিড় আনন্দস্বরূপ পরমতত্ত্বকে নিজ স্বরূপ সুবিচারকরতঃ আপন মনঃকল্পিত মোহ বিসর্জ্জন দিয়া বোধবান্ ও বিমুক্ত হইয়া চরিতার্থ হও। ৪৭৪।

সমাধিনা সাধুবিনিশ্চলাত্মনা
পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা।
নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চে-
চ্ছ্রুতঃ পদার্থো ন পুনর্ব্বিকল্পতে ॥ ৪৭৫।

মনোহর স্থির মনঃ দ্বারা এবং জ্ঞাননেত্রপ্রকাশের কারণস্বরূপ সমাধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব দর্শন কর, কেন না, শ্রুতবস্তু যদ্যপি সম্যক্ অবলোকিত হয়, তাহা হইলে আর পুনর্ব্বার তাহাতে বিকল্পসংশয়াদি সম্ভবে না। ৪৭৫।

স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ
সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।

শাস্ত্রং যুক্তির্দ্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং
চান্তঃসিদ্ধাঃ স্বানুভূতিপ্রমাণম্ ॥ ৫৭৬ ॥

আপনার অবিদ্যারূপ বন্ধন বিমোচন হইলে, সত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মার লাভবিষয়ে, শাস্ত্রযুক্তি, গুরূপদেশ এবং অভ্যন্তরে নিষ্পন্ন আত্ম-অনুভব এই সমস্তই তাহার প্রমাণস্বরূপ হয় ॥ ৪৭৬ ॥

বন্ধো মোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুধাদয়ঃ।
স্বেনৈব বেদ্যা যজ্জ্ঞানং পরেষামানুমানিকম্ ॥ ৪৭৭ ॥

বন্ধ, মোক্ষ, সন্তোষ, চিন্তা, নীরোগিতা, ক্ষুধা ইত্যাদি এবং অন্যসকলের অনুমানসম্বন্ধীয় জ্ঞান, সকলই স্বকর্ত্তৃকই সুবিজ্ঞেয়। ৪৭৭।

তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা।
প্রজ্ঞয়ৈব তরেদ্বিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া ॥ ৪৭৮ ॥

গুরুগণ সন্নিহিত হইয়া বেদের ন্যায় শিষ্যবর্গের জ্ঞান জন্মাইয়া দেন, আত্মজ্ঞ শিষ্য ঈশ্বরানুগৃহীত বুদ্ধিদ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হন। ৪৭৮।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্।
সংসিদ্ধঃ সম্মুখং তিষ্ঠেন্ নির্ব্বিকল্পাত্মনাত্মনি ॥ ৪৭৯ ॥

নিজে স্বকীয় অনুভবদ্বারা অখণ্ডিত আত্মাকে বিদিত হইয়া সম্যক্ সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বক নির্বিকল্পচিত্তে আত্মাতে আনন্দে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪৭৯ ॥

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা
ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো
ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৮০ ॥

বেদান্তের সিদ্ধান্তবচন এই যে, জীবই ব্রহ্ম এবং সমস্ত জগৎও ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে যে স্থিতি, তাহাই মোক্ষ, এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণস্থল। ৪৮০।

শ্রীগুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ
পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।
প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা
ক্বচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠতোঽভূৎ ॥ ৪৮১ ॥

সেই শিষ্য এইপ্রকার বচন, শ্রুতিপ্রমাণ ও আত্মযুক্তিদ্বারা পরমতত্ত্ব বুঝিয়া জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রমনা হইলেন এবং আত্মনিষ্ঠাক্রমে যোগাবসরে নিশ্চলদেহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৪৮১।

কঞ্চিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্।
ব্যুত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৮২ ॥

ক্ষণকাল পরব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করিয়া পরে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত সুখবোধ হেতু গুরুকে বলিলেন। ৪৮২।

বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তি-
র্ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াঽধিগত্যা।
ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে
কিম্বা ? কিয়দ্বা ? সুখমস্ত্য পারম্ ॥ ৪৮৩ ॥

ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞানদ্বারা আমার বিষয়বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিগত ; সুতরাং আমি ইদংবাচ্য বস্তু জানিতেছি না এবং ইদং ব্যতীত পদার্থবাচ্যও জানিতেছি না, ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ ও এই সুখের শেষসীমায় যে কি সুখ, তাহাও বুঝিতেছি না। ৪৮৩।

বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বাস্বাদ্যতে
স্বানন্দামৃতপূরপূরিতপরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবঃ।
অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনো
যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতিম্॥ ৪৮৪॥

পরমানন্দময় অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মরূপ সাগরের মহিমা বাক্যদ্বারা বর্ণনাতীত এবং মন দ্বারাও মনন করা যায় না, যেমন সাগরজলে পতিত বর্ষোপল জলযুক্ত হইয়া তজ্জলাংশের অংশকণাতে বিলীনহেতু মহত্ত্ব ভাবকে পায়, সেইরূপ ব্রহ্মসাগরের অমৃতরূপ জলাংশের অংশকণাতে মিলিত আমার চিত্তরূপ উপল, তন্ময়ভাব লাভ করিয়া অধুনা সদানন্দস্বরূপে আনন্দিত হইয়াছে। ৪৮৪।

ক্ব গতং? কেন বা নীতং? কুত্র লীনমিদং জগৎ?
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং? মহদদ্ভুতম্॥ ৪৮৫॥

এই জগত কোথায় গেল, কে গ্রহণ করিল এবং কোন্ স্থানেই বা লয় পাইল? সে জগৎ এই ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে দেখিলাম, সেই জগৎ পরক্ষণে নাই! অতএব ইহা অতি বিচিত্র কৌশল। ৪৮৫।

কিং হেয়ং? কিমুপাদেয়ং? কিমন্যৎ? কিং বিলক্ষণম্।
অখণ্ডানন্দপীযূষ-পূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে॥ ৪৮৬॥

অখণ্ড আনন্দস্বরূপ সুধাপূর্ণ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে ত্যাজ্য বা কি? গ্রাহ্যই বা কি? সামান্য বা কি? অসামান্যই বা কি? ৪৮৬॥

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ॥ ৪৮৭॥

আমি এই ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে কিছুই দেখিতেছি না ও কিছুই শুনিতেছি না, কিছুই জানিতেছি না, সদানন্দস্বরূপ নিজ আত্মা দ্বারা বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া আছি॥ ৪৮৭॥

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে
বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে
ভূম্নে সদাঽপারদয়াম্বুধাম্নে ॥ ৪৮৮ ॥

মহাত্মা মুক্তসঙ্গ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিত্য অদ্বয় আনন্দরসস্বরূপ মহিমাযুক্ত নিয়ত অপরিসীম দয়ারূপ জলের আশ্রয়স্বরূপ গুরু আপনাকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করি। ৪৮৮।

যৎকটাক্ষশশি-সান্দ্র-চন্দ্রিকা-
পাতধূতভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবা-
নন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ ॥ ৪৮৯ ॥

যাঁহার ক্ষণিক দর্শনরূপ নিবিড় চন্দ্রিকাপানদ্বারা আমি সংসারজন্য কষ্ট দূর করিয়া ক্ষণকালমধ্যে অখণ্ড ঐশ্বর্য্য আনন্দস্বরূপ অক্ষয় ব্রহ্মপদ পাইলাম, তাঁহাকে নমস্কার। ৪৮৯।

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৯০ ॥

আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য, আমি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত, আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি ভবদীয় প্রসাদে অদ্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ হইলাম। ৪৯০।

অসঙ্গোঽহমনঙ্গোঽহমলিঙ্গোঽহমভঙ্গুরঃ।
প্রশান্তোঽহমনন্তোহমমলোঽহং চিরন্তনঃ ॥ ৪৯১ ॥

আমি অসঙ্গ, আমি দেহহীন, আমি স্ত্রীত্বপুংস্ত্বক্লীবত্বচিহ্ন। আমি অনশ্বর, অতিশান্ত, অনন্ত, অমল ও চিরস্থায়ী। ৪৯১।

অকর্ত্তাহমভোক্তাহমবিকারোহহমক্রিয়ঃ।
শুদ্ধবোধস্বরূপোহহং কেবলোহং সদাশিবঃ ॥৪৯২॥

আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা, অবিকারী, অক্রিয় শুদ্ধবোধস্বরূপ ও কেবল সদাশিব। ৪৯২।

দ্রষ্টুঃ শ্রোতুর্ব্বক্তুঃ কর্ত্তুর্ভোক্তুর্ব্বিভিন্ন এবাহম্।
নিত্যনিরন্তরনিষ্ক্রিয়ো নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা ॥ ৪৯৩ ॥

আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা হইতে পৃথক, নিত্য সর্ব্বদা অসীম, নিঃসঙ্গ ও পূর্ণবোধস্বরূপ। ৪৯৩।

নাহমিদং নাহমদোহপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্।
বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৪ ॥

আমি ইদংশব্দবাচ্য নহি, অদস্ শব্দবাচ্য নহি, আমি এ উভয়ের প্রকাশক, শুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরহীন, পূর্ণ অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। ৪৯৪।

নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদূরম্।
নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥৪৯৫॥

আমি অনুপম অনাদি তত্ত্বস্বরূপ এবং "তুমি, আমি ইহা, উহা' ইত্যাদি কল্পনার দূরস্থ, নিত্যানন্দ, একরসরূপ, সত্য, অদ্বিতীয়ব্রহ্ম ৪৯৫

নারায়ণোহহং নরকান্তকোহহং
পুরান্তকোহহং পুরুষোহহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোহহমশেষসাক্ষী
নিরীশ্বরোহহং নিরহঞ্চ নির্ম্মমঃ ॥ ৪৯৬ ॥

আমি নারায়ণ, নরকহারক, পুরান্তক, পুরুষ, ঈশ্বর, অখণ্ড-বোধস্বরূপ অশেষসাক্ষী, নিরীশ্বর, নিরহঙ্কার ও মমতাহীন। ৪৯৬।

সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহমেব সংস্থিতো,
জ্ঞানাত্মনান্তর্ব্বহিরাশ্রয়ঃ সন্।

ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্ব্বং
যদ্‌যৎ পৃথগ্‌ দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা ॥ ৪৯৭ ॥

আমি জ্ঞানস্বরূপে অন্তর্বহিরাশ্রয় হইয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছি। আমি স্বয়ং ভোক্তা ও ভোগ্য এবং অজ্ঞানসময়ে ইদং বুদ্ধিদ্বারা যে যে পদার্থ পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, সে সকলই আমি। ৪৯৭।

মধ্যখণ্ড সুখাম্বোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুত-বিভ্রমাৎ ॥ ৪৯৮ ॥

অখণ্ড সুখসমুদ্রস্বরূপ আমাতে বহুবিধ ভবতরঙ্গশ্রেণী মায়ারূপ বায়ুদ্বারা বিচালিত হইয়া সঞ্জাত হইতেছে এবং বিলীন হইতেছে ॥ ৪৯৮ ॥

স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমা-
দারোপিতানুস্ফূরণেন লোকৈঃ।
কালে যথাকল্পক-বৎসরায়-
নর্ত্বাদয়ো নিষ্কল-নির্ব্বিকল্পে ॥ ৪৯৯ ॥

নিষ্কল নির্বিকল্পস্বরূপ, আমাতে লোকসমূহ ভ্রমনিবন্ধন স্থূলাদি ভাব কল্পনা করে, এবং পশ্চাৎ স্ফূর্ত্তিদ্বারা যেমন কালেতে কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু ইত্যাদি কল্পিত ও অরোপিত হয়, তদ্রূপ একে অন্য মিথ্যারোপণ করে। ৪৯৯।

আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ
কদাপি মূঢ়ৈরতিদোষদূষিতৈঃ।
নার্দ্রীকরোত্যূষরভূমিভাগং
মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ ॥ ৫০০ ॥

অতি দোষে দূষিত মূঢ় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আরোপিত আধেয়

পদার্থ কদাচ অসঙ্গ আধারবস্তুকে দূষিত করিতে সমর্থ নহে, কেন না, মৃগতৃষ্ণারূপ জলের মহাপ্রবাহ ক্ষারভূমিকে আর্দ্র করিতে পারে না। ৫০০।

আকাশবৎ কল্পবিদূরগোঽহ-
মাদিত্যবদ্ভাস্যবিলক্ষণোঽহম্।
অহার্য্যবন্নিত্য-বিনিশ্চলোঽহ-
মম্ভোধিবৎ পারবিবর্জ্জিতোঽহম্॥ ৫০১॥

আমি গগনবৎ কল্পনার দূরবর্ত্তী, আদিত্যবৎ অবিকার প্রদীপ্ত, ও গিরিবৎ নিত্য নিশ্চল এবং অসীমসমুদ্রবৎ পরপারবর্জ্জিত। ৫০১।

ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ।
অতঃ কুতো মে তদ্ধর্ম্মা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ॥ ৫০২॥

যেমন মেঘের সহিত গগনের সংশ্রব থাকে না, তদ্রূপ আমার শরীরের সহিত সংস্রব নাই, অতএব জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ শরীরধর্ম্মসকল আমার সম্বন্ধে কোথায়? ৫০২।

উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি স এব কর্ম্মাণি করোতি ভুঙ্‌ক্তে।
স এব জীর্য্যন্ ম্রিয়তে সদাহং কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ॥৫০৩॥

উপাধিই আগত হয় ও উপাধিই বিগত হয়, উপাধিই কার্য্য করে ও কর্ম্মের ফলভোগ করে, এবং উপাধিই জীর্ণ হইয়া মৃত হয়, কিন্তু আমি নিয়ত কুলপর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত আছি। ৫০৩।

ন মে প্রবৃত্তির্ন চ মে নিবৃত্তিঃ সদৈকরূপস্য নিরংশকস্য।
ঐকাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো ব্যোমেব পূর্ণং স কথং
নু চেষ্টতে॥ ৫০৪॥

নিয়ত একরূপ পূর্ণস্বরূপ আমার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই। হে গুরো! যে ব্যক্তি একস্বরূপ নিরন্তর নিবিড় এবং

গগনবৎ পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তিকর্ত্তৃক কর্ম্মাদি ব্যাপার কি প্রকারে হইতে পারে?। ৫০৪।

পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্য
নিশ্চেতসো নির্ব্বিকৃতের্নিরাকৃতেঃ।
কুতো মমাখণ্ডসুখানুভূতে-
র্ব্রূতে হ্যনন্বাগতমিত্যপিশ্রুতিঃ ॥ ৫০৫ ॥

ইন্দ্রিয়হীন, চিত্তহীন, বিকারবর্জ্জিত, আকারবর্জ্জিত, অখণ্ড-সুখানুভবস্বরূপ যে আমি, আমার সম্বন্ধে পুণ্য-পাপ কোথায়? "অসংসৃষ্টই ব্রহ্ম" এই বাক্য শ্রুতিতেও লিখিত আছে। ৫০৫।

ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা সুষ্ঠু দুষ্ঠু বা।
ন স্পৃশত্যেব যৎ কিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥ ৫০৬ ॥

ছায়াকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট উষ্ণ বা শীতগুণই হউক, ছায়া হইতে বিশেষ-লক্ষণযুক্ত পুরুষকে সে সকল গুণ অল্পমাত্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। ৫০৬।

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৫০৭ ॥

সাক্ষীর ধর্ম্ম বিলক্ষণ, নির্ব্বিকার, উদাসীন সাক্ষীকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। কেন না, গৃহধর্ম্ম প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৫০৭।

রবের্যথা কর্ম্মণি সাক্ষিভাবো
বহ্নের্যথা দাহনিয়ামকত্বম্।
রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গ-
স্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৫০৮ ॥

আদিত্যের যেমন কর্ম্মে সাক্ষিভাব, বহ্নির যেমন দাহকর্ত্তৃত্বভাব এবং রজ্জুর যেমন আরোপিত দ্রব্যসম্বন্ধভাব, তদ্রূপ কূটস্থ চিদাত্ম-স্বরূপ আমার অনির্ব্বচনীয় অসঙ্গভাব। ৫০৮।

কর্ত্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং
ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহং।
দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং
সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা ॥ ৫০৯ ॥

আমি কর্ম্মকর্ত্তাও নহি এবং কর্ম্মের প্রয়োজকও নহি; আমি ভোজনকর্ত্তা নহি এবং ভোজয়িতা নহি, আমি অলৌকিক জ্যোতিঃ-স্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম। ৫০৯।

চলত্যুপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল-
মৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি।
স্ববিম্বভূতং রবিবদ্বিনিষ্ক্রিয়ং
কর্ত্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোঽস্মি হেতি ॥ ৫১০ ॥

যেমন আদিত্যের প্রতিবিম্ব জলাদি উপাধিগত হইলে জলাদির চপলতা হেতু চঞ্চল জ্ঞান করে, তদ্রূপ উপাধি চলিত হইলে মূঢ়মতিরা উপাধিসম্বন্ধীয় প্রতিবিম্বেরও চাঞ্চল্য স্বীকার করে। নিষ্ক্রিয় আত্মার প্রতিবিম্ব শরীরাদি উপাধিগত হইলে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, হায়! আমি হত হইলাম" ইত্যাদি প্রকার স্বীকার করে। ৫১০।

জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্বেষ জড়াত্মকঃ।
নাহং বিলিপ্যে তদ্ধর্ম্মৈর্ঘটধর্ম্মৈর্নভো যথা ॥ ৫১১ ॥

এই জড়রূপ শরীরাদি উপাধি জলেই মগ্ন হউক্, কিম্বা স্থলেই পতিত হউক্, আমি তৎসমস্ত উপাধিধর্ম্মে লিপ্ত নহি। ৫১১।

কর্তৃত্বভোক্তৃত্বখলত্বমত্ততা-
জড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ।
বুদ্ধের্ব্বিকল্পা ন তু সন্তি বস্তুতঃ
স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলেঽদ্বয়ে ॥ ৫১২ ॥

কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, খলত্ব, সাধুত্ব, জড়ত্ব, বদ্ধত্ব, মুক্তিত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম বুদ্ধির বিকল্পমাত্র, বস্তুতঃ অদ্বয় কেবল পরব্রহ্মস্বরূপ যে আমি আমাতে এ সমস্ত বিদ্যমান নাই। ৫১২।

সন্তু বিকারাঃ প্রকৃতের্দ্দশধা শতধা সহস্রধা বাপি তৈঃ।
কিং মেঽসঙ্গচিত্তস্ত ন হ্যম্বুদাবরমম্বরং স্পৃশন্তি ॥ ৫১৩ ॥

প্রকৃতির বিকার দশপ্রকার হউক বা শতপ্রকার হউক বা সহস্রপ্রকারই হউক, অসঙ্গমনা যে আমি, আমার তদ্দারা কি হইবে যেমন মেঘবৃন্দ মহাকাশকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐসমস্ত বস্তুতে আমার কিছুই হয় না। ৫১৩।

অব্যক্তাদিস্থূলপর্য্যন্তমেতদ্বিশ্বং যত্রাভাসমাত্র প্রতীতম্।
ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মমাদ্যন্তহীনং ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥৫১৪॥

সূক্ষ্মপ্রকৃতি অবধি এই স্থূল বিশ্বপর্য্যন্ত যাহাতে প্রতিবিম্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই গগনসাদৃশ সূক্ষ্ম আদ্যন্তবিহীন যে অদ্বৈত ব্রহ্ম, আমিই সেই ব্রহ্ম। ৫১৪।

সর্ব্বাধারং সর্ব্ববস্তুপ্রকাশং সর্ব্বাকারং সর্ব্বগং সর্ব্বশূন্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥৫১৫॥

আমিই সর্ব্বাধার, সর্ব্বদ্রব্যপ্রকাশক, সর্ব্ববস্তুগত, অথচ পদার্থশূন্য, শুদ্ধ, নিত্য, নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প, অদ্বৈতব্রহ্ম। ৫১৫।

যস্মিন্নস্তাশেষমায়াবিশেষং প্রত্যগ্রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্।
সত্যজ্ঞানানন্দমানন্দরূপং ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৬ ॥

যাঁহাতে অখিল মায়া নিহিত রহিয়াছে, অথচ যিনি সমস্ত মায়া হইতে বিলক্ষণ, প্রত্যগ্রূপ জ্ঞানগম্য, সত্য, চিতানন্দসুখস্বরূপ আমিই সেই অদ্বৈত ব্রহ্ম। ৫১৬।

নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যঽবিকারোঽস্মিনিষ্কলোস্মি নিরাকৃতিঃ

নির্ব্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ॥ ৫১৭॥

আমি নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নিষ্কল, নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, নিত্য নিরালম্ব এবং অদ্বয়স্বরূপ। ৫১৭।

সর্ব্বাত্মকোঽহং সর্ব্বোঽহং সর্ব্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ।

কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরম্॥ ৫১৮॥

আমি সর্ব্বান্তরাত্ম, সর্ব্বাবয়ব, সর্ব্বাতীত, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, অখণ্ডবোধরূপ, এবং নিরন্তর আনন্দমূর্ত্তি। ৫১৮।

স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেষা

ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ।

প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে

নমো নমস্তেঽস্তু পুনর্নমোঽস্তু॥ ৫১৯॥

আমি ভবদীয় কৃপা ও মহিমা-প্রসাদে এই ব্রহ্মস্বরূপ সম্রাজ্য-বিভূতি প্রাপ্ত হইলাম। হে গুরো আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। ৫১৯।

মহাস্বপ্নে মায়াকৃত জনি-জরামৃত্যুগহনে

ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্।

অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া

প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্মামসি গুরো!॥৫২০॥

হে গুরো! আমি মায়াকৃত জন্ম-জরা-মৃত্যুদ্বারা দুর্গম, মহাস্বপ্নরূপ সংসারে বহু ভ্রমণ করিতেছি, বহুবিধ তাপদ্বারা ক্লিষ্ট হইতেছি, এবং অহঙ্কাররূপ ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ব্যথিত হইতেছি। আমাকে আপনি মহতী কৃপা পুরঃসর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া পরম ব্রহ্মপদতত্ত্ব প্রদান করিলেন। ৫২০।

নমস্তস্মৈ সদেতস্মৈ কস্মৈচিন্মহসে নমঃ ;
যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে ॥ ৫২১ ॥

হে গুরুদেব! সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মকে প্রণাম ; অনির্ব্বচনীয় তেজ-স্বরূপ সেই ব্রহ্মকে প্রণাম ; যে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে আপনার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম। ৫২১।

ইতি নতমবলোক্য শিষ্যবর্য্যং সমধিগতাত্মসুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্।
প্রমুদিতহৃদয়ঃ স দেশিকেন্দ্রঃ পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা ॥৫২২॥

অনন্তর সেই মহাত্মা গুরুদেব এইপ্রকারে প্রণত শিষ্যবরকে সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্তাত্মানন্দ, প্রাপ্তাত্মসুখ ও প্রবুদ্ধতত্ত্ব দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় পবিত্র বাক্যে কহিলেন। ৫২২।

ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জ্জগদতো ব্রহ্মৈব সৎ সর্ব্বতঃ
পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি।
রূপাদন্যমবেক্ষিতং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতাং দৃশ্যতে
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্ব্বিহারাস্পদম্ ॥৫২৩॥

এই বিশ্বসংসার ব্রহ্মহেতুক বিস্তৃত, অতএব আত্মতত্ত্বদর্শন দ্বারা শান্তচিত্তে সর্ব্বাবস্থায় সকলপদার্থে সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন কর। যেমন চক্ষুষ্মান্‌গণের সর্ব্বত্র রূপভিন্ন পদার্থ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ সাধুজনসম্বন্ধে বুদ্ধির বিহারস্থল ব্রহ্মভিন্ন অপর কিছুই দৃষ্ট হয় না। ৫২৩

কস্তাং পরানন্দরসানুভূতি-
মুৎসৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্?।
চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে
চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ? ॥ ৫২৪ ॥

কোন্ বিদ্বান্ সেই ব্রহ্মানন্দরসানুভব ত্যাগ করিয়া তুচ্ছ প্রপঞ্চে সুখভোগ করে? পরমাহ্লাদকর দীপ্যমান চন্দ্র বিদ্যমানে কোন্ ব্যক্তি চিত্রিত চন্দ্রাবলোকনে বাসনা প্রকাশ করে? ৫২৪।

অসৎপদার্থানুভবেন কিঞ্চি-
ন্ন হ্যস্তি তৃপ্তির্ন চ দুঃখহানিঃ।
তদদ্বয়ানন্দরসানুভূত্যা
তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৫২৫॥

অনিত্য বস্তুর অনুভব দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রীতিলাভ হয় না এবং দুঃখ ধ্বংসও হয় না, সুতরাং অদ্বৈত আনন্দরসের অনুভব দ্বারা প্রীত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অবলম্বনকরত সুখে অবস্থান কর। ৫২৫।

স্বমেব সর্ব্বতঃ পশ্যন্মন্যমানঃ স্বমদ্বয়ম্।
স্বানন্দমনুভুঞ্জানঃ কালং নয় মাহামতে॥ ৫২৬॥

হে মহামতে! স্বকীয় অদ্বয় আত্মাকে সর্ব্বথা সন্দর্শন ও সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মানন্দ বোধকরতঃ সময় যাপন কর! ৫২৬।

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্ব্বিকল্পে
বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরপ্রকল্পনম্।
তদদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা
শান্তিঃ পরামেত্যে ভজস্ব মৌনম্॥ ৫২৭॥

অখণ্ডবোধস্বরূপ অবিকল্প আত্মাতে বিবিধ কল্পনা কেবল গগনে গৃহনির্ম্মাণের ন্যায় অপলাপমাত্র, অতএব অদ্বয় আনন্দ-পরিপূর্ণ-চিত্তে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত মৌনাবলম্বন কর। ৫২৭।

তূষ্ণীমবস্থা পরমোশান্তি-
র্বুদ্ধেরসৎকল্পবিকল্পহেতোঃ।
ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো
যত্রাদ্বয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্॥ ৫২৮॥

ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ মাহাত্মার মৌনাবস্থাই অসৎকল্প ও বিকল্পের হেতুভূত বুদ্ধির পরমশান্তিস্বরূপ, ঐ শান্তিতে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বয় সুখের উপলব্ধি হয়। ৫২৮।

নাস্তি নির্ব্বাসনান্মৌনাৎ পরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ॥ ৫২৯॥

বিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ও পরমানন্দরসপরিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রম এবং তূষ্ণীম্ভাব অপেক্ষা উত্তম হিতকর আর কিছুই নাই। ৫২৯।

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঞ্ছয়ানো বাঽন্যথাপি বা।
যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ॥ ৫৩০॥

বিদ্বান্ আত্মারাম গমনসময়ে, স্থিতিসময়ে, উপবেশনকালে, শয়নাবস্থায় এবং অন্যান্য কার্য্যকালে স্বেচ্ছানুসারে নিয়ত মৌনাবলম্বন করত অবস্থান করিবেন। ৫৩০।

ন দেশকালাসনদিগ্‌সমাদিলক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবন্ধবৃত্তেঃ।
সংসিদ্ধতত্ত্বস্য মহাত্মনোঽস্তি স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যবস্থা॥ ৫৩১॥

নিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তি ও সংসিদ্ধতত্ত্ব মহাত্মার সম্বন্ধে দেশ, কাল, আসন এবং যম-নিয়মাদি লক্ষ্যের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা থাকে না, কেননা, আত্মজ্ঞানবিষয়ে বিধি-নিয়মাদির প্রতীক্ষা কি ?। ৫৩১।

ঘটোঽয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কোঽন্বপেক্ষ্যতে ?।
বিনা প্রমাণসুষ্ঠুত্বং যস্মিন্ সতি পদার্থধীঃ॥ ৫৩২॥

উৎকর্ষ প্রকাশ ভিন্ন এই বস্তুই ঘট, ইহা বিদিত হইতে অন্য নিয়মের অপেক্ষা করে না, সুতরাং প্রমাণোৎকর্ষই বস্তুপরিজ্ঞানের প্রতি প্রধান হেতু। ৫৩২।

অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে।
ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে॥ ৫৩৩॥

প্রশস্ত প্রমাণবশতঃ এই পরমাত্মা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শোভা পাইতেছেন, তাহাতে দেশ কাল বা শুচিতাদির অপেক্ষা করে না। ৫৩৩।

দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।
তদ্বৎ ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্॥ ৫৩৪॥

আমি দেবদত্ত, এই জ্ঞান অববোধে যেমন অন্য প্রমাণাপেক্ষা থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রমাণাপেক্ষা থাকে না। ৫৩৪।

ভানুনেব জগৎ সর্ব্বং ভাসতে যস্য তেজসা।
অনাত্মকমসত্তুচ্ছং কিংনু তস্যাবভাসকম্॥ ৫৩৫॥

বৎস! ভাস্করের ন্যায় যাঁহার তেজঃপ্রভাবে অখিল জগৎ আলোকিত হইয়াছে, জড় অনিত্য অসার জগৎ কি তাঁহার অবভাসক হইতে পারে? । ৫৩৫ ।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি ।
যেনার্থবন্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ ? ॥ ৫৩৬ ॥

হে বৎস! বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, চরাচরভূতগ্রাম যাঁহা কর্ত্তৃক অর্থযুক্ত হইয়াছে. সেই বিশ্বজ্ঞ ব্রহ্মকে কি কেহ প্রকাশ করিতে পারে? । ৫৩৬ ।

এষ স্বয়ং জ্যোতিরনন্তশক্তিরাত্মাঽপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ ।
যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমঃ ॥৫৩৭॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিস্বরূপ, অনন্ত শক্তি-স্বরূপ, অপ্রেমেয় এবং অখিল পদার্থের অনুভবকর্ত্তা, অতএব ব্রহ্মজ্ঞগণমধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান অধিকারী, তিনিই এই ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া সংসারপাশ হইতে বিমুক্তিলাভ করতঃ সম্যক্ অবস্থান করেন। ৫৩৭।

ন খিদ্যতে ন বিষয়ৈঃ প্রমোদতে ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।
স্বস্মিন্ সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ॥৫৩৮॥

সর্ব্বদা আনন্দরস দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তি কদাচ খেদবিশিষ্ট হন না, বিষয় দ্বারা তুষ্ট হন না, বিষয়ে আসক্ত হন না এবং বিরক্তও হন না, শুদ্ধ স্বয়ং স্বস্বরূপ ব্রহ্মেই ক্রীড়া করেন ও তদ্দ্বারা প্রীত থাকেন। ৫৩৮।

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।
তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্ম্মমো নিরহং সুখী॥ ৫৩৯॥

বালক যেমন কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষুধা ও শারীরিক পীড়াদি ত্যাগপূর্ব্বক ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মমতাবর্জ্জিত অহঙ্কারহীন সুখী বিদ্বান্ ব্যক্তি বাহ্যব্যাপার ত্যাগ করিয়া আত্মাতে ক্রীড়া করেন। ৫৩৯।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥ ৫৪০॥

আত্মজ্ঞ যোগীগণের চিন্তাহীন দীনতাপ্রকাশশূন্য ভিক্ষান্ন আহার, নদীতেই জলপান, স্বেচ্ছায় অনিবার্য্যরূপে অবস্থিতি, নির্ভয় হেতু শ্মশানে বা কাননে নিদ্রা, প্রক্ষালন বা শোষণাদি শূন্য দিগ্‌রূপ বসন, গৃহশয্যা ভূমি ও বেদান্তরূপ মার্গে গতিবিধি এবং পরম ব্রহ্মেই রমণ হয়। ৫৪০।

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্ ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুসক্তবাহ্যঃ॥ ৫৪১॥

যিনি আত্মবৎ, অব্যক্তচিহ্ন এবং বাহ্যবিষয়াসক্তিবর্জ্জিত হন, তিনি দিব্য রথরূপ এই শরীর অবলম্বন করিয়া শিশুবৎ পরেচ্ছা-ক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ করেন। ৫৪১।

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্ বাপি চ বালবদ্ বা পিশাচবদ্ বাপি চরত্যবন্যাম্॥ ৫৪২॥

আত্মবিৎ ব্যক্তি কখন দিগম্বর হইয়া, কখন বা বসন পরিধান, কখন বল্কল বা চর্ম্মাম্বর ধারণ, কখন বা জ্ঞানাম্বর গ্রহণ করিয়া, কখন উন্মত্তবৎ, কখন বালকের ন্যায়, কখন পিশাচের ন্যায় ধরাভ্রমণ করেন। ৫৪২।

কামান্নিষ্কামরূপী সংশ্চরত্যেকচরো মুনিঃ।
স্বাত্মনৈব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্ব্বাত্মনা স্থিতঃ॥ ৫৪৩॥

নিজ আত্মা দ্বারাই নিয়ত সন্তুষ্ট ও স্বয়ং সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনি, নিষ্কাম হইয়া বিষয় উপভোগ করেন। ৫৪৩।

কচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ কচিদপি মহারাজবিভবঃ
কচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ কচিদজগরাচারকলিতঃ।
কচিৎ পাত্রীভূতঃ কচিদবমতঃ কাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥ ৫৪৪॥

নিত্যপরমানন্দে আনন্দিত জ্ঞানীব্যক্তি কোন স্থানে মূর্খের ন্যায়, কোনস্থানে পণ্ডিতের ন্যায়, কোন স্থানে বা নৃপবৎ ঐশ্বর্য্য-শালী, কোন স্থানে ভ্রান্তবৎ, কোন স্থানে প্রশান্ত, কোন স্থানে অজগরধর্ম্মাবলম্বী কোন স্থানে দানপাত্রবৎ, কোন স্থানে অব-মানিত, কোন স্থানে বা অপরিচিত, এই ভাবে ভ্রমণ করেন॥ ৫৪৪।

নির্ধনোপি সদা তুষ্টোপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোপ্যভুঞ্জানোপ্যসমঃ সমদর্শনঃ॥ ৫৪৫॥

নিত্যানন্দে আনন্দিত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও নিরন্তর সন্তুষ্ট, নিঃসহায় হইয়াও মহাবলিষ্ঠ, ভোজন না করিয়াও নিত্য-তুষ্ট এবং অসমান হইয়াও সকলকে সমানরূপে দেখেন। ৫৪৫।

অপি কুর্ব্বন্নকুর্ব্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।
শরীর্য্যপ্যশরীর্য্যেষ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্ব্বগঃ॥ ৫৪৬॥

এই প্রকার মহাত্মা কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা, ফলভোগী হইয়াও অভোক্তা, দেহী হইয়াও অশরীরী এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও সর্ব্বব্যাপী। ৫৪৬।

অশরীরং সদা সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং কচিৎ।
প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে॥ ৫৪৭॥

নিয়ত দেহস্থ হইয়াও অশরীর, তাদৃশ ব্রহ্মবেত্তাকে প্রিয় বা অপ্রিয় বা শুভাশুভ কর্ম্ম কখন স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। ৫৪৭।

স্থূলাদিসম্বন্ধবতোঽভিমানিনঃ
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ শুভাশুভে চ।
বিধ্বস্তবন্ধস্ত সদাত্মনো মুনেঃ,
কুতঃ শুভং ? বাপ্যশুভং ফলং বা ? ॥ ৫৪৮ ॥

স্থূলশরীরাদিতে আত্মসম্বন্ধবান্ অভিমানী ব্যক্তির সুখ দুঃখ ও শুভাশুভাদি আবহমান নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু বিমুক্তবন্ধ ব্রহ্ম-স্বরূপ সাধুর সম্বন্ধে তত্তৎ শুভাশুভ সুখদুঃখাদি কোথায় ? ।৫৪৮।

তমসা গ্রস্তবত্তানাদগ্রস্তোঽপি রবির্জনৈঃ।
গ্রস্ত ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ত্যা হ্যজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্ ॥ ৫৪৯ ॥
তদ্বদ্দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিত্তমম্।
পশ্যন্তি দেহবন্মূঢ়াঃ শরীরাভাসদর্শনাৎ। ৫৫০।

যেমন পদার্থলক্ষণ অপরিজ্ঞাত নিবন্ধন ভ্রমবশে সূর্য্য রাহু-কর্ত্তৃক ভুক্ত না হইলেও তিমির দ্বারা ভুক্তবৎ প্রত্যয়হেতু তাঁহাকে রাহুভুক্ত বলিয়া বোধ করা যায়, তদ্রূপ দেহাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞপ্রবরকে মূর্খেরা প্রতিবিম্বভূত দেহমাত্র দেখিয়া প্রকৃত দেহবিশিষ্টবৎ জ্ঞান করে। ৫৪৯ ৫৫০।

অহিনির্ল্বয়নীবায়ং মুক্তদেহস্ত তিষ্ঠতি।
ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎকিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা। ৫৫১।

এই যোগী ভুজঙ্গনির্ম্মোকের ন্যায় মুক্তদেহহেতু প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক ঈষৎ ইতস্ততঃ চালিত হইয়া অবস্থিতি করেন। ৫৫১।

স্রোতসা নীয়তে দারু যথা নিম্নোন্নতস্থলম্।
দৈবেন নীয়তে দেহস্তথা কালোপভুক্তিষু ॥ ৫৫২ ॥

যেমন কাষ্ঠ নদীস্রোতোদ্বারা উচ্চনীচ স্থানে নীত হয়, তদ্রূপ শরীর দৈবদ্বারা কালের উপভোগার্থ নীত হয়। ৫৫২।

প্রারব্ধকর্ম্মপরিকল্পিতবাসনাভিঃ
সংসারিবচ্চরতি ভুক্তদেহঃ।
সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র
তূষ্ণীং চক্রস্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ॥ ৫৫৩॥

দেহাভিমানবিমুক্ত যোগী প্রারব্ধ কার্য্যদ্বারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসনাসমূহের বশগ হইয়া সংসারীর ন্যায় ভোগমার্গে বিচরণ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিদ্ধ এবং কুলালচক্রের মূলদেশসদৃশ সুস্থির ও সংকল্পবিকল্পরহিত তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বন করত এই দেহে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন। ৫৫৩।

নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙ্‌ক্তে এষ
নৈবাপযুঙ্‌ক্ত উপদর্শনলক্ষণস্থঃ।
নৈব ক্রিয়াফলমপীষদবেক্ষতে স
সানন্দসান্দ্ররসপানসুমত্তচিত্তঃ॥ ৫৫৪॥

এই বিমুক্ত যোগী পরমানন্দরসদ্বারা সুমত্তমনা হইয়া ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বিষয়ে নিযুক্ত করেন না ও উপদেষ্টা লক্ষণে অবস্থিত হেতু ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে বিমুক্তও করেন না। এবং কর্ম্ম-ফলপ্রতি কখন ঈষন্মাত্রও দর্শন করেন না। ৫৫৪।

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা।
শিবএব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ॥ ৫৫৫॥

যে যোগী লক্ষ্য ও অলক্ষ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্‌গণমধ্যে প্রধান ও স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। ৫৫৫।

জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
উপাধিনাশদ্ ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্॥ ৫৫৬॥

ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ যোগী জীবিত থাকিয়াও নিরন্তর মুক্ত ও কৃতার্থ; সুতরাং উপাধিলয় বশত তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মকেই লাভ করেন। ৫৫৬।

শৈলূষবংশসদ্ভাবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্।
তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥ ৫৫৭॥

নট যেমন বেশের সত্তা বা অসত্তাতে যে পুরুষ, সেই পুরুষমাত্রই প্রতীত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর উপাধির সত্তা বা অসত্তাতে নিয়ত ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতীত হন, ব্রহ্মব্যতীত অন্য প্রকার হন না। ৫৫৭।

যত্র কাপি বিশীর্ণং সৎ পর্ণমিব তরোর্বপুঃ পতনাৎ।
ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ প্রাগেব তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্॥ ৫৫৮॥

পত্র যে কোন স্থলেই পতিত হউক, তাহাকে যেমন সেই তরুর অঙ্গই বলা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যতিকে ব্রহ্মস্বরূপই কহে; পত্র যেমন পতনের অগ্রেই বিশীর্ণ হয়, যোগীর দেহও তদ্রূপ পঞ্চত্বলাভের অগ্রে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয়। ৫৫৮

সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মুনেঃ
পূর্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা।
ন দেশকালাদ্যুচিতপ্রতীক্ষা
ত্বঙ্মাংসবিট্‌পিণ্ডবিসর্জ্জনায়॥ ৫৫৯॥

সৎস্বরূপ পরব্রহ্মে পূর্ণ, অদ্বয়, আনন্দ, পরিপূর্ণমনে নিয়ত অবস্থিতিকারী মুনির সম্বন্ধে ত্বক্-মাংসমল-পূর্ণ দেহের বিসর্জ্জনার্থে দেশকালাদির উচিত প্রতীক্ষা নাই। ৫৫৯।

দেহস্য মোক্ষো ন মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতস্ততঃ॥ ৫৬০।

মোক্ষ শরীরের দর্শনে হয় না এবং দণ্ডকমণ্ডলুর দর্শনেও হয় না, যখন অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থির মোচন হয়, তখনই মুক্তি-প্রাপ্তি হয়। ৫৬০।

কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেঽপি চত্বরে।

পর্ণং পততি চেত্তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্॥ ৫৬১॥

হে বৎস! কুল্যাতে নদীতে, শিবমন্দিরে অথবা অঙ্গনে যদি পত্র পতিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তরুর শুভাশুভ কি? ৬৬১।

পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশাদ্,

দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ।

নৈবাত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যা-

নন্দাবৃতের্বৃক্ষবদস্তি চৈষঃ॥ ৫৬২॥

পত্র পুষ্প ফলের ধ্বংসবৎ দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও বুদ্ধির বিলয় হয়, কিন্তু সৎস্বরূপ আনন্দমূর্ত্তি স্বকীয় আত্মার ধ্বংস কদাচ হয় না, এই আত্মা তরুর ন্যায় নিত্য অবস্থিতি করেন। ৫৬২।

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।

অবিদ্যোপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥ ৫৬৩॥

আত্মা নিবিড় প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপ, ইহাই আত্মার যথার্থ লক্ষণ, অতএব পাণ্ডিতেরা অবিদ্যারূপ উপাধিরই ধ্বংস কীর্ত্তন করেন। ৫৬৩।

অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ।

প্রব্রবীত্যবিনাশিত্বং বিনশ্যৎসু বিকারিষু॥ ৫৬৪॥

এই আত্মা অনশ্বর, অতএব বিকারযুক্ত বস্তুসকল বিনষ্ট হইলেও অবিকারী আত্মার অবিনাশিত্ব কীর্ত্তন আছে। ৫৬৪।

পাষাণবৃক্ষতৃণধান্তকটাম্বরাদ্যা
দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।
দেহেন্দ্রিয়াসু মন আদি সমস্তদৃশ্যং
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্॥ ৫৬৫॥

পাষাণ, তরু, তৃণ, ধান্স, কট, বসন ইত্যাদি পদার্থসকল দগ্ধ হইলে যেমন মৃত্তিকাই হয়, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি দৃশ্যবস্তু জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৫৬৫।

বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।
তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে॥ ৫৬৬॥

যেমন প্রাঢ় অন্ধকার সূর্য্যতেজে লয় পায়, তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থ পরব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ৫৬৬

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্।
তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্॥ ৫৬৭॥

যেমন ঘট নষ্ট হইলে তদবচ্ছিন্ন আকাশ ব্যক্তরূপে প্রকৃত আকাশই হয়, তদ্রূপ উপাধি লয় পাইলে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মই হন। ৫৬৭।

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ॥ ৫৬৮॥

যেমন দুগ্ধ দুগ্ধে, তৈল তৈলে, জল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্র হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ যোগী পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোগে একীভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৬৮।

এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিতম্।
ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যৈষ যতির্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ৫৬৯॥

এই প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতাই যোগীগণের অখণ্ডনীয় বিদেহ-কৈবল্যস্বরূপ; সুতরাং এই যোগী ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া পরম নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন। ৫৬৯।

সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং দগ্ধাবিদ্যাদিবর্ষ্মণঃ।
অমুষ্য ব্রহ্মভূতত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ কুত উদ্ভবঃ॥ ৫৭০॥

যাহার অবিদ্যা ও জীবাত্মার দেহাদি একত্র বিজ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ যোগীর ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু ব্রহ্মের উৎপত্তি-সম্ভব কোথায়? ৫৭০॥

মায়াকল্পিতৌ বন্ধমোক্ষৌ ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ।
যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ॥ ৫৭১॥

আবৃতেঃ সদসত্ত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে।
নাবৃতির্ব্রহ্মণঃ কাচিদন্যাভাবাদনাবৃতম্।
যদ্যস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ॥ ৫৭২॥

যেমন ক্রিয়াশূন্য রজ্জুতে ভুজঙ্গের আগম ও নির্গম নাই, তদ্রূপ মায়াকল্পিত বন্ধ ও মোক্ষ বাস্তবিক আপনার আত্মাতে নাই। আবরণের সত্তা ও অসত্তা হেতু বন্ধ ও মোক্ষ বক্তব্যমাত্র হইয়াছে, ব্রহ্ম আবরণহীন, সুতরাং অন্য পদার্থের অভাব নিবন্ধন আত্মা নিয়ত আবরণহীন, যদি অন্যবস্তুর সত্তা স্বীকার কর, তবে ব্রহ্মের অদ্বৈতবাদের হানি হয়, শ্রুতি দ্বৈতবাদবিষয়ে অসহিষ্ণু। ৫৭১-৫৭২।

বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ মৃষৈব মূঢ়া,
বুদ্ধের্গুণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি।
দৃগাবৃতিং মেঘকৃতাং যথা রবৌ,
যতোঽদ্বয়াসঙ্গচিদেতদক্ষরম্॥ ৫৭৩॥

বন্ধ ও মোক্ষ উভয় মিথ্যা, শুদ্ধ মূর্খেরা পদার্থে বুদ্ধির গুণ-মাত্র কল্পনা করে, যেমন মেঘকৃত নেত্রাবরণ সূর্য্যে কল্পনা করে, তদ্রূপ অদ্বয়, অসঙ্গ, অবিনাশী চিন্ময় আত্মাতে বন্ধ ও মোক্ষ কল্পনা হয়। ৫৭৩।

অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।
বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ॥ ৫৭৪॥

বস্তুতে অস্তি জ্ঞান এবং নাস্তি জ্ঞান উভয়ই বুদ্ধির গুণমাত্র, কিন্তু নিত্যবস্তুস্বরূপ আত্মসম্বন্ধে এ সমস্ত গুণ নাই। ৫৭৪।

অতস্তৌ মায়য়া কৢপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন বাত্মনি।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎ কল্পনা কুতঃ॥ ৫৭৫॥

অতএব মায়াকল্পিত কথিত বন্ধ ও মোক্ষ আত্মাতে নাই, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, পরব্রহ্মে বন্ধমোক্ষকল্পনা কোথায়? ৬৭৫।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ৫৭৬॥

ব্রহ্মে নিরোধ, উৎপত্তি, সাধক, মুমুক্ষু, মুক্তি কিছুই নাই। ৫৭৬।

সকলনিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তগুহ্যং,
পরমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে ময়াদ্য।
অপগতকলিদোষং কামনির্ম্মুক্তবুদ্ধিং
স্বমনুবল সকৃত্যং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্॥ ৫৭৭॥

এই পরমাত্মতত্বজ্ঞান বেদের শিরোভাগস্বরূপ বেদান্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্তের গুহ্য, অতএব অতিশয় গোপনীয়। ইহা আজি

আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। তুমি কলিকলুষবর্জ্জিত ও ভোগবাঞ্ছারহিতবুদ্ধি মুমুক্ষু-সকাশে কৃতকৃত্য ভাবিয়া এই আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিও। ৫৭৭।

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্ম্মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৫৭৮ ॥

সেই শিষ্য এই প্রকার গুরুবাক্য শ্রবণান্তে সবিনয়ে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর নির্ম্মুক্তবন্ধন হইয়া প্রস্থান করিলেন। ৫৭৮।

গুরুরেব সদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং বিচচার নিরন্তরঃ ॥ ৫৭৯ ॥

মহাত্মা গুরুও ব্রহ্মসাগরে নিঃশেষে নিমগ্নমনা হইয়া অখিল পৃথিবী পবিত্র করিবার জন্য সর্ব্বদা বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত ৫৭৯।

ইত্যাচার্য্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫৮০ ॥

এইপ্রকার মুমুক্ষুগণের মনোহর জ্ঞানোৎপত্তির জন্য গুরু-শিষ্যসংবাদদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাদি নিরূপণ করিলাম। ৫৮০।

হিতমিমমুপদেশমাদ্রিয়ন্তাং
বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ।
ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ
শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে ॥ ৫৮১ ॥

যথাবিধি চিত্তদোষবর্জ্জিত, সংসারসুখ হইতে বিরত, প্রশান্ত-মনা, বেদরসজ্ঞ, মুমুক্ষু যোগীরা আমার এই হিতকর উপদে-শকে আদর করুন্। ৫৮১।

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাহব্যথা-
খিন্নানাং জলকাঙ্ক্ষয়া মরুভুবি শ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্ ।
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়-
ন্ত্যেষা শঙ্করভারতী বিজয়তে নির্ব্বাণসন্দায়িনী ॥ ৫৮২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্য-
পাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎকৃতো বিবেকচূড়ামণিঃ ।

ভবমার্গে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপরূপ আদিত্যরশ্মিকিরণ হইতে প্রকৃষ্ট প্রকারে জাত দাহরূপ ব্যথায় ব্যথিত, অতি-কাতর, এই হেতু জলাকাঙ্ক্ষায় মরুক্ষেত্রে ভ্রমণকারী জন-গণসম্বন্ধে সুখকর, অদ্বয়, ব্রহ্মস্বরূপ, অতিসন্নিহিত সুধাসাগরের দর্শনকারিণী নির্ব্বাণদাত্রী শঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিবেকচূড়ামণি-বাণী সর্ব্বথা সমুদ্ভাসিত হইতেছে । ৫৮২ ।

ইতি বিবেকচূড়ামণি সমাপ্ত ।